পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দাম: ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 115 Thursday, 27 March, 2025 ❋ ৩০ বর্ষ, ১১৫ সংখ্যা ❋ ১৩ চৈত্র ১৪৩১, বৃহস্পতিবার, ২৭ মার্চ ২০২৫ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

মমতাবালার পায়ে সটান মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম বিজেপি বিধায়কের

দুরন্ত বার্তা, বনগাঁ, ২৬ মার্চঃ ঠাকুরনগরের বিখ্যাত বারুণী মেলাকে কেন্দ্র করে গত বছর কী হয়েছিল, তা অনেকেরই মনে আছে। ভেঙে দু ভাগ হয়ে গিয়েছিল ঠাকুরবাড়ি। এক পক্ষে বিজেপি সাংসদ শান্তনু ঠাকুর, আর এক পক্ষে তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ মমতাবালা ঠাকুর। রীতিমতো ধুন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। তবে এবার সেই ছবি বদলেছে। একযোগে মেলা পরিচালনা করছেন শান্তনু ও মমতাবালা। এরইমধ্যে দেখা গেল কার্যত এক নজিরবিহীন ছবি। মমতাবালার পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করছেন হরিণঘাটার বিজেপি বিধায়ক অসীম সরকার। বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হচ্ছে বিখ্যাত বারুণী মেলা। পূণ্যস্নান করবেন মতুয়ারা। তার আগে আজ, বুধবার সন্ধ্যায় সেখানে গিয়েছিলেন বিজেপি বিধায়ক অসীম সরকার। এদিন দেখা গেল ঠাকুরবাড়ির ভিতরে ঢুকে মমতাবালা ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করলেন তিনি। সোজা তাঁর পায়ে মাথা ঠেকিয়ে করলেন প্রণাম। রাজনৈতিক বিভেদ ভুলে এমন ছবি কার্যত নজিরবিহীন। সেখানে বসে অসীম সরকার বলেন, ''ভক্তরা এটাই চেয়েছিল। রাজনীতি রাজনীতির জায়গায় পড়ে থাকুক। মতুয়া পরিবার চায় আমরা সবাই একত্রিত হই। পিছনের কথা ভুলে সবাই ভুলে যান।'' মমতাবালা বলেন, ''সংসার থাকলে ভুল বোঝাবুঝি হয়। এটা জগতের নিয়ম। হরিচাঁদের দর্শণ হল নারী-পুরুষ পাবে সমান অধিকার। তাই নারীশক্তির জয় হবেই।'' এদিন ঠাকুরনগর ঠাকুরবাড়িতে গিয়েছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী সুজিত বসু, প্রাক্তন মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক প্রমুখ। বড়মার ঘরে প্রণাম করে সুজিত বসু বলেন, ''ধর্ম আর রাজনীতি দুটো আলাদা বিষয়। সকলে মিলে একসঙ্গে মেলা হচ্ছে। এটা মানুষের আবেগের মেলা। সামিল হতে পেরে আমিও খুশি।''

বস্তা বস্তা জাল ওষুধ, অবিকল একই! হাওড়ার পর এবার উদ্ধার কলকাতা থেকে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৬ মার্চঃ হাওড়ার পর এবার খাস কলকাতা থেকে উদ্ধার বস্তা বস্তা জাল ওষুধ। যে সে ওষুধ নয়, রোজের ব্যবহারের ওষুধ। উচ্চ রক্তচাপ, সুগার, গ্যাস, হার্ট কিংবা কিডনির সমস্যায় যেসব ওষুধ খান মানুষ, সেই ওষুধই জাল করে বিক্রি করা হচ্ছিল দিনের পর দিন ধরে। দেখলে বোঝারও উপায় নেই, কারণ অবিকল একই রকম দেখতে। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মঙ্গলবার রাতে বাগড়ি মার্কেট, মেহতা বিল্ডিং, গান্ধী কমপ্লেক্স, গিরিয়া ট্রেড সেন্টারে অভিযান চালান ড্রাগ কন্ট্রোলের আধিকারিকরা। সেখান থেকে প্রায় ২০ লক্ষ টাকার জাল ওষুধ বাজেয়াপ্ত করেছেন তদন্তকারীরা। জানা যাচ্ছে, ৬টি দলে ভাগ হয়ে অভিযান চালান ১৯ জন ড্রাগ ইনস্পেক্টর। অভিযান চালানোর পাশাপাশি, কীভাবে কিউ আর কোড স্ক্যান করে জাল ওষুধ ধরতে হবে, পাইকারি ওষুধ ব্যবসায়ীদের তা হাতেকলমে দেখিয়ে দেন তাঁরা। এর আগেকলুটোলা স্ট্রিট থেকে ২ কোটি টাকার এমনই জাল ওষুধ বাজেয়াপ্ত করেছিলেন ড্রাগ কন্ট্রোলের আধিকারিকরা। তারও আগে হাওড়ার আমতা থেকে উদ্ধার হয়েছিল প্রায় ২০ লক্ষ টাকার জাল ওষুধ। সূত্রের খবর, চলতি বছর জানুয়ারি মাসে একটি অভিযানে ১০ লক্ষ টাকার জাল ওষুধের সন্ধান মিলেছিল। তারপর সেই সূত্র ধরেই গোপনে তদন্ত চালানো হচ্ছিল। সেই সূত্রে প্রথমে হাওড়া পরে কলুটোলা স্ট্রিট থেকে প্রচুর জাল ওষুধ বাজেয়াপ্ত করেছিলেন তদন্তকারীরা। এর আগে স্বাস্থ্য দফতরের তরফে বিজ্ঞপ্তি জারি করে ভেজাল ওষুধের নামের তালিকাও প্রকাশ করা হয়েছিল। গোটা ঘটনায় নতুন করে আতঙ্ক ছড়িয়েছে সাধারণ মানুষের মধ্যে। তাঁদের কথায়, ওষুধ ভেবে যেটা খাচ্ছে, সেটাও জাল!

ফের সংঘাতে রাজ্য-রাজ্যপাল! বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিল রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠালেন বোস

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৬ মার্চঃ ২০২২ সালের জুন মাসে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় পাশ হয়েছিল বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বিল। তবে ওই বিলে সই করেননি রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। তবে সাম্প্রতিক অতীতে রাজ্য ও রাজ্যপালের মধ্যে তালমিলের ছবি সামনে আসার পর অনেকেই মনে করেছিলেন, ওই বিলে হয়তো রাজভবনের সম্প্রতি মিলবে! কিন্তু সেগুড়ে বালি! রাজভবন সূত্রের খবর, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বিলে সই তো দূর অস্ত, ওই বিল রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠালেন বোস। যার জেরে রাজ্য-রাজ্যপালের মধ্যে অতীতের সংঘাতের আবহ আবার ফিরল কিনা, তা নিয়েও নানা মহলে আলোচনা শুরু হয়েছে। পদাধিকার বলে রাজ্যের সবকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য রাজ্যপাল। গত ২০২২ সালের জুনে বিধানসভায় 'পশ্চিমবঙ্গ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন (সংশোধনী) ২০২২' বিলটি পেশ করেছিলেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। ওই বিলের প্রস্তাব অনুযায়ী, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ভিজিটর পদ থেকে রাজ্যপালকে সরিয়ে সেখানে

শিক্ষামন্ত্রীকে বসানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। যদিও ওই বিলের বিরোধিতা করে সেদিন বিধানসভা ওয়াকআউট করেছিলে পদ্মশিবির। সংখ্যা গরিষ্ঠতার জোরে বিরোধীশূন্য বিধানসভায় পাশ হয়েছিল এই বিল। বিল পাঠানো হয়েছিল রাজভবনে। এমন আবহে হঠাৎই মতবিরোধ ভুলে সম্প্রতি রাজ্য ও রাজ্যপালের সম্পর্কের উন্নতি দেখা গিয়েছিল। গত বছরের শেষে বিধায়কদের শপথবাক্য পাঠ করাতে রাজ্যপাল যেমন বিধানসভায় গিয়েছিলেন তেমনই রাজভবনের চায়ের আমন্ত্রণে যোগ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তবে এদিন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিলটি রাজভবনের তরফে রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠানোর খবর সামনে আসতেই ফের রাজ্য বনাম নবান্নের সংঘাতের আবহ দেখছেন অনেকে। যদিও এ ব্যাপারে রাজ্য বা রাজভবনের অফিসিয়ালি কোনও প্রতিক্রিয়া জানা যায়নি। তবে বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যে শাসক-বিরোধীর মধ্যে অভিযোগ, পাল্টা অভিযোগ সামনে এসেছে। বিজেপির রাজ্য সাধারণ সম্পাদক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় বলেন, ''পদাধিকার বলে রাজ্যপালই উপাচার্য। সারা দেশে এটাই নিয়ম। বাংলা সেই নিয়মে বদল আনতে চাইলে হবে কেন? সম্ভবত, সেকারণেই বিলে সম্মতি দেননি রাজ্যপাল।'' পাল্টা হিসেবে তৃণমূলের রাজ্য সহ সভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদার বলেন, ''রাজ্যপাল যে নিরপেক্ষ আচরণ করছেন না, এটা সকলেরই জানা। এটা নিয়ে নতুন কী আর বলার থাকতে পারে।''

৫ মিনিটেই টিএমসি নেতাকে চাকরি থেকে বরখাস্তের নির্দেশ দিলেন বিচারপতি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৬ মার্চঃ তৃণমূল শিক্ষক নেতা শেখ সিরাজুল ইসলামের চাকরি বরখাস্তের নির্দেশ দিলেন বিচারপতি রাজা শেখর মান্থার ডিভিশন বেঞ্চ। বিচারপতি মান্থার পর্যবেক্ষণ, হাওড়া স্কুলের শিক্ষক নেতা দুর্নীতি করে চাকরি পেয়েছেন। কোনওভাবেই চাকরিতে রাখা যায় না। বুধবার থেকেই এই নির্দেশ কার্যকরী বলে স্পষ্ট করে দেন বিচারপতি। সম্প্রতি হাওড়া জেলায় তৃণমূলের মাধ্যমিক শিক্ষাসেলের সাধারণ সম্পাদক করা হয়েছে সিরাজুলকে। ২০০১ সালে হাইকোর্টের নির্দেশে তাঁর চাকরি গিয়েছিল। তাঁর বিরুদ্ধে সে সময়ে শ্লীলতাহানির অভিযোগ ছিল। কিন্তু তারপরও তিনি চাকরি করে গিয়েছেন। এবার ওই শিক্ষকের বিরুদ্ধে নিয়োগ দুর্নীতিতে যুক্ত থাকার অভিযোগ ওঠে। আদালতে এই বিষয়টি উল্লেখ করেছিলেন মামলাকারীর আইনজীবী ফিরদৌস শামিম। গত ১৩ মার্চ হাইকোর্টে বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর এজলাসে শুনানি ছিল। শ্লীলতাহানির মামলার পর আবার নিয়োগ দুর্নীতি- উভয় অভিযোগে আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। নানা অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও কী ভাবে সিরাজুলকে শিক্ষা সংক্রান্ত পদে নিয়োগ করা হল, জানতে চায় আদালত। কেন এফআইআর দায়ের করা হয়নি, তা নিয়ে বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর কাছে ভর্ৎসিত হয় পুলিশ। শুনানির পরই এফআইআর দায়ের হয়। কিন্তু ওই এফআইআর-এর প্রভাব যাতে চাকরিতে না পড়ে, তাই ফের আদালতের দারস্থ হন সিরাজুল। বুধবার সেই মামলার শুনানির ছিল বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার ডিভিশন বেঞ্চে। বুধবার বিচারপতি রাজা শেখর মান্থা গোটা মামলা শুনেই জানিয়ে দেন, ওই শিক্ষকের নিয়োগই সম্পূর্ণ বেআইনি। তাই আজ থেকে তাঁকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হল।

ফোন তুললেই 'ফাঁকা' ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট! কলকাতায় নতুন প্রতারণা ফাঁদ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৬ মার্চঃ ২০২২ সাল থেকেই তলে তলে চলছিল প্রতারকদের অপারেশন। অবশেষে ধরা পড়ল ২০২৫ সালে। সোমবার লেকটাউন থানার দক্ষিণদাড়ি এলাকায় একটি ভুয়ো কল সেন্টারে অভিযান চালিয়ে প্রতারকদের হাতেনাতে পাকড়াও করল ওয়েস্ট বেঙ্গল সাইবার ক্রাইম উইংয়ের গোয়েন্দারা। বেশ কয়েকটি ল্যাপটপ, মোবাইল-সহ কিছু ইলেকট্রনিক্স ডিভাইস বাজেয়াপ্ত করেছে গোয়েন্দারা। এছাড়াও, উদ্ধার হয়েছে দু'টি রেজিস্টার। যার মধ্যে লেখা রয়েছে বেশ কিছু অস্ট্রেলিয়ান নাম। তবে কি কলকাতার বুকে বাসা বেঁধেছিল অস্ট্রেলিয়ান প্রতারকদের দল? পুলিশ সূত্রে খবর, সেদিন অভিযান চালিয়ে মোট ২১ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এরা প্রত্যেকেই ভারতীয় নাগরিক। ওই রেজিস্টারে দেওয়া অস্ট্রেলিয়ান নামগুলি ব্যবহার করেই বিদেশি নাগরিকদেরকে সাইবার প্রতারণার ফাঁদে ফেলত তারা। লুটে নিত লক্ষ লক্ষ টাকা। ইতিমধ্যে এই ঘটনায় পাকড়াও হওয়া ২১ জনের মধ্যে ১৭ জন অভিযুক্তকে আদালতে

তুলেছে পুলিশ। বাকি চারজনকে আপাতত রাখা হয়েছে পুলিশ হেফাজতেই। কীভাবে প্রতারণা চালাত এই অস্ট্রেলিয়ান নামধারীরা? গোয়েন্দাদের দাবি, এদের টার্গেট কখনওই ভারতীয়রা ছিল না। একবারে বেশি টাকা হাতাতেই অস্ট্রেলিয়ান নাগরিকদের প্রতারণার ফাঁদে ফেলত তারা। আর সেই কাজেই তাদের ব্রহ্মাস্ত্র হত ওই অস্ট্রেলিয়ান নাম। প্রথমে অস্ট্রেলিয়ান কোনও নাগরিককে লেকটাউনের চার কামরার অফিস থেকে বসে ফোন করত তারা। বিদেশের ভূমে ফোন করার জন্য ইন্টারনেট ভয়েস কলিং ব্যবহার করত এই প্রতারকরা। এমনকি, এই কাজে তারা ব্যবহার করত ফিনল্যান্ড বা ফ্রান্সের আইপি অ্যাডড্রেস। যার জন্য যারা প্রতারকদের ফোন তারা ধরতে পারতেন না যে ফোনটা ভারত থেকে এসেছে। এরপর লেকটাউন থেকে ছদ্মবেশী অস্ট্রেলিয়ান নাম ব্যবহার করে ফোনে গ্রাহকদের বিশ্বাস জয়। তারপর সেই কল ট্রান্সফার হয়ে যেত টালিগঞ্জের আরও একটি কল সেন্টারে। সেই খানেই নানা ধরনের পরিষেবা পাইয়ে দেওয়ার অছিলায় হাতিয়ে নেওয়া হত হাজার হাজার টাকা।

'বাপুজি, সংবিধানটাকে বাঁচিয়ে রেখো!'

লন্ডনে গান্ধীজির মূর্তির পাদদেশে ফুল দিয়ে বললেন মমতা

লন্ডন, ২৬ মার্চঃ ব্যস্ততায় ঠাসা কর্মসূচির মধ্যেও, মর্নিং ওয়াক কখনও বাদ দেন না মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তা তিনি পৃথিবীর যে কোনও প্রান্তেই যান না কেন। সকালে উঠে হাঁটাহাঁটি করতেই হবে। সদলবলে হনহন করে হাঁটতে হাঁটতেই টুকটাক আলোচনাও সেরে নেন নানারকম। আজ, বুধবার, লন্ডন সফরের চতুর্থ দিনেও তার বদল হল না। এদিন হোটেল থেকে বেরিয়ে, হাঁটতে হাঁটতে ওয়েস্টমিনস্টারে আসেন তাঁরা। সেখানে গান্ধী মূর্তির পাদদেশে পৌঁছন। নীল রঙের কয়েকটি ফুল সংগ্রহ করে মূর্তির পায়ের নীচে দেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বলেন, 'বাপুজি কনস্টিটিউশনটাকে বাঁচিয়ে রেখো!' এর পরে দেখা যায়, এদিন টেমসের পাড় দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে চলেছেন তাঁরা, পাশ দিয়ে দেখা যাচ্ছে আইকনিক লন্ডনস আই। এদিন মমতার সঙ্গী ছিলেন ডোনা গঙ্গোপাধ্যায়ও। হাঁটতে হাঁটতে আঙুল দিয়ে একটা সুউচ্চ অট্টালিকা দেখালেন ডোনা, বললেন, ''২৮ তলায় ওই যে দেখা যাচ্ছে জানলা, ওটাই আমাদের ফ্ল্যাট''। একথা শুনে মমতাও সৌজন্যের হাসি হাসেন। চার দিনের সফরে শনিবার কলকাতা থেকে লন্ডনের উদ্দেশে রওনা দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার তিনি পৌঁছন লন্ডনে এবং বর্তমানে রয়েছেন বাকিংহাম প্যালেসের কাছে সেন্ট জেমস কোর্ট হোটেলে। এবারের সফরে তাঁর সঙ্গে রয়েছেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ, মুখ্যমন্ত্রীর দফতরের বিশেষ সচিব গৌতম সান্যাল, শিল্প সচিব বন্দনা যাদব ও নিরাপত্তা পরিচালক পীযূষ পাণ্ডে। সঙ্গে রয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মা লতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। এই সফরের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কর্মসূচি রয়েছে বৃহস্পতিবার- অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে তাঁর ভাষণ, যার মূল বিষয় 'সামাজিক উন্নয়ন'। বিশ্বজুড়ে আলোচিত মমতার এই উন্নয়ন মডেল সম্পর্কে জানার আগ্রহ রয়েছে অক্সফোর্ডের পড়ুয়াদের মধ্যে।

'চিনের মতো যে কেউ পিটিয়ে দিয়ে যাবে', দা কেনার ব্যাখ্যা দিলেন দিলীপ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৬ মার্চঃ মেলা থেকে হঠাৎ কেন দা কিনলেন তিনি? দা কিনে কী বার্তা দিতে চেয়েছেন? গতকাল তিনি নিজেই হেঁয়ালি করে উত্তর দিয়েছিলেন। তাতে রাজ্য রাজনীতিতে আলোচনা আরও বেড়েছিল। অবশেষে বুধবার পূর্ব বর্ধমানের মেলা থেকে দা কেনার কারণ জানালেন বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। গতকাল কাটোয়া থানার অগ্রদ্বীপ গ্রামে গোপীনাথ মেলায় গিয়েছিলেন দিলীপ। মেলা ঘুরে একটি দোকান থেকে দা কেনেন তিনি। আর দা কেনার কারণ হিসেবে গতকাল জানিয়েছিলেন, দা অনেক কাজে লাগে। বুঝতে পারবেন যখন কাজ হবে। এক দা'তে সব কাজ হয়ে যাবে। এই বক্তব্যের মাধ্যমে কী বোঝাতে চাইলেন দিলীপ। গতকাল থেকেই তা নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। বুধবার এক সংবাদমাধ্যমেকে দা কেনার কারণ জানালেন বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি। তিনি বলেন, ''আমি রাজনীতির মধ্যে থেকেও অরাজনৈতিক জীবনযাপন করি। অরাজনৈতিক প্রোগ্রামেই যেতাম। গতকাল মেলায় গিয়েছিলাম। মেলায় অনেককিছু

পাওয়া যায়। লোকে কিছু না কিছু কেনে। কী কিনব? আমার বাড়িতে নারকেল দিয়ে গিয়েছে এক বস্তা। কিন্তু, দা নেই। তরোয়াল অবশ্য রয়েছে। তরোয়াল দিয়ে তো নারকেল ভাঙা যায় না। তাই একটা দা কিনলাম। তা নিয়ে লোকের চিন্তা শুরু হয়েছে। দিলীপদার হাতে দা কেন? দাদার হাতেই তো দা থাকবে।'' রামনবমীর আগেই দা কেনার মাধ্যমে কি কোনও বার্তা দিতে চাইলেন? দিলীপ বললেন, ''আমার কাছে ত্রিশূল রয়েছে। লাঠি রয়েছে। দেবতাদের হাতে যে অস্ত্র থাকে, আমার কাছে রয়েছে। লোকে ধরিয়ে দেয়। রেখে দিই। দেখানোর দরকার হলে বের করি।'' কাকে দেখাতে চাইছেন তিনি? রাজ্য বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি বলেছেন, ''সমাজকে দেখানো দরকার। যে নিশস্ত্র হয়ে, নির্বল হয়ে বেঁচে থেকো না। নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। শস্ত্র নিয়ে বেঁচে থাকো।'' অস্ত্র রাখার কথা বলতে গিয়ে চিনের কথা টেনে তিনি বলেন, ''অস্ত্র-শস্ত্র না রাখি, চিন যেমন পিটিয়ে দিয়ে গিয়েছে, তেমন যে কেউ পিটিয়ে দিয়ে যাবে। এখানে চিন না থাকলেও চিনের এজেন্টরা আছে। দুনিয়াতে যত এজেন্সি উৎপাত করছে, তাদের এজেন্টরা রয়েছে।'' পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুসমাজ দুর্বল, অসুরক্ষিত বলে মন্তব্য করেন তিনি। তার দায়িত্ব কেউ নিচ্ছে না। দায়িত্ব নিজেকেই নিতে হবে। কোনও অন্য সম্প্রদায়কে ভয় দেখানোর জন্য হাতিয়ার নয় বলে তিনি জানান।

শনি-রবিবার জ্বলে-পুড়ে যাওয়ার জন্য তৈরি থাকুন, বৃষ্টি কি আদৌ হবে?

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৬ মার্চঃ দিনের বেলা চড়া রোদ থাকলেও গত কয়েকদিন ধরে মোটামুটি আরামদায়ক আবহাওয়া কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকায়। তবে এবার সেই স্বস্তির দিন শেষ! কলকাতায় চড়চড় করে বাড়বে তাপমাত্রা! এমনই ইঙ্গিত আলিপুর আবহাওয়া দফতরের। সপ্তাহান্তে অর্থাৎ শনিবার ও রবিবার তাপমাত্রা ৩৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছুঁতে পারে। পশ্চিমের জেলায় পারদ চড়তে পারে ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আগামী ৩ দিনে ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত তাপমাত্রা বাড়তে পারে বলে পূর্বাভাস আবহাওয়া দফতরের। জানা গিয়েছে, সকাল ও সন্ধ্যায় আপাতত মনোরম পরিবেশ থাকবে। ধীরে ধীরে তাপমাত্রা বাড়বে, মনোরম আবহাওয়া উধাও হয়ে যাবে। আপাতত দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির কোন সম্ভাবনাও নেই। সব জেলাতেই থাকবে শুষ্ক আবহাওয়া। পুরুলিয়া এবং পশ্চিম বর্ধমান সহ পশ্চিমের জেলাগুলিতে গরম অনেকটাই বাড়বে।

ওবিসি মামলায় সুপ্রিম কোর্ট-কে ভুল বোঝাচ্ছে রাজ্য? মামলার হুঁশিয়ারি শুভেন্দুর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৬ মার্চঃ সংরক্ষণ নিয়ে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। ওবিসি মামলায় সুপ্রিম কোর্টের কাছ থেকে রাজ্য সরকার রিসার্ভে করার জন্য সময় চেয়ে আবেদন জানিয়েছিল। সেই আবেদন মঞ্জুরও করে সুপ্রিম কোর্ট। কিন্তু শুভেন্দুর দাবি, আসলে 'সুপ্রিম' নির্দেশের আগেই সার্ভে শুরু করে দিয়েছে সরকার। অর্থাৎ ওবিসি মামলা ইচ্ছা করেই পিছিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে রাজ্য সরকার। আর তার দ্বারা বিশেষ এক সম্প্রদায়কে সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। কিন্তু এসবের জটিলতায় কয়েক লক্ষ নিয়োগ আটকে রয়েছে বলেও অভিযোগ করেন শুভেন্দু। গোটা বিষয়টিই সাংবাদিক বৈঠক করে নথি-সহযোগে সামনে আনেন শুভেন্দু। হাইকোর্টে যাওয়ার কথাও জানিয়ে দেন তিনি। বৈঠকের শুরুতেই শুভেন্দু বলেন, ''পশ্চিমবঙ্গ সরকার সংবিধান, পার্লামেন্ট, বিচারব্যবস্থা কাউকেই মানে না, এটা বারেবারেই প্রমাণিত হয়েছে। সিপিএমের সময় থেকে শুরু হয়েছিল, তুষ্টিকরণের রাজনীতি করে বেশ কিছু সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোককে অবৈধভাবে ওবিসি-তে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যা ২০১১ সালের পরে তোষণের সরকার এটাকে বটবৃক্ষতে পরিণত করেছে। ওবিসির অতীত ইতিহাস সবাই জানে।'' শুভেন্দুর কথায়, ''আমাদের আপত্তি এখানেই।

শুধুমাত্র ভোটব্যাঙ্কের স্বার্থে মূলত ওবিসি-র তালিকায় না থাকা, প্রায় নতুন করে ১১৩টি জনগোষ্ঠীকে ধাপে ধাপে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যার মধ্যে মাত্র চারটি হিন্দু জনগোষ্ঠী, ১০৯টি সংখ্যালঘু গোষ্ঠী, যাঁরা মূল ওবিসি তালিকায় নেই। স্বাভাবিকভাবে এটা করতে গিয়ে ১৭ শতাংশ সংরক্ষণে ওবিসি এ ও ওবিসি বি সুবিধা পেয়ে যাচ্ছে।'' উদাহরণ দিয়ে কলকাতা পুলিশের সার্জেন্ট নিয়োগের একটি তালিকা দেখান। তিনি বলেন, ''৫০জনের তালিকা সকলের মোবাইলে ঘুরেছে। তাতে দেখা যাচ্ছে, ২ জন হিন্দু জনগোষ্ঠীর, বাকিরা সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর।'' শুভেন্দুর দাবি, মূলত কমিশনের দ্বারা যাঁদের সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত করা হয়, তাঁরাই বঞ্চিত হচ্ছেন। কলকাতা হাইকোর্টে এই সংক্রান্ত একটি মামলা হয়, যে তালিকা জাতীয় ওবিসি কমিশন দ্বারা অনুমোদিত নয়। শুভেন্দুর কথায়, ''রাজ্য সংরক্ষণের মাপদণ্ড ঠিক করতে পারে না। গত বছর লোকসভা নির্বাচনের আগে পরে হাইকোর্টে জাতীয় কমিশনের অনুমোদনের বাইরে যে ১১৩টি সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছিল বাতিল করে। তোষণের রাজনীতি করে সংখ্যালঘুদের ভুল বোঝানো হয়েছে।'' এরপরই শুভেন্দু সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের বিষয়টি উল্লেখ করে বলেন, ''রাজ্য সরকার সুপ্রিম কোর্টের কাছে তিন মাস সময় চেয়েছে। সার্ভে আগে থেকেই শুরু হয়েছে। একটি নথি দেখিয়ে দাবি করেন চলতি বছরের ১০ মার্চ থেকে সার্ভে শুরু হয়ে গিয়েছে।'' শুভেন্দু আরও একটি নথি দেখান। সেখানে দেখা যায়, সুপ্রিম কোর্ট সার্ভে করার অর্ডার দিয়েছে ১৮ মার্চ। কিন্তু সরকার আগে থেকেই সার্ভে শুরু করে দিয়েছে। শুভেন্দুর অফিযোগ, ''এই সার্ভেগুলো ভার্বালি হচ্ছে, এগুলো মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ করাচ্ছেন।'' উদাহরণ স্বরূপ নন্দীগ্রাম ১ নম্বর ব্লকের একটি ঘটনা তুলে ধরেন। শুভেন্দুর দাবি, নন্দীগ্রামের বিজেপি সভাপতি শ্যামল সাউ সেখানকার বিডিও-কে অন ক্যামেরা চার্জ করেছিলেন। তাঁর কথায়, ''বিডিও স্বীকার করেন, তিনি দফতরের নির্দেশে কাজ করছেন, কোনও অর্ডার কপি নেই। অর্থাৎ আদালতে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে নতুন সার্ভে হচ্ছে।'' এই গোটা বিষয়টি হাইকোর্টের কাছে তুলে ধরবেন বলে জানিয়েছেন শুভেন্দু।

দক্ষিণেশ্বরের মতোই এবার 'আকাশে হেঁটে' কালীঘাট দর্শন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৬ মার্চঃ মাটিতে পাতা ঝাঁ চকচকে টাইলস। রয়েছে চলমান সিড়ি। দক্ষিণেশ্বরের আদলেই কালীঘাটে মন্দির দর্শনার্থীদের জন্য তৈরি হয়ে গেল স্কাইওয়াক। জানা গিয়েছে, আগামী ১৪ই এপ্রিল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরেই উদ্বোধন হতে চলেছে এই নতুন স্কাইওয়াকটি। তার আগে কার্যত যুদ্ধকালীন তৎপরতায় স্কাইওয়াকের খুঁটিনাটি 'লাস্ট মিনিটের' জন্য খতিয়ে দেখে নিতে আসরে নেমেছে কলকাতা পুরসভা ও নির্মাণকারী সংস্থা। পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, এই স্কাইওয়াকে ওঠা-নামার জন্য রয়েছে মোট তিনটি সিঁড়ি, লিফ্‌ট ও চারটি চলমান সিঁড়ি। এছাড়াও, দেওয়ালে দেওয়ালে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে কালীঘাট মন্দিরের পটচিত্র। সৌন্দর্যায়নের জন্য তৈরি করা হয়েছে পাঁচটি ডোম বা গম্বুজ। তার সঙ্গেই আবার জুড়ে দেওয়া হয়েছে নজরকাড়া আলোকসজ্জাও। জানা গিয়েছে, কালীঘাট মন্দিরে যাওয়ার জন্য শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় রোড ও কালীঘাট থানার সামনে থাকবে এই স্কাইওয়াকের মুখটি। সেখান থেকে উঠে পড়লে এক হাঁটায় সরাসরি পুণ্যার্থীরা পৌঁছে যেতে পারবেন কালীঘাট মন্দিরে। পাশাপাশি, এই স্কাইওয়াক ধরেই আবার যাওয়া যাবে কালীঘাট মার্কেট চত্বরেও। উল্লেখ্য, ২০১৮ সালে দক্ষিণেশ্বরের আদলে এই স্কাইওয়াক তৈরির জন্য অর্থ বরাদ্দ করে রাজ্য সরকার। হকার সমস্যা ও নানা জটের জেরে কাজ শুরু ২০২২ সালে। প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়, আঠারো মাসের মধ্যে নির্মাণের কাজ শেষ করে মন্দির সংলগ্ন হকারদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে দেবে পুরসভা। তবে নানা টালবাহানায় সেই আঠারো মাস এসে ঠেকল তিন বছরে। অবশেষে ৮২ কোটি টাকা খরচ করে 'স্বপ্নের' স্কাইওয়াক তৈরি করল কলকাতা পুরসভা। তাদের দাবি, অর্থনৈতিক সংকট, পরিকল্পনার বেশ কিছু অংশের ত্রুটি এবং ১৭০ মিটার হাইড্রেনের অবস্থানের কারণে বছর বছর ধরে

কাজ পিছিয়েছে। সেই কারণেই স্কাইওয়াক তৈরি করতে এতটা বেগ পেতে হয়েছে রাজ্য সরকারকে। জানা গিয়েছে, স্কাইওয়াক নির্মাণে ২০২১ সালের শুরুতেই হকার্স কর্নারের হকারদের যতীন দাস পার্কে অস্থায়ী পুনর্বাসন দেওয়া শুরু হয় পুরসভা তরফে। তারপর স্কাইওয়াক-সহ নতুন বহুতল হকার্স কর্নার তৈরির কাজে হাত লাগায় তারা। ইতিমধ্যে তৈরি হয়ে গিয়েছে সেই নতুন হকার্স কর্নারটি। বুধবার শীততাপ নিয়ন্ত্রিত সেই মার্কেটে মোট ১৭৫ জন ব্যবসায়ীর হাতে নতুন দোকানের চাবি তুলে দিয়েছেন পুরসভার মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমার। এই হকার পুনর্বাসন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় ৮৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার প্রবীরকুমার মুখোপাধ্যায়ও। মোট ১৫ হাজার বর্গফুটের বেশি এই পাঁচ তলা মার্কেটের প্রথম ও দ্বিতীয় তলায় রয়েছে পুরসভার অফিস ও বেশ কয়েকটি হকারদের দোকান। তিন তলা ও চার তলার গোটা ফ্লোরজুড়ে তৈরি হয়েছে নতুন হকার্স কর্নার। ভবনের পাঁচ তলায় থাকবে পুরসভার আলোক বিভাগের অফিস।

হরিয়ানার পথ দুর্ঘটনায় ৩ পুলিশ কর্মীর মৃত্যু

সিরসা, ২৬ মার্চ ঃ হরিয়ানার সিরসায় পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন গুজরাট পুলিশের ৩ আধিকারিক। বুধবার সকালে এই পথ দুর্ঘটনা ঘটেছে। এই দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও এক পুলিশ আধিকারিক, তিনি পঞ্জাব পুলিশে কর্মরত। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সিরসা জেলার সাতখেদা গ্রাম এলাকায় ভারত মালা রোডে পুলিশের একটি গাড়ির সঙ্গে অন্য একটি গাড়ির সংঘর্ষ হয়। এই দুর্ঘটনায়.গুজরাট পুলিশের তিন আধিকারিকের মৃত্যু হয়েছে এবং পঞ্জাব পুলিশের এক আধিকারিকের আহত হন। আহত পুলিশ কর্মীকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, পরে তাকে ভাটিন্ডা এইমস-এ রেফার করা হয়। পুলিশ দুর্ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

রাজস্থানে চিতাবাঘের হামলা, আহত দুই

বারমেঢ়, ২৬ মার্চ ঃ বালোত্রার হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়ামের শোধনাগারে চিতাবাঘের হামলায় শোধনাগারের দুই কর্মচারী আহত হয়েছেন। মঙ্গলবার বিকেলে চিতাবাঘটি শোধনাগারের ক্যাম্পাসে ঢুকে পড়ে। চিতাবাঘের উপস্থিতির খবর ছড়িয়ে পড়তেই পুরো শোধনাগারে আতঙ্ক ছড়িয়ে যায়। খবর পেয়ে যোধপুর থেকে উদ্ধারকারী দল পৌঁছায়। তবে রাতভর চেষ্টা করেও চিতাবাঘকে ধরা যায়নি। বন বিভাগের এক আধিকারিক জানান, বুধবার সকালে চিতাবাঘটি শোধনাগার থেকে বের হয়েছিল, কিন্তু ৭-৮ মিনিট পর আবার ক্যাম্পাসে ঢুকে পড়ে। ফের উদ্ধার অভিযান শুরু হয়েছে।

কৃষকদের কাছ থেকে ৪৪৫ কোটি টাকার ধান কেনা হয়েছেঃ খাদ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ২৬ মার্চ ঃ ২০১৮ সাল থেকে এখন পর্যন্ত সরকার কৃষকদের কাছ থেকে মোট ২ লক্ষ ২৫ হাজার মেট্রিক টন ধান ক্রয় করেছে। বুধবার বিধানসভায় প্রশ্ন উত্তর পর্বে বাম বিধায়ক দীপঙ্কর সেনের এক তারকা খচিত প্রশ্নের উত্তরে এই তথ্য জানান খাদ্য ও জনসংভরণ দপ্তরের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। রাজ্য সরকার ২০১৮ সাল থেকে এখন পর্যন্ত সরাসরি কৃষকদের কাছ থেকে সহায়ক মুল্যে মোট ২ লক্ষ ২৫ হাজার মেট্রিক টন ধান ক্রয় করেছে। বুধবার বিধানসভায় প্রশ্ন উত্তর পর্বে বাম বিধায়ক দীপঙ্কর সেনের এক তারকা খচিত প্রশ্নের উত্তরে খাদ্য ও জন সংভরণ দপ্তরের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী এই তথ্য জানান। মন্ত্রী জানান, ভিশন ডকুমেন্টের প্রতিশ্রুতি অনুসারে ২০১৮ সালে সরকার গঠন হওয়ার পর থেকে এখন পর্যন্ত প্রতিবছর রবি এবং খারিফ এই দুই মরশুমে নিয়মিতভাবে ধান ক্রয় করা হচ্ছে। এই ক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত ৪৪৫ কোটি টাকা কৃষকদের প্রদান করা হয়েছে। মন্ত্রী আরো জানান, রাজ্য সরকার আগামী রবি মরশুমে কৃষকদের কাছ থেকে সহায়ক মূল্যে ধান ক্রয় করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। চলতি বছরের জুলাই মাস থেকে এই প্রক্রিয়া শুরু হবে। এদিন খাদ্যমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী আরো জানান, কৃষি দপ্তরের সহযোগিতায়.খাদ্য দপ্তর এই ধান ক্রয়.করে। যতদিন পর্যন্ত বিজেপি সরকার থাকবে ততদিন পর্যন্ত সহায়ক মূল্যে কৃষকদের কাছ থেকে বছরে দুবার করে ধান ক্রয় প্রক্রিয়া চলতে থাকবে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এক অতিরিক্ত প্রশ্ন উত্থাপন করে বাম বিধায়ক দীপঙ্কর সেন স্বামীনাথন কমিশনের রিপোর্ট মোতাবেক কৃষকদের কাছ থেকে ২৮ টাকা ৫০ পয়সা দরে সহায়ক মূল্যে ধান ক্রয় করার জন্য দাবি জানান।

পঞ্জাবে মাদকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু

নয়াদিল্লি, ২৬ মার্চ ঃ পঞ্জাবে মাদকের বিরুদ্ধে জোরদার যুদ্ধ শুরু করেছে আম আদমি পার্টি (এএপি)-র সরকার। জোর দিয়ে বললেন এএপি-র জাতীয় আহ্বায়ক অরবিঃদ কেজরিওয়াল। বুধবার এক্স হ্যান্ডেলে কেজরিওয়াল লিখেছেন, পঞ্জাবে আমাদের সরকার মাদকের বিরুদ্ধে জোরদার যুদ্ধ শুরু করেছে। এখন পরবর্তী পর্যায়ে, বড় মাদক সরবরাহকারীদের বিরুদ্ধে আঘাত হানা হবে। একজনও মাদক ব্যবসায়ী অথবা সরবরাহকারীকে রেহাই দেওয়া হবে না। কংগ্রেস, আকালি দল এবং বিজেপি সরকারের সময়, তারা 'উড়তা পঞ্জাব' বলে পঞ্জাবকে অপমান করেছিল। এখন মানুষ 'বদলতা পঞ্জাব' তৈরি করতে একত্রিত হচ্ছে।

জেলা সভাধিপতি সহ অন্যান্যদের ভাতা বৃদ্ধির পরিকল্পনা রয়েছে ত্রিপুরা সরকারের ঃমুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ২৬ মার্চ জেলা পরিষদের সভাধিপতি, সহ-সভাধিপতি সহ পঞ্চায়েত প্রধান, উপপ্রধান, পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান এবং ভাইস চেয়ারম্যান এর সাম্মানিক ভাতা বৃদ্ধির পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের রয়েছে। মঙ্গলবার বিধানসভায় বিধায়ক দীপক মজুমদার এবং বিধায়ক রামপদ জমাতিয়ার এক প্রশ্নের উত্তরে এই তথ্য দিয়েছেন সংশ্লিষ্ট দপ্তরের দাযিত্বপ্রাপ্ত তথা মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা।মন্ত্রী, বিধায়ক, প্রাক্তন মন্ত্রী এবং প্রাক্তন বিধায়কদের পর এবার জেলা পরিষদের সভাধিপতি, সহ-সভাধিপতি প্রমুখদের সাম্মানিক ভাতা বৃদ্ধি হতে চলেছে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে রাজ্য সরকারের পরিকল্পনা রয়েছে। মঙ্গলবার বিধানসভায় প্রশ্নোত্তর পর্বে বিধায়ক দীপক মজুমদার এবং বিধায়ক রামপদ জমাতিয়ার এক তারকা খচিত প্রশ্নের উত্তরে এই সংবাদ জানিযেছেন গ্রাম উন্নয়ন দপ্তরের দাযিত্বপ্রাপ্ত তথা মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা।মুখ্যমন্ত্রী জানান, জেলা পরিষদের সভাধিপতি, সহ-সভাধিপতি ছাড়াও পঞ্চায়েতের প্রধান, উপপ্রধান ও পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান এবং ভাইস চেয়ারম্যানদের সাম্মানিক ভাতা বৃদ্ধির পরিকল্পনা রযেছে সরকারের। অপর এক প্রশ্নের উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী জানান, ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের অন্যান্য নির্বাচিত সদস্য সদস্যাদের ভাতা দেওয়ার পরিকল্পনাও রাজ্য সরকারে রয়েছে। কবে নাগাদ এই ভাতা বৃদ্ধি করা হবে বা দেওয়া হবে এই প্রশ্নের উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী জানান, গোটা বিষয়টি সরকারের বিবেচনাধীন রয়েছে।সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, বর্তমানে ২০১৯ সাল থেকে সরকারি সিদ্ধান্ত মত জেলা পরিষদের সভাধিপতিরা মাসে ১৫০০০ টাকা করে সাম্মানিক ভাতা পাচ্ছেন। সহ-সভাধিপতিরা পাচ্ছেন মাসে ৫০০০ টাকা করে সম্মানিত ভাতা। পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যানরা মাসে ১০ হাজার টাকা করে এবং ভাইস চেয়ারম্যানরা মাসের ৭০০০ টাকা করে ভাতা পাচেছন। মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, বর্তমানে পঞ্চায়েত প্রধান এবং ভিলেজ কমিটির চেয়ারম্যানরা মাসে পাঁচ হাজার টাকা করে পাচেছন। উপপ্রধান এবং ভাইস চেয়ারম্যানরা মাসে চার হাজার টাকা করে ভাতা পাচ্ছেন। মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, গ্রাম উন্নয়ন দপ্তর এবং পঞ্চায়েত দপ্তরকে নিয়ে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে একটি কমিটি গঠন করা হযেছে। এই কমিটি বিষয়টি নিয়ে বিবেচনা করে দেখছে।

সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকার শিক্ষক শিক্ষিকাদের ডিজিটাল স্কিল ডেভেলপমেন্ট কর্মশালা

বাসন্তী, ২৫ মার্চ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বদলাচ্ছে স্কুল কলেজে পঠন পাঠনও। কিন্তু সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকায় এখনও পর্যন্ত সেভাবে ডিজিটাল স্কুল বা ডিজিটাল ক্লাসরুম তৈরি হয়নি। ফলে কলকাতার সঙ্গে প্রযুক্তিগত শিক্ষার দিক থেকে অনেকেটাই পিছিয়ে রয়েছে সুন্দরবনের স্কুলগুলি। এই সমস্যার সমাধান করতে উদ্যোগ নিয়েছে বাসন্তীর ফুলমালঞ্চ ঋতুভকত হাইস্কুল। স্কুলের প্রধান শিক্ষক অম্বরীশ কুমার দত্তের প্রচেষ্টায় ও একটি বহুজাতিক সংস্থার সহযোগিতায় অত্যাধুনিক পঠন পাঠন নিয়ে একটি বিশেষ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হল বাসন্তীতে।দু'দিনের এই কর্মশালায় বাসন্তী ব্লকের ২৯টি স্কুল থেকে ৭০ জন শিক্ষক শিক্ষিকা অংশ নিয়েছেন। প্রত্যন্ত এই এলাকার স্কুল গুলিতে এখনও সেভাবে আধুনিক পরিকাঠামো গড়ে ওঠেনি। কিন্তু এলাকার প্রায় প্রত্যেকের কাছেই রয়েছে স্মার্ট ফোন। সেই ফোন বা বাড়িতে থাকা সাধারণ ছোট ছোট গ্যাজেট দিয়ে কীভাবে নিজেদেরকে ডিজিটাল শিক্ষায় আরও উন্নত করা যায়, যাতে সু ন্দরবনের এই এলাকার পড়ুয়ারাও শহরের স্কুলের পুায়াদের মত আধুনিক শিক্ষার স্বাদ পেতে পারে। ফুলমালঞ্চ ঋতুভকত হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক বলেন, সাধারণ চক, ডাস্টার, ব্লাক বোর্ড বাদ দিয়ে কীভাবে নিজেদের মোবাইল ফোন ব্যবহার করে একটা সাধারণ ক্লাসকে ডিজিটাল ক্লাসে পরিনত করা যায়, কীভাবে মোবাইল ফোনকে ইতিবাচক পদ্ধতিতে ব্যবহার করে পড়ুয়াদের অত্যাধুনিক শিক্ষায় সমৃদ্ধ করা যায় সেটাই শিক্ষক শিক্ষিকাদের শেখানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়।মোট ৩টি ধাপে শিক্ষক শিক্ষিকাদের এই ডিজিটাল শিক্ষার প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন উদ্যোক্তারা। এই কর্মশালায় অংশগ্রহণ করে খুশি শিক্ষক শিক্ষিকারাও। সলিল জানা, শুভাশিস নস্কর, শম্পা রায়রা বলেন, সত্যিই এটা ভীষণ ভালো উদ্যোগ। এই প্রত্যন্ত এলাকার ছেলে মেয়েদের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত না করতে পারলে এরা শহরের ছেলে মেয়েদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পেরে উঠবে না। যেভাবে এ আই, ডেটো সায়েন্সের প্রয়োগ শুরু হয়েছে সর্বক্ষেত্রে, সেখানে এই প্রত্যন্ত এলাকার পড়ুয়াদেরও ডিজিটালি শক্তিশালী হতে হবে।অন্যদিকে সু ন্দরবনের মহিলাদের স্বনির্ভর করার জন্য দীর্ঘদিন ধরেই কাজ করছে কেন্দ্রীয় অন্ত ঃস্থলীয় মস্য গবেষণা সংস্থা। ইতিমধ্যেই সুন্দরবনের ৫ হাজার মহিলাকে মাছ চাষে স্বনির্ভরতার দিশা দেখিয়েছেন তাঁরা। এবার নতুন করে আরও প্রায় এক হাজার মহিলাকে মাছ চাষে উদ্বুদ্ধ করার উদ্যোগ নিলেন তাঁরা। মঙ্গলবার দিনভর বাসন্তীর কুলতলি মিলনতীর্থ সোসাইটির সভাঘরে এই মহিলাদের বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হল কেন্দ্রীয় সংস্থার পক্ষ থেকে।নিজেদের ক্যাম্পাসের বাইরে গিয়ে এই দিন মৎস্য বিজ্ঞানী ও বিশেষজ্ঞরা বাসন্তীতে এসে প্রশিক্ষণ দিলেন এই গ্রামীণ মহিলাদের। কীভাবে নিজেদের বা।রি পুকুর, পাশের ডোবা, খালকে ব্যবহার করে শিঙি, মাগুর, কই সহ নানান দেশীয় মাছের চাষ তাঁরা করবেন সে বিষয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় উপস্থিত মহিলাদের।একদিকে যেমন এই দিন বাসন্তী ও গোসাবা ব্লকের সাধারণ মহিলারা এসেছিলেন প্রশিক্ষণ নিতে তেমনই বাঘের হানায় স্বামী, সন্তান হারানো বহু মহিলাও এসেছিলেন এই বিকল্প জীবিকার সন্ধানে কর্মশালায় অংশ নিতে। কেন্দ্রীয় অন্ত ঃস্থলীয় মৎস্য গবেষণা সংস্থার ডিরেক্টর বসন্ত কুমার দাস বলেন, সুন্দরবনের মহিলারা অনেকেই নিজের বাড়ির পুকুরে মাছ চাষ করেন। কিন্তু সঠিক প্রশিক্ষণ না থাকায় তাঁরা ভালো ফলন পান না। সেই কারণে আধুনিক পদ্ধতি ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে কিভাবে চাষ করলে আরও ভালো মাছের উৎপাদন তাঁরা করতে পারবেন সে বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হল।কুলতলি মিলনতীর্থ সোসাইটির সম্পাদক লোকমান বলেন, সুন্দরবন বরাবই উপেক্ষিত, পিছিয়ে পড়া। চাষবাস ও জঙ্গল ছাড়া এঁদের জীবিকার কোন রাস্তাই প্রায় নেই। তাই বাধ্য হয়ে অনেকেই বিপদের ঝুঁকি নিয়েও জঙ্গলে যান, বাঘ, কুমিরের মুখে পড়েন। আবার অনেকে ভিন রাজ্যে কাজে যান। এই পরিস্থিতিতে গ্রামের মহিলাদের বিকল্প উপার্জনের পথ দেখাতে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

ভূপেশের বাড়িতে সিবিআই হানা, তল্লাশি আরও একাধিক ঠিকানায়

রায়পুর, ২৬ মার্চ ছত্তিশগড়ের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা কংগ্রেস নেতা ভূপেশ বাঘেলের বাসভবনে হানা দিল সিবিআই। বুধবার সকাল থেকে ভূপেশের রায়পুর ও ভিলাইয়ের (দুর্গ জেলা) বাসভবনে তল্লাশি চালাচ্ছেন সিবিআই আধিকারিকরা। সিবিআই-এর এই অভিযান প্রসঙ্গে ভূপেশ বাঘেলের এক্স হ্যান্ডেলে জানানো হয়েছে, সিবিআই এসেছে। ৮ ও ৯ এপ্রিল আহমেদাবাদে (গুজরাট) অনুষ্ঠিতব্য এআইসিসি সভার জন্য গঠিত খসড়া কমিটির বৈঠকে যোগ দিতে বুধবার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশ বাঘেলের দিল্লি যাওয়ার কথা রয়েছে। এর আগে, সিবিআই রায়পুর এবং ভিলাইয়ের বাসভবনে পৌঁছেছে।ভূপেশ বাঘেলের বাসভবন ছাড়াও তাঁর উপদেষ্টা বিনোদ বর্মা এবং ভিলাইয়ের বিধায়ক দেবেন্দ্র যাদবের বাড়িতে চলছে তল্লাশি। আইপিএস অফিসার আরিফ শেখ এবং অভিষেক পল্লবের বাড়িতেও তল্লাশি চালানোর খবর পাওয়া গিয়েছে। সিবিআই দল দু'টি গাড়িতে করে বাঘেলের রাযপুরের বাসভবনে পৌঁছয়। বুধবার সকাল ৭ঃ ৪৫ মিনিট নাগাদ মহাদেব মামলার

প্রথম বিশ্ব দৃশ্যশ্রাব্য বিনোদন সম্মেলন

নয়াদিল্লি(পিআইবি)ঃপ্রথম বিশ্ব দৃশ্যশ্রাব্য বিনোদন সম্মেলন - ওয়েভস-এর আগে আজ একগুচ্ছ উদ্যোগের ঘোষণা করলো তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক। নতুন দিল্লির জাতীয় মিডিয়া সেন্টার তথ্য ও সম্প্রচার, রেল এবং বৈদ্যুৎতিন ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব এবং কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি ও পর্যটন মন্ত্রী শ্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত এই সব উদ্যোগের কথা জানান। তথ্য ও সম্প্রচার সচিব শ্রী সঞ্জয় জাজু, কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি সচিব শ্রী অরুণিশ চাওলা, চলচ্চিত্র নির্মাতা শ্রী শেখর কাপুর, প্রসার ভারতীর সিইও শ্রী গৌরব দ্বিবেদী প্রমুখ মিডিয়া সেন্টারে উপস্থিত ছিলেন। ভারতকে সৃজনশীল অর্থনীতির বিশ্ব রাজধানীতে পরিণত করা -দাভোস ইকোনমিক ফোরামের ধাঁচে বিশ্ব দৃশ্যশ্রাব্য বিনোদন সম্মেলনকে আন্তর্জাতিক মানের করে তোলার যে ভাবনা প্রধানমন্ত্রীর রয়েছে, তার প্রতিধ্বনি করে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব বলেন, এটি ভারতের সৃজনশীল অর্থনীতিকে তুলে ধরার বৃহত্তর কৌশলের একটি অঙ্গ। ভারতে গল্প বলার সমৃদ্ধ ঐতিহ্য এবং সাংস্কৃতিক তাৎপর্য রয়েছে। বিশ্বজুড়ে একেই ' ইকোনমি'-র উপাদান বলে মনে করা হয়।শ্রী বৈষ্ণব বলেন, আমাদের সমৃদ্ধ সংস্কৃতি, যা একদা স্বামী বিবেকানন্দের কণ্ঠে শিকাগোর বিশ্ব মেলার হলগুলিতে অনুরণিত হয়েছিল, আমাদের প্রধানমন্ত্রী যোগ, সংস্কৃতি, সৃজনশীলতা ও আয়ুর্বেদের মাধ্যমে সেই ধারাকেই বহন করছেন। ওয়েভস এই প্রয়াসেরই একটি অঙ্গ। এর লক্ষ্য হল, ভারতকে সৃজনশীল অর্থনীতির বিশ্ব রাজধানী করে তোলা। দুই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ওয়েভস বাজার, তিনটি ক্রিয়েট ইন ইন্ডিয়া চ্যালেঞ্জ, ওয়েভস পুরস্কার এবং আরও একটি চ্যালেঞ্জের ঘোষণা করেন। ওয়েভস বাজারঃসৃজনশীল অর্থনীতির সম্ভাবনার সদ্ব্যবহার - অনুষ্ঠানে ওয়েভস বাজারের সূচনা করা হয়। এটি একটি বিশ্বজনীন ই-মার্কেটপ্লেস, এর লক্ষ্য ভারতের বিপুল সৃজনশীল প্রতিভার সঙ্গে বিশ্ববাজারের সংযোগসাধন। এই প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা তাঁদের বিষয়বস্তু ও প্রকল্প তুলে ধরে ভৌগোলিক গন্ডি অগ্রাহ্য করে বিশ্বের সঙ্গে সংযোগসাধন করতে পারবেন। এখানে প্রয়োজনমাফিক সম্পদ ও সরঞ্জামের ব্যবস্থা করে বিশ্বজনীন ব্যবসায়িক আদান-প্রদানকে সহজ করা হবে। ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের পরিধি বাড়িয়ে বিকাশ ও সাফল্যের নতুন সুযোগ আবিষ্কার করার সুবিধা পাবে।তথ্য ও সম্প্রচার সচিব বলেন, ওয়েভস বাজারে চলচ্চিত্র, টেলিভিশন, সঙ্গীত, ক্রীড়া, অ্যানিমেশন, ভিজুয়াল এফেক্টস, গেমিং, কমিকস সহ বিনোদনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের সৃজনকারী, ক্রেতা ও সহযোগী সংস্থাগুলি একত্রিত হতে পারবে। এটি ভৌগোলিক দূরত্ব দূর করে সৃজনকারীদের নিজেদের প্রতিভা তুলে ধরতে সাহায্য করবে। ওয়েভস বাজারে ব্র্যান্ড সংক্রান্ত সহযোগিতা, অর্থের যোগান এবং সরবরাহের ক্ষেত্রেও সাহায্য করা হবে। এর ফলে সৃজনকারীরা তাঁদের ধারণার বাস্তবায়ন ঘটাতে পারবেন। ওয়েভস পুরস্কার -ওয়েভস পুরস্কারের জন্য মনোনয়নপত্র পেশের সময়সীমা চলতি বছরের ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে। এতে বছরের সেরা গেম, সেরা চলচ্চিত্র, সেরা বিজ্ঞাপনী প্রচার প্রভৃতি বিভাগে পুরস্কার দেওয়া হবে। এছাড়া বিশেষ পুরস্কার, জীবনকৃতি সম্মান, প্রযুক্তি ও সামাজিক প্রভাবের ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান প্রভৃতি পুরস্কারেরও ব্যবস্থা রয়েছে। তিনটি নতুন ক্রিয়েট ইন ইন্ডিয়া চ্যালেঞ্জ -ভ্ভ১. ওয়াহ উস্তাদ ঃকেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রক ও দূরদর্শনের সহযোগিতায় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের ভাবনায় এই চ্যালেঞ্জের আওতায় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের তালিমপ্রাপ্ত তরুণ কন্ঠশিল্পীরা তাঁদের প্রতিভা প্রদর্শনের সুযোগ পাবেন। ১৮ বছর বা তার বেশি বয়সী যে কেউ এতে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। দুটি পর্যায়ে এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হবে। গ্র্যান্ড ফিন্যালে হবে ওয়েভস ২০২৫-এ। এর জন্য নথিভুক্তিকরণ আজ থেকে শুরু হচ্ছে। প্রসার ভারতীর ওয়েবসাইটে প্রতিযোগীরা নিজেদের নাম নথিভুক্ত করতে পারবেন। (https:prasarbharati.gov.inwah-ustad)""২. বিশ্বকে খাদি পরানোর চ্যালেঞ্জ ঃএই চ্যালেঞ্জের আওতায় খাদিকে একটি বিশ্বজনীন ব্র্যান্ডে পরিণত করার লক্ষ্যে উদ্ভাবনী প্রচারাভিযান চালাতে বিজ্ঞাপন ক্ষেত্রের পেশাদার ও ফ্রিল্যান্সারদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। ভারতের মধ্যে এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে খাদির প্রসার ঘটানো এর লক্ষ্য। অংশ গ্রহণকারীদের বিভিন্ন আঙ্গিকে (ডিজিটাল, প্রিন্ট, ভিডিও প্রভৃতি) প্রচারের উদ্ভাবনী ধারণা পেশ করতে হবে। এই চ্যালেঞ্জে সৃজনশীল চিন্তা-ভাবনা এবং কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গীকে উসাহ দেওয়া হবে। ৩. অনুরণন ইলেক্ট্রনিক ডান্স মিউজিক চ্যালেঞ্জ ইন্ডিয়ান মিউজিক অ্যাসোসিয়েশনের এই চ্যালেঞ্জের আওতায় সারা বিশ্বের শিল্পী, সুরস্রষ্টা, যন্ত্রসঙ্গীত শিল্পীদের তাঁদের প্রতিভা প্রদর্শনের আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও পর্যটনের প্রসারে নতুন চ্যালেঞ্জ - তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক আরও একটি নতুন চ্যালেঞ্জের ঘোষণা করেছে। যে সব চলচ্চিত্র ভারতের সমৃদ্ধ পর্যটন ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে তুলে ধরছে, সেগুলিকে এর আওতায় উৎসাহ দেওয়া হবে। ওয়েভস ঃ ভারতের সাংস্কৃতিক দক্ষতার বিশ্বব্যাপী প্রদর্শন - অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি ও পর্যটন মন্ত্রী শ্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত ভারতকে কথক, সঙ্গীতকার, বিষয়বস্তু রচয়িতা এবং ধর্মীয় বৈচিত্র্যের এক সঙ্গমস্থল হিসেবে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য কেবল আমাদের গৌরবজনক অতীতের নিদর্শনই নয়, বিশ্ব মঞ্চে আমাদের ভবিষ্যতের মেরুদন্ডও বটে। সমৃদ্ধ এই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে তুলে ধরতেই তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক ওয়েভসের মতো গতিশীল প্ল্যাটফর্মের সূচনা করেছে। অর্থনৈতিক, সামাজিক, প্রযুক্তি সংক্রান্ত প্রতিটি ক্ষেত্রে এই সাংস্কৃতিক দক্ষতাই আমাদের সব থেকে বড় সম্পদ। এই উদ্যোগের জন্য তিনি তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। ক্রিয়েট ইন ইন্ডিয়া চ্যালেঞ্জ - ক্রিয়েট ইন ইন্ডিয়া চ্যালেঞ্জে সারা বিশ্ব থেকে অভূতপূর্ব সাড়া পাওয়া গেছে। এপর্যন্ত ৭০ হাজারেরও বেশি পেশাদার ও উঠতি সৃজনশীল ব্যক্তিত্ব এই চ্যালেঞ্জে তাঁদের নাম নথিভুক্ত করেছেন। সংখ্যাটা ক্রমশই বাড়ছে। এপর্যন্ত ৩১টি ক্রিয়েট ইন ইন্ডিয়া চ্যালেঞ্জ ঘোষণা করা হয়েছে। এর মধ্যে ২৫টিতে এখনও নাম নথিভুক্তি করার সময় রয়েছে। ২২টিতে বিশ্বের যে কোন প্রান্তের মানুষ অংশগ্রহণ করতে পারেন। ভারত ঃগল্পকথনের দেশ -বিশিষ্ট চলচ্চিত্র নির্মাতা শেখর কাপুর বলেন, ভারত সাংস্কৃতিক ও ডিজিটাল বিষয়বস্তু নির্মাণের এক শক্তি কেন্দ্র। চলচ্চিত্র থেকে শুরু করে গেমিং সর্বত্রই এর বিস্তার। সে জন্যই এই দক্ষতাকে আমরা আমাদের ' পাওয়ার' বলি। সুবিস্তৃত এই সৃজনশীল শক্তি আসন্ন ওয়েভস সম্মেলনে আত্মপ্রকাশের মঞ্চ খুঁজে পাবে এবং এটি বিশ্বের সৃজনশীল অর্থনীতিতে ভারতের নেতৃত্ব প্রদর্শনের একটি মঞ্চ হয়ে উঠবে বলে শ্রী কাপুর আশা প্রকাশ করেন। এ সুযোগ হারানো চলবে না -এই প্রথম এমন এক সম্মেলনের আয়োজন করা হচ্ছে, যেখানে অডিও, ভিডিও এবং বিনোদন এক মঞ্চে এসে দাঁড়াচ্ছে। সারা বিশ্বের সৃজনশীল মানুষের কাছে নিজেদের প্রতিভা প্রদর্শনের এ এক অনন্য সুযোগ। এই সুযোগ কোন ভাবেই হারানো চলবে না বলে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব মন্তব্য করেন।

সরকারি সম্পত্তি নষ্ট করার অধিকার কারও নেই ঃরেখা গুপ্তা

নয়াদিল্লি, ২৬ মার্চ ঃমেট্রোর পিলার ও সরকারি সম্পত্তিতে পোস্টার ও হোর্ডিং সাঁটানোর তীব্র নিন্দা করলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, সরকারি সম্পত্তি নষ্ট করার অধিকার কারও নেই।মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা বলেছেন, সরকারি সম্পত্তি নষ্ট করার অধিকার কারও নেই। যদি আমাদের একটি সু ন্দর ও স্বচ্ছ দিল্লির প্রয়োজন হয়, তাহলে এক্ষেত্রে সকলের সমর্থন প্রয়োজন। কেউই সরকারি সম্পত্তি নষ্ট করবেন না। মেট্রোর পিলারগুলি দিল্লির সৌন্দর্য এবং আমাদের এখানে পোস্টার এবং হোর্ডিং লাগানো উচিত নয়। প্রসঙ্গত, দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা বুধবার সকালে দিল্লির শালিমার বাগ বিধানসভা কেন্দ্রের অধীনে ৫৭ নম্বর ওয়ার্ড, পিতমপুরা পরিদর্শন করেছেন, সেখানে বেশ কয়েকটি প্রকল্পের উদ্বোধন করেন তিনি।

কংগ্রেস বিধায়কদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ, বিধানসভা ঘেরাওয়ের হুঁশিয়ারি

ভুবনেশ্বর, ২৬ মার্চ ঃ ধুন্ধুমার কাণ্ড ঘটে গেল ওড়িশা বিধানসভায়। বুধবার বিধানসভায় প্রবেশের চেষ্টা করার সময় বরখাস্ত হওয়া কংগ্রেস বিধায়কদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ হয়। কংগ্রেস বিধায়ক সাগর চরণ দাস বলেছেন, কংগ্রেস এর উপযুক্ত জবাব দেবে। আমরা আগামীকাল বিজেপির বিরুদ্ধে বিধানসভা ঘেরাও করব। উল্লেখ্য, ওড়িশা বিধানসভার স্পিকার সুরমা পাধি গতকাল ১২ জন কংগ্রেস বিধায়ককে শৃঙ্খলাভঙ্গ, চেয়ারের অসম্মান এবং নিয়ম লঙ্ঘনের অভিযোগে সাত দিনের জন্য বিধানসভা থেকে বরখাস্ত করেছেন, যখন তারা সভার ওয়েলে বিক্ষোভ করেছিলেন।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস, দেশবাসীকে শুভেচ্ছা ইউনূসের

কলকাতা, ২৬ মার্চ ঃ বাংলাদেশে বুধবার যথাযথ মর্যাদায় স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস পালিত হয়েছে। স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন এবং প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস জাতিকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। ৫৪ বছর আগে ১৯৭১ সালের এই দিনে পরাধীনতার শেকল ভেঙে স্বাধীন হয় বাঙালি জাতি। স্বাধীনতা পায় বাংলাদেশ। দিবসটি বাংলাদেশের সঙ্গে যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্যাপন করেছে কলকাতায় অবস্থিত বাংলাদেশ ডেপুটি হাইকমিশন। স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে বুধবার সকালে মিশন প্রাঙ্গণে বাংলাদেশের জাতীয়.পতাকা উত্তোলন করেন মিশনের ভারপ্রাপ্ত ডেপুটি হাইকমিশনার মহম্মদ আশরাফুর রহমান শিকদার। এই সময় উপস্থিত ছিলেন মিশনের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ সোনালী ব্যাংক এবং বাংলাদেশ বিমানের কর্মকর্তারা। এরপর মিশনের দোতলায় অবস্থিত ' গ্যালারি'তে সরকার প্রদত্ত মহান স্বাধীনতা দিবসের প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শিত করা হয়। পরে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি, প্রধান উপদেষ্টা ও পররাষ্ট্র মন্ত্রকের বাণী পাঠ করেন মিশনের কর্মকর্তারা।

যক্ষ্মা-মুক্ত ভারত অভিযান, সুস্থ ভারত গঠনের প্রয়াসে অভিনন্দন প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২৬ মার্চ ঃ যক্ষ্মা রোগের বিরুদ্ধে লড়াই জোরদার করার ক্ষেত্রে যারা অবদান রেখেছেন, তাঁদের অভিনন্দন জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরে ন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী মোদী বুধবার তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, যক্ষ্মা রোগের বিরুদ্ধে লড়াই জোরদার ও টিবিমুক্ত ভারত গঠনে অবদান রাখা সকলকে আমি অভিনন্দন জানাই। তৃণমূল স্তরে এই প্রচেষ্টা কীভাবে গতি পাচ্ছে তা লক্ষণীয়, যার ফলে একটি সুস্থ ভারত নিশ্চিত হচ্ছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জগ প্রকাশ নাড্ডার একটি টুইটকে ট্যাগ করে এই মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। নাড্ডা এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দূরদর্শী নেতৃত্বে, ভারত যক্ষ্মা-বিরোধী বিশ্বব্যাপী লড়াইয়ে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিচ্ছে। দেশ থেকে যক্ষ্মা নির্মূলের জন্য জন আন্দোলনকে কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করা প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টিভঙ্গী ছিল। এর দ্বারা পরিচালিত হয়ে, আমরা 'জনভাগিদারি'-র মূল লক্ষ্য নিয়ে ১০০ দিনের যক্ষ্মা অভিযান সফলভাবে সম্পন্ন করেছি।

কথা বলতে দিচ্ছেন না অধ্যক্ষ, অভিযোগ রাহুলের অসন্তোষ প্রকাশ বিড়লার

নয়াদিল্লি, ২৬ মার্চ ঃ লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লার বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ আনলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। বুধবার সংসদ চত্বরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাহুল গান্ধী বলেছেন, আমি জানি না কী হচ্ছে... আমি তাঁকে কথা বলতে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিলাম, কিন্তু তিনি (স্পিকার) পালিয়ে গেলেন। এটা সংসদ চালানোর কোনও উপায় নয়। স্পিকার চলে গেলেন এবং আমাকে কথা বলতে দিলেন না, তিনি আমার সম্পর্কে ভিত্তিহীন কিছু বললেন। তিনি সংসদ মুলতবি করে দিলেন, এর কোনও প্রয়োজন ছিল না। যখনই আমি দাঁড়াই, আমাকে কথা বলতে বাধা দেওয়া হয়, আমি কিছুই করিনি, আমি চুপচাপ বসে ছিলাম। এখানে গণতন্ত্রের কোনও স্থান নেই, আমি (মহা) কুম্ভমেলা নিয়ে কথা বলতে চেয়েছিলাম, আমি বেকারত্ব নিয়েও কথা বলতে চেয়েছিলাম কিন্তু আমাকে অনুমতি দেওয়া হয়নি। লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা বলেন, আপনার (রাহুল গান্ধী) কাছ থেকে আশা করা যায়, তিনি সংসদের মর্যাদা ও পবিত্রতার উচ্চ মানদণ্ড বজায় রাখবেন। আমার জানা মতে, এমন বেশ কিছু ঘটনা ঘটেছে যেখানে সাংসদরা সংসদের মর্যাদা ও পবিত্রতার উচ্চ মানদণ্ড বজায় রাখার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ আচরণ করেননি। পিতা, কন্যা, মা, স্ত্রী এবং স্বামীরা এই সংসদের সদস্য ছিলেন। তাই, এই প্রেক্ষাপটে, আমি আশা করি, বিরোধী দলনেতা নিয়ম অনুসারে আচরণ করবেন। বিশেষ করে এলওপির কাছ থেকে তাদের আচরণ বজায় রাখার আশা করা হচ্ছে।

আগরতলাতেও পালিত বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস

আগরতলা, ২৬ মার্চ ঃ বিশ্বের অন্যান্য দেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আগরতলাস্থিত বাংলাদেশ সহকারী হাইকমিশনের উদ্যোগে স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদযাপন করা হয়ে বুধবার। এদিন প্রথমে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের দুতাবাস প্রাঙ্গণে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন সহকারী হাই কমিশনার আরিফ মোহাম্মদ। তারপর মুক্তিযুদ্ধে জীবন উৎসর্গকারী শহিদদের স্মরণে ১মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। এর পর মুক্তিযুদ্ধে জীবন উসর্গকারী শহিদদের আত্মার মাগফিরাত এবং বাংলাদেশের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করে বিশেষ দোয়া ও প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হয়। তারপর রাষ্ট্রপতি, প্রধান উপদেষ্টা এবং পররাষ্ট্র উপদেষ্টার পাঠানো লিখিত বাণীসমূহ পাঠ করা হয় ও বিশেষ ভিডিও চিত্র প্রদর্শন করা হয়। পাশাপাশি এদিনের এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সহকারী হাইকমিশন আগরতলার দ্বিতীয় সচিব ও দূতালয় প্রধান এস এম আলমাস হোসেনসহ অন্যান্যরা। প্রথম পর্বের অনুষ্ঠান শেষে সরকারি হাইকমিশনার আরিফ মোহাম্মদ, বিশেষ এই দিন উপলক্ষে ত্রিপুরাবাসী এবং ভারতবাসীকে শুভেচ্ছা জানান। সেই সঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন এই দিন তৎকালীন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ স্বাধীনতার ঘোষণা দিযে.আঃেদালন শুরু করেন। দীর্ঘ নয.মাসের সংগ্রামের পর অবশেষে জন্ম নেয় স্বাধীন বাংলাদেশ নামে একটি রাষ্ট্রের। স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে এদিন দ্বিতীয়.পর্বে সন্ধ্যার পর আয়োজন করা হয়েছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং নৈশ ভোজের। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন ত্রিপুরা সরকারের পরিবহণ দপ্তরের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী সহ রাজ্যের বিভিন্ন স্তরের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

কাঠুয়ায় সন্ত্রাসীদের খোঁজে তল্লাশি জারি

জম্মু, ২৬ মার্চ ঃ জম্মু ও কাশ্মীরের কাঠুয়ায় রবিবার রাত থেকে শুরু হওয়া এনকাউন্টার এখনও অব্যাহত রয়েছে। জঙ্গিরা যাতে পালিয়ে যেতে না পারে, তাই গোটা এলাকা চারিদিক থেকে ঘিরে রাখা হয়েছে। ভারতীয় সেনাবাহিনী এবং জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ কাঠুয়ার হিরানগরের সানিয়াল এলাকায় এখনও তল্লাশি অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে। মোতায়েন করা হয়েছে সীমান্ত রক্ষী বাহিনীকেও। সন্ত্রাসীদের উপস্থিতি সম্পর্কে তথ্য পাওয়ার পর, রবিবার রাতে হিরানগরের সানিয়াল এলাকায় তল্লাশি অভিযানে নামে জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ এবং সেনাবাহিনী। রবিবার রাত থেকে শুরু হওয়া এই অভিযান বুধবার সকালেও অব্যাহত রয়েছে। জঙ্গিদের খুঁজে পেতে ড্রোনেরও সাহায্য নেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, জম্মু ও কাশ্মীরের সীমান্তবর্তী জেলা কাঠুয়ার হিরানগরের সানিয়াল এলাকায় লুকিয়ে রয়েছেন।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

১৩ চৈত্র ১৪৩১ বঙ্গাব্দ,বৃহঃবার, ইংরেজীঃ ২৭ মার্চ ২০২৫, ৫৩৮ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৫, সৌরঃ১২চৈত্র চান্দ্রঃ ৬ গোবিন্দ মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ১১চৈত্র ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ১০ চৈত্র১৯৪৬, মৈতৈঃ৬ ফাইরেন, আসামঃ৮ চৈত্র , মুসলিমঃ৫-শা'বান-১৪৪৬ হিজরী।শীতলা ষষ্ঠীসূর্য উদয়ঃসকাল ০৬ঃ১৬ঃ৫০ এবং অস্তঃবিকাল ০৫ঃ২৩ঃ৫৯।চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ০৪ঃ০৮(৪) এবং অস্তঃরাত্রি ১১ঃ২৫ঃ২১(৪)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃ সপ্তমী (ভদ্রা) শেষ রাত্রি ঘ ০৫ঃ১৬ঃ৩৩ দং ৫৭৩০১২.৫ পর্যন্তনক্ষত্রঃঅশ্বিনী রাত্রিঃ১২ঃ৪৬ঃ১২ দং ৪৬১৪২০ পর্যন্ত পরে ভরণীকরণঃগর রাত্রিঃ০৬ঃ২৭ঃ২৮ দং ৩০২৬২২.৫ পর্যন্ত পরে বণিজযোগঃশুভ শেষ রাত্রি ঘ ০৩ঃ০৬ঃ৫৭ দং ৫২৬১২.৫ পর্যন্ত পরে শুক্রঅমৃতযোগঃদিন ০৮ঃ৩০ঃ২১ থেকে - ১০ঃ৪৩ঃ৪৭ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৭ঃ১৩ থেকে - ০২ঃ২৬ঃ১০ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ১০ঃ৩৯ থেকে - ০৪ঃ৩৯ঃ৩৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৫ঃ২৪ঃ০৪ থেকে - ০৬ঃ১৫ঃ৩৬ পর্যন্ত, তারপর ০৮ঃ৫০ঃ১০ থেকে - ১১ঃ২৪ঃ৪৪ পর্যন্ত, তারপর ০১ঃ৫৯ঃ১৮ থেকে - ০৩ঃ৪২ঃ২১ পর্যন্ত।কুলিকবেলাঃ দিন ১২ঃ৫৭ঃ১৩ থেকে - ০১ঃ৪১ঃ৪১ পর্যন্ত।কুলিকরাত্রিঃ১২ঃ১৬ঃ১৬ থেকে - ০১ঃ০৭ঃ৪৭ পর্যন্ত।বারবেলাঃদিন ০৭ঃ৪০ঃ১৯ থেকে - ০৯ঃ০৩ঃ৪৩ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ০১ঃ১৩ঃ৫৪ থেকে - ০২ঃ৩৭ঃ১৭ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৭ঃ০০ঃ৪১ থেকে - ০৮ঃ৩৭ঃ১৭ পর্যন্ত।গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃ

রবিঃ৯২২০৩৩ (২২) ৪ পদচন্দ্রঃ ০১৫৫০২১ (২) ১ পদমঙ্গলঃ২২৬২২০ (৭) ২ পদবুধঃ৯২১৫১৪৫ (২২) ৪ পদ বৃহস্পতিঃ১১৭৪২১৯ (৪) ৩ পদ

শুক্রঃ১১৩৩৮১৮ (২৬) ১ পদ শনিঃ১০২০৪৪৩২ (২৫) ১ পদ রাহুঃ১১৭৪৩৪৩ (২৬) ২ পদকেতুঃ৫৭৪৩৪৩ (১২) ৪ পদমঙ্গল বক্রি

বৃহস্পতি বক্রি।লগ্নঃমকর রাশি সকাল ০৬ঃ৪৭ঃ২৭ পর্যন্ত। কুম্ভ রাশি সকাল ০৮ঃ২০ঃ৫০ পর্যন্ত। মীন রাশি সকাল ০৯ঃ৫১ঃ৫৪ পর্যন্ত। মেষ রাশি সকাল ১১ঃ৩২ঃ২৭ পর্যন্ত। বৃষ রাশি দুপুর ০১ঃ৩০ঃ৫২ পর্যন্ত। মিথুন রাশি দুপুর ০৩ঃ৪৪ঃ১০ পর্যন্ত। কর্কট রাশি বিকাল ০৫ঃ৫৯ঃ৫৪ পর্যন্ত। সিংহ রাশি সন্ধ্যা ০৮ঃ১১ঃ১৩ পর্যন্ত। কন্যা রাশি রাত্র ১০ঃ২১ঃ২৪ পর্যন্ত। তুলা রাশি রাত্রি ১২ঃ৩৫ঃ৩৫ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি শেষ রাত্রি ০২ঃ৫১ঃ২০ পর্যন্ত। ধনু রাশি শেষ রাত্রি ০৪ঃ৫৬ঃ৩৭ পর্যন্ত।

আবহাওয়া

দক্ষিণবঙ্গের কোনও জেলাতেই আর বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। সর্বত্র আবহাওয়া থাকবে শুস্ক। উত্তরবঙ্গেও আপাতত কয়েক দিন শুকনো আবহাওয়া থাকবে। তবে চলতি সপ্তাহে আবার বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। দার্জিলিং, কালিম্পং এবং জলপাইগুড়িতে আগামী শুক্রবার বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টি হতে পারে।আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী তিন দিন রাজ্যে ধীরে ধীরে তাপমাত্রা বাড়বে। কলকাতা-সহ গাঙ্গেয় বঙ্গের জেলাগুলিতে তিন থেকে পাঁচ ডিগ্রি পর্যন্ত বাড়তে পারে তাপমাত্রা। অর্থা, দিনের তাপমাত্রা ছাড়িয়ে যেতে পারে ৩৫ ডিগ্রির গণ্ডি। উত্তরের জেলাগুলিতেও তিন থেকে চার ডিগ্রি পর্যন্ত পারদ চড়বে বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। মঙ্গলবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৩.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ০.৪ ডিগ্রি নীচে।জোয়ার-সকাল৬ টা ৫০ মিনিট এবং রাত ০৭টা ৫০ মিনিট। ভাটা-সকাল ৮ টা ৫০মনিট এবং রাত ০২ টা ৫২মিনিট। সূর্যঃ উদয় হবে সকাল ৫ টা ৩৭মিনিট।

ওয়াকফ বিলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ

পাটনা, ২৬ মার্চ ঃ বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা আরজেডি প্রধান লালু প্রসাদ যাদব এবং বিহার বিধানসভার বিরোধী দলনেতা ও আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব বুধবার ওয়াকফ (সংশোধনী) বিলের বিরুদ্ধে অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড (এআইএমপিএলবি) আয়োজিত বিক্ষোভে যোগ দেন। তেজস্বী যাদব এদিন বলেছেন, আরজেডি নেতা লালু প্রসাদ যাদব আন্দোলনকে সমর্থন এবং শক্তিশালী করতে এখানে এসেছেন। আমরা সংসদ, বিধানসভা এবং বিধান পরিষদে এই অসাংবিধানিক, অগণতান্ত্রিক বিলের বিরোধিতা করেছি।

যশোর রোডে নিয়ন্ত্রণহীন গাড়ির ধাক্কা একাধিক বাইকে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৬ মার্চ ঃ বুধবার দুপুরে ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা যশোর রোডে। বেপরোয়া গাড়ির ধাক্কা একের পর এক বাইকে। জানা গেছে, পর পর একাধিক বাইকে ধাক্কা মারে নিয়ন্ত্রণহীন গাড়িটি। ঘটনায় কয়েকজন আহত হয়েছেন বলে জানা যাচ্ছে। দুর্ঘটনার কারণে যানজটের সৃষ্টি হয়।

নগ্ন ছবি তুলে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,বারুইপুর ২৬ মার্চ ঃ বাড়িতে পরিবারের লোকজন না থাকার সুযোগ নিয়ে স্নান করার সময় নবম শ্রেণীর এক ছাত্রীর নগ্ন ছবি তুলে সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়ানোর অভিযোগ উঠলো প্রতিবেশী এক যুবকের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে বারুইপুর থানা এলাকায়। এমনকি কাউকে যাতে ঘটনাটি না জানায় তাঁর জন্য পরিবারের লোককে হুমকি দেওয়া হয় বলে ও অভিযোগ।সোশ্যাল মিডিয়াতে ওই ছবি ছড়িয়ে পড়তে বিষয়টি জানাজানি হয়।অবশেষে ওই ছাত্রীর পরিবার মঙ্গলবার রাতে ঐ যুবকের নামে বারুইপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করে।আর তাঁর পরেই তদন্তে নেমে বারুইপুর থানার পুলিশ অভিযুক্ত যুবককে বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করেছে।অভিযুক্ত যুবকের নাম রেজাউল শেখ। পুলিশ জানিয়েছে, ওই ছাত্রীর বাবা মা বারুইপুর স্টেশনের কাছে ফল বিক্রি করে। গত এক সপ্তাহ আগে ঘটনাটি ঘটে। ওই ছাত্রী হুমকির ভয়ে থানায় অভিযোগ জানাতে আসেনি। পরে সোশ্যাল মিডিয়ায় জানাজানি হতেই মঙ্গলবার রাতে অভিযোগ দায়ের করে তাঁরা। ধৃত ঐ যুবককে বুধবার বারুইপুর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়।

চক্রধরপুর বিভাগ মালবাহী পণ্য পরিবহনের রেকর্ড

কলকাতা, ২৬ মার্চ ঃ দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের চক্রধরপুর বিভাগ আবারও ১৫০ মিলিয়ন টন (এমটি) মালবাহী পণ্য পরিবহনের মাধ্যমে মাল পরিবহনে দক্ষতা প্রদর্শন করেছে। চলতি অর্থবছরের ১ এপ্রিল, ২০২৪ থেকে ২৬ মার্চ, ২০২৫ পর্যন্ত বিভাগটি এই অসাধারণ লোডিং কর্মক্ষমতা রেকর্ড করেছে।এই সময়ের মধ্যে, চক্রধরপুর বিভাগ ১০১.৮৪ মেট্রিক টন লৌহ আকরিক, ২০.৫১ মেট্রিক টন কয়লা, ১৩.৪৪ মেট্রিক টন ইস্পাত, ১২.৫৮ মেট্রিক টন সিমেন্ট লোড করেছে। পরিবহনকৃত অন্যান্য পণ্যের মধ্যে রয়েছে খাদ্যশস্য, সার, পিওএল, কন্টেইনার ইত্যাদি। চক্রধরপুর বিভাগও পণ্য পরিবহন থেকে রাজস্ব আহরণে ক্রমবর্ধমান প্রবণতা রেকর্ড করেছে, যা গত অর্থবছরের তুলনায় ১.২৯ বৃদ্ধি পেয়েছে।

রেলের হকার উচ্ছেদের প্রতিবাদে পুনর্বাসনের দাবিতে হরিপালের বিধায়কের নেতৃত্বে আন্দোলন

বনস্পতি দে, হরিপাল, হুগলি,২৬ মার্চ ঃ বুধবার হরিপাল স্টেশন ও স্টেশন সংলগ্ন এলাকার হকারদের উচ্ছেদ করতে আসে রেল পুলিশের বিশাল বাহিনী। এদিকে স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় এরই প্রতিবাদে হরিপালের বিধায়ক তথা আরামবাগ সাংগঠনিক মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী ডাঃ করবী মান্নার নেতৃত্বে এলাকার হকারদের পরিবারের লোকজন নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বদের নিয়ে অবস্থান বিক্ষোভে সামিল হন। প্রচুর মানুষের উপস্থিতি দেখে বাধ্য হয়ে রেল পুলিশ ফিরে যেতে বাধ্য হয়। আজ এই কর্মসূচীতে উপস্থিত ছিলেন হরিপালের বিধায়ক ডাঃ করবী মান্না, ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি দেবাশীষ পাঠক, প্রধান সুমিত সরকার, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সুচন্দ্রা ধোলে অধিকারী সহ কয়েক হাজার হকার ও হকার পরিবারের সদস্যরা।

রেলের হকার উচ্ছেদ প্রতিবাদ আন্দোলনের প্রসঙ্গে হরিপালের

বিধায়ক ডক্টর করবি মান্না জানালেন রেলের অবৈধভাবে হকার উচ্ছেদের প্রতিবাদে আমাদের এই আন্দোলন। রেল হকার উচ্ছেদে অভিযানে নেমেছে নোটিশ দিয়েছে আমরা দশ হাজার মানুষকে নিয়ে মিছিল করেছি শুধু তাই নয় হকার ভাইরা কোথায় যাবে? রেলপারে ৪০০ দোকান আছে সেই সব দোকান উচ্ছেদ করলে তাদের পরিবার নিয়ে কোথায় যাবে? কি খাবে? ও হরিপাল স্টেশনের পাশে বড় মাছের আড়ত আছে সেখানে প্রায় এক হাজার মানুষ কাজ করে তারা কি খাবে প্রচুর মানুষ বেকার হয়ে যাবে এসব কথা রেলের ভাবা উচিত আমাদের দাবি রেলের পুনর্বাসন দিতে হবে। এইসব হকার ভাইদের ও স্টেশনের পার্শ্ববর্তী ৪০০ দোকানদার ও মাছের আড়ত কর্মীদের এটাই আমাদের দাবি সেই দাবির জন্য আমাদের এই আন্দোলন। এই আন্দোলন চলছে চলবে শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত আমরা দেবো। আন্দোলনের মাধ্যমে আমাদের দাবি রেলকে পুনর্বাসন দিয়ে তবে উচ্ছেদের ভাবনা । এই হকার উচ্ছেদকে কেন্দ্র করে রেল প্রচুর পুলিশ ফোর্স ও জেসিবি নামিয়েছে।

শিবপুরে উপদ্রুত অঞ্চল দেখে তৃণমূলকে কড়া কটাক্ষ রুদ্রনীলের

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৬ মার্চ ঃ বুধবার হাও।ায় উপদ্রুত অঞ্চল দেখে তৃণমূলকে কড়া কটাক্ষ করলেন বিজেপি নেতা রুদ্রনীল ঘোষ। সামাজিক মাধ্যমে তিনি লিখেছেন, তৃণমূলের উন্নয়নে নরককুন্ড হাওড়া। ১৬টি ওয়ার্ড জলহীন। প্রায় ১০০ঘর ধ্বংস, হাজার খানেক মানুষ গৃহহীন, বিদ্যুহীন। ময়লা ফেলা ভ্যাটের (গার্বেজ ডাম্পিং গ্রাউন্ডে) নিচে বিষাক্ত মিথেন গ্যাসের চাপে এলাকায় ধস। রাস্তা ফুলে ফেটে আট ফুট উঁচুতে। ঘটনা শিবপুর বিধানসভা (৬ নম্বর ওয়ার্ড)ও বালি বিধানসভা কেন্দ্রের মাঝে ধাপা অঞ্চল। কারণ, তৃণমূলের নিজেদের মধ্যে খুনোখুনির আশঙ্কায় ২০১৮ থেকে হাওড়া পুরসভা কাউন্সিলার ও মেয়রহীন। ফলে কাউন্সিলারহীন অচল হাও।ায় ড্রেন, জল সহবরাহ, ময়লা পরিষ্কার মহাশূন্যে। তৃণমূল নেতারা হয় প্রোমোটার, বা জমির দালাল নয় তোলাবজিতে মত্ত। এরা ভোটার কার্ড ধরিয়ে ভোটার বানায়, কিন্তু তাদের মানুষের সম্মান দেয়না। শিবপুরের তৃণমূল বিধায়ক মনোজ

তিওয়ারি বা সাংসদ প্রসুন বাবু সম্পূর্ণ বেপাত্তা। মমতা ব্যানার্জির আশীর্বাদধন্য বনেদী দূর্নীতিবাজ অরূপ রায়ের মতো মন্ত্রীরা একবার এলায় এসে হুম দেখছি..আমাদের সরকার কিন্তু মানুষের পাশে আছে এই বাণী দিয়েই খালাস। তিনি মানুষ বলতে কেবল চোর-জোচ্চোরদের পাশে রাজ্য সরকার আছে বোঝাতে চাইলেন হয়ত। এই চরম বিপদে আবাস চুরির টাকা ফেরত দেবেন কিনা তা অরূপবাবু বলেননি ওই গৃহহারা গরীব সহায় মানুষদের। এই মানুষ গুলোর কেন্দ্রের আবাস প্রকল্পের টাকা এরাই চুরি করেছে নির্লজ্জ ভাবে। মুশকিল হল, এই গৃহহীন মানুষগুলো তৃণমূলের প্রিয় অবৈধ অনুপ্রবেশকারী রোহিংগা বা বাংলাদেশী নয়, তাই এদের নিয়ে মাথা ব্যাথা নেই তৃণমূলের।যেন, মরুক মানুষ আমার তাতে কি! এই আর্ত বিপন্ন মানুষের পাশে হাওড়া জেলা বিজেপি (সদরের) কর্মীরা যথাসাধ্য থাকছেন, জল, ত্রিপল, দুমুঠো পেটের ভাত দেবার চেষ্টা করে যাচ্ছেন। তাতেও আবার তৃণমূলের চোখ রাঙানি, মানুষের পাশে থাকা চলবে না।এলাকার তৃণমূলের চাপে অসহায় পুলিশ উত্তরহীন ভ্যাবলাকান্ত দলদাস। পুলিশমন্ত্রী অক্সফোর্ড থেকে ইংরাজি শিখিয়ে দেশে ফিরলে, তবে পুলিশ তার কর্তব্যের অমূল্য জ্ঞান নিশ্চয় পাবে। হায়রে পশ্চিমবঙ্গ!

ডাম্পিং গ্রাউন্ড তৈরি করতে দেবনা', জগাছার আরুপাড়ায় প্রতিবাদ এলাকার মানুষের

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৬ মার্চ ঃ'এখানে ডাম্পিং গ্রাউন্ড তৈরি করতে দেবনা', জগাছার আরুপাড়ায় প্রতিবাদ এলাকার মানুষের। পুরসভার ময়লা ফেলার ডাম্পার আটকে বিক্ষোভ। হাওড়ার জগাছার আরুপাড়ায়

পুরসভার ময়লা ফেলার ডাম্পার আটকে বুধবার সকালে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয়রা। বেলগাছিয়ার বদলে হাওড়ার জগাছার আরুপা।ায় আবর্জনা ফেলতে এসে এদিন স্থানীয় বাসিন্দাদের বাধার মুখে পড়ে পুরসভার ময়লা ফেলার বেশ কয়েকটি ডাম্পার। সেখানে ডাম্পিং গ্রাউন্ড তৈরি করতে এবং আবর্জনা ফেলতে আপত্তি জানান ওই এলাকার স্থানীয় মানুষ। ময়লার সব গাড়ি আটকে চলে বাসিন্দাদের তুমুল বিক্ষোভ। বাধা পেয়ে আবর্জনা না ফেলেই ফিরে যায় পুরসভার গাড়িগুলি। স্থানীয়দের অভিযোগ, জগাছায় ভাগাড় তৈরি করা হলে সেখানেও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ তৈরি হবে। তাই এখানে ভাগাড় তৈরি করা যাবেনা। আরুপা।ার এক স্থানীয় বাসিন্দা বলেন, এখানে বিশ্ববিদ্যালয থেকে শুরু করে পুলিশ ট্রেনিং স্কুল আছে। এখানে গাছগুলো অক্সিজেন দেয়। এখানে নতুন করে পরিবেশ ধ্বংস করে কোনভাবেই ভ্যাট, ভাগাড় তৈরি করা যাবে না। আরেক স্থানীয় বাসিন্দা বলেন, ময়লা ফেলতে গেলে তা বৈদ্যবাটি এবং ধাপায় পড়ার কথা। কোনওভাবেই এখানে ময়লা ফেলা যাবে না। আরেক স্থানীয় বাসিংদা বলেন, হাওড়ার ভাগা। দেখেই ওখানকার মানুষ বেলগাছিয়ায় বসবাস করতে গিয়েছিল। এখানকার মানুষ ভাগা। দেখে আসেনি। উন্নয়নের প্রশ্নে আমরা সবকিছু মেনে নেব, কিন্তু এখানে আরুপা।ায় ভাগাড় করতে দেবনা। আরেক স্থানীয় বাসিন্দা প্রবীর সামন্ত বলেন, বলা হচ্ছে দেড় মাসের জন্য ভ্যাট নিযে আসা হচ্ছে। কিন্তু আমাদের তা লিখিতভাবে দিতে হবে। ৫০-৬০টা লরি দাঁড়িয়ে রয়েছে ময়লা ফেলার জন্য। আমরা এখানে জঞ্জাল ফেলতে দেব না। অন্যদিকে, এদিন এই বিষয়ে হাওড়ার মুখ্য পুর প্রশাসক ডা-সুজয় চক্রবর্তী বলেন, 'মঙ্গলবার ফিরহাদ হাকিমের পৌরোহিত্যে এক বৈঠক হয়। সেই বৈঠকেই সিদ্ধান্ত হয়েছিল আরুপাড়ায় আপাতত একটি অস্থায়ী ভাগা। তৈরি করা হবে। পরিকল্পনা হয়েছিল এক মাসের মধ্যে সেই জঞ্জাল কলকাতা এবং বৈদ্যবাটিতে পাঠানো হবে। কিন্তু, এদিন সকালে আরুপাড়ার মানুষ জানান সেখানে জঞ্জাল ফেলায় তাঁদের আপত্তি আছে। স্থানীয় সমস্যা সৃষ্টির জন্য আপাতত কলকাতার ভাগাড়ে সেই জঞ্জাল পাঠানো হবে। স্থানীয় মানুষের সমস্যার কথা সম্মান জানিয়ে এই বিকল্প ব্যবস্থা করা হযেছে। হাওড়া শহরে প্রতিদিন ৬৫০ মেট্রিক টন জঞ্জাল তৈরি হয। একদিন পরিষ্কার না হওয়ায় এই জঞ্জাল জমে যাচ্ছে। বুধবার পরিষ্কার হওয়ার পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য এলাকার মানুষের বাধার ফলে তা পরিষ্কার করা সম্ভব হয়নি। সেই গাড়িগুলো কলকাতায যাচ্ছে। আশা করছি বৃহস্পতিবারের মধ্যে জঞ্জাল সরে যাবে।' এদিকে, স্থানীয় মানুষের বাধার মুখে পড়ে পুরসভার কাজ আপাতত পিছিযে গেলেও ভবিষ্যতে ওযেস্ট এনার্জি প্লাঃট তৈরী হবে বলে এদিন পরিষ্কার জানিযে দেন সুজযবাবু। বুধবার তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হযে আরও বলেন, '১.৭৯ একর জাযগায ফ্রেশ ওযেস্ট প্রসেস করার প্লাঃট তৈরির পরিকল্পনা আগেই নিযেছিল কেএমডিএ। আপাতত সেই কাজটি পিছিযে গেল। তবে আগামী দিন ওই প্লাঃট আমরা তৈরি করব।'

গৃহহীনদের আপাতত থাকার জন্য কন্টেইনারের ব্যবস্থা

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৬ মার্চ ঃ ভাগা।রে ক্ষতিগ্রস্ত গৃহহীনদের আপাতত থাকার জন্য কন্টেইনারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাতেই বসবাসের উপযোগী করে জানলা, দরজা, আলো, পাখা লাগানো হচ্ছে। যদিও এই নিয়ে কটাক্ষ করছে বিরোধী দল বিজেপি। তাঁদের বক্তব্য এই গরমে কন্টেইনারের মধ্যে কিভাবে থাকবেন এরা ? হাওড়ার বেলগাছিয়ায় ভাগাড়ের ধস নেমে বিপর্যস্ত ভেঙে যাওয়া বাড়ির বাসিন্দাদের থাকার জন্য নিয়ে আসা হয়েছে লোহার কন্টেইনার। খিদিরপুর থেকে ট্রেলারে করে সাতটি কন্টেইনার নিয়ে আসা হয় মঙ্গলবার রাতে। হাওড়ার দাসনগর ট্রাফিক পুলিশের তত্ত্বাবধানে সেগুলো রাখা হয়েছে স্থানীয় একটি ক্লাবের মাঠে। সেগুলো বসবাসের যোগ্য করে তোলার কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। সেই কন্টেনার কেটে জানালা, দরজা, বৈদ্যুতিক লাইট এবং পাখা লাগিয়ে বসবাসের উপযোগী করা হবে বলে জানা গেছে। পাশাপাশি বিরোধীরা এই নিয়ে ইতিমধ্যেই সরব হয়েছে। কটাক্ষ করেছেন খোদ বিজেপি'র রাজ্য সম্পাদক উমেশ রাই। তিনি বলেন, বেলগাছিয়া ভাগাড়ে পঞ্চাশেরও বেশি পরিবারের বাড়ি ভেঙে গিয়েছে। অসহায় অবস্থায় তাঁরা স্কুল বাড়িতে থাকতে বাধ্য হচ্ছেন। তাঁদের থাকার জন্য সাতটা কন্টেইনারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ভাগাড় থেকে এক কিলোমিটার দূরে তাঁদের রাখা হবে। দুর্গতদের কন্টেইনারে রাখার জন্য যে পরিকল্পনা করা হয়েছে তা সম্পূর্ণ অমানবিক পরিকল্পনা। যিনি এই পরিকল্পনা করেছেন তিনি এই গরমে দুপুরে দু'ঘণ্টা সেখানে থেকে দেখান। মনে হয় এই সরকার তাড়াহুড়ো করে মানুষের জীবন নিয়ে ছেলেখেলা করছে।

মেট্রো রেলওয়ের সরকারি ভাষা বাস্তবায়ন কমিটির সভা শেষ

কলকাতা, ২৬ মার্চ ঃ মেট্রো রেলওয়ের অফিসিয়াল ভাষা বাস্তবায়ন কমিটির সভা আজ মেট্রো রেল ভবনে অবস্থিত অডিটোরিয়ামে জেনারেল ম্যানেজার শ্রী পি. উদয় কুমার রেড্ডির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভার শুরুতে, কমিটির সচিব এবং দাপ্তরিক ভাষা কর্মকর্তা জেনারেল ম্যানেজার এবং সকল কর্মকর্তাকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাগত জানান। সভায় সভাপতিত্ব করার সময়, জেনারেল ম্যানেজার মিঃ পি. উদয় কুমার রেড্ডি সরকারি ভাষার ব্যবহার এবং প্রচার কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা প্রদান করেন। সভায় প্রধান সরকারি ভাষা কর্মকর্তা তথা প্রধান আর্থিক উপদেষ্টা শ্রীমতী অম্বিকা জৈন সহ কমিটির অন্যান্য সদস্য এবং তাদের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। সভা চলাকালীন, 'মেট্রো চেতনা'-এর ৩৬তম এবং সর্বশেষ সংখ্যাটি জেনারেল ম্যানেজার কর্তৃক প্রকাশিত হয়। এই উপলক্ষে, ০১ জন কর্মকর্তা শ্রী দেবরাজ কুমার মৌর্য, ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল কাম চিফ সিকিউরিটি কমিশনার এবং ০২ জন কর্মচারী শ্রী রামরাই জারিকা, ট্র্যাফিক সুপারভাইজার এবং শ্রী আমোদ কুমার, সিনিয়র ক্লার্ককে বছর জুড়ে তাদের মূল কাজে প্রশংসনীয়ভাবে সরকারি ভাষা ব্যবহারের জন্য জেনারেল ম্যানেজার কর্তৃক নগদ পুরস্কার এবং সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। অবশেষে কমিটির চেয়ারম্যান এবং জেনারেল ম্যানেজারের আশীর্বাদে সভাটি শেষ হয়। সভাটি পরিচালনা করেন সরকারি ভাষা কর্মকর্তা, শ্রীমতী কিরণ বোস।

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: ইএল/এইচডব্লুএইচ/২৫/২১(নোটিস)/৬৫৬, তারিখঃ ২৫.০৩.২০২৫। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে ডিআরএম বিল্ডিং, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত বৈদ্যুতিক কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **টেন্ডার নং.ঃ ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩৪২৯, কাজের নামঃ** (১) ''গার্ড/লোকো পাইলটদের রানিং রুমের সমতুল হাওড়ায় টিটিই রেস্ট রুমে সুবিধাদির ব্যবস্থা'' সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক (সাধারণ) কাজ। (২) ''দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের ট্রেনগুলির স্টাফদের জন্য হাওড়া স্টেশনে (নিউ এবং ওল্ড কমপ্লেক্স উভয়) তিনটি টিটিই রেস্ট রুমে ড্রাইভার/গার্ডদের রানিং রুমের সমতুল সুবিধাদির ব্যবস্থার জন্য প্রস্তাব'' সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক (সাধারণ) কাজ। **টেন্ডার মূল্যঃ** ৭০,৩০,১৯৩ টাকা। **বিড সিকিউরিটি (বায়না মূল্য জমা)ঃ** ১,৪০,৬০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** ১৮০ দিন। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ১৬.০৪.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩টে। কোন কারণে টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বন্ধের তারিখে ছুটি/বনধ/স্ট্রাইক ঘোষিত হলে অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখ পরিবর্তিত হবে না কারণ টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ের পরে যে কোনও অফার জমা করার আবেদন আইআরইপিএস ওয়েবসাইট অনুমোদন করে না। অবশ্য, টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ের পরে যে কোনও সুবিধাজনক দিনে অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে। টেন্ডারের বিস্তারিত বিবরণ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

HWH-697/2024-25

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

অগ্নিকাণ্ডের জেরে আতঙ্ক ছড়াল হাওড়ার বাঁকড়ায়

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৬ মার্চ ঃ চলন্ত গাড়িতে হঠাৎ করে অগ্নিকাণ্ডের জেরে আতঙ্ক ছড়াল হাওড়ার বাঁকড়ায়। বুধবার সকালে ওই ঘটনাটি ঘটে। স্থানীয়রাই আগুন দেখতে পেয়ে ছুটে আসেন সাহায্যের জন্য। সকলের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়। মালপত্রের ক্ষয়ক্ষতি হলেও বড়ো ঘটনা ঘটেনি। তবে গাড়িটির সামান্য ক্ষতি হয়েছে বলে জানা গেছে। ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী সাহিল বলেন, গাড়িটিতে হঠাই আগুন লাগে। গাড়িতে ব্লিচিং পাউডার, অ্যাসিড, কেমিক্যাল নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। জল দিয়ে আগুন দ্রুত নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এই ঘটনায় কেউ হতাহত হয়নি। স্থানীয় বাসিন্দা শেখ আখতার বলেন, গাড়ি থেকে হঠাৎই ধোঁয়া বেরতে শুরু করে। এই অবস্থা দেখে এলাকার মানুষ ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। তাঁদের সহযোগিতায় বড়সড় অগ্নিকাণ্ড থেকে রক্ষা কেমিক্যাল ভর্তি গাড়িটি। এই ঘটনায় কেউ হতাহত হয়নি। গাড়িটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

বেলেঘাটায় দোকানে আগুন

কলকাতা, ২৬ মার্চ ঃ বুধবার বেলেঘাটায় রাস্তার ধারের দোকানে আচমকাই বিধ্বংসী আগুন লাগে। দাউদাউ করে আগুন নিমেষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে আশেপাশে। বরফকলের কাছে এই অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়ে প্রথমে দমকলের দু'টি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। পরে ইঞ্জিনের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৫টি। বিপদ এড়াতে শিয়ালদহমুখী রাস্তায় যানচলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়।

Office of The Block Development Officer
Panchla Development Block
Bikihakola, Panchla, Howrah
NOTICE INVITING e-TENDER No. 72/MAME/BDO/PANCHLA/2024-2025

For and on behalf of the Block Development Officer, Panchla Development Block invites sealed percentage rate tender for total 5(Five)Nos. different works. Last date of Submission of Bid (online) **09/04/2025 at 17.00 Hrs**. Date of Opening of Bid(Technical) **11/04/2025 at 15:00 Hrs**. For details visit website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Block Development Officer
Panchla Development Block
Panchla, Howrah

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা

প্রিন্সিপাল চিফ ইঞ্জিনিয়ার, মেট্রো রেলওয়ে কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডারিংয়ের জন্য টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি আহ্বান করা হচ্ছে ঃ- কাজের নামঃ মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতার কবি সুভাষ স্টেশন (কেকেএসও) (সিএইচ কিমি ০.৯৭) থেকে আইটি সেন্টার স্টেশন (কেআইটিসি) (সিএইচ কিমি ১৫.২২) পর্যন্ত আপ ও ডাউন উভয় লাইনে এলিভেটেড, ওভারহেড এবং ভূগর্ভস্থ কাঠামো, স্টেশন এবং সংশ্লিষ্ট পরিষেবা ভবন/কাঠামো ইত্যাদির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য জোনাল চুক্তি। **কাজের আনুমানিক মূল্য ঃ** ₹ ১,৩১,৪০,২০৫.১৫, **বায়না মূল্য ঃ** ₹ ২,১৫,৭০০, **সমাপ্তির মেয়াদ ঃ** চৌদ্দো (১৪) মাস; **বন্ধের তারিখ এবং সময় ঃ** ১৭.০৪.২০২৫ বেলা ১২টায়। টেন্ডার নথি এবং অন্যান্য বিশদ বিবরণ ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া যাবে **www.ireps.gov.in** সংযোজনী/সংশোধনী, যদি থাকে, শুধুমাত্র ওয়েবসাইটে আপলোড করা হবে।

সংক্ষিপ্ত ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ঃ সিভিল-২৫১৭-২০২৫ (ওপেন)

আমাদের অনুসরণ করুন : /metrorailwaykol /metrorailkolkata

কিলবার্ন ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড
সিন এল২৪২৩২ডব্লুবি১৯৮৭পিএলসি০৪২৯৫৬
রেজি. অফিসঃ ইউনিট নং ১৯০১, ১৯ তলা, বায়োওন্ডার-ব্লক এ, ৭৮৯, আনন্দপুর, কলকাতা-৭০০ ১০৭। টেলিফোনঃ ০৩৩-৬৯০৪ ৫৭০০
ই-মেইলঃ cs@kilburneng.com ওয়েবসাইটঃ www.kilburneng.com

পোস্টাল ব্যালট এবং ই-ভোটিংয়ের বিজ্ঞপ্তি

i. পোস্টাল ব্যালটের নোটিশ, সেখানে লেনদেনের ব্যবসা নির্ধারণ করে, এমসিএ সার্কুলারের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ই-মেইলের মাধ্যমে সদস্যদের তাদের নিবন্ধিত ইমেল ঠিকানায় পাঠানো হয়েছে।
ii. নোটিশ আরও দেওয়া হয়েছে যে কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১০৮ এবং ১১০ এবং এর অধীনে প্রণীত বিধি অনুসারে, কোম্পানি ব্যালটের মাধ্যমে লেনদেনের ব্যবসার (গুলি) ক্ষেত্রে ২১-০৩-২০২৫ এর কাট-অফ তারিখে ইক্যুইটি শেয়ারধারী সদস্যদের ই-ভোটিং সুবিধা প্রদান করছে।

ক্রম নং	বিরণ	রেজোলিউশনের ধরন
১.	মিঃ রঞ্জিত পার্নো লালাকে (ডিনঃ০৭২৬৬৬৭৮) ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে দুই বছরের জন্য পুনঃনিযুক্ত করা হয়েছে।	বিশেষ
২.	দুই বছরের জন্য কোম্পানির সার্বক্ষণিক পরিচালক (অপারেশনস) হিসাবে শ্রী অনিল সোমশেকর কার্নাড (ডিনঃ ০৭৫৫১৮৯২) এর পুনঃনিযুক্তি।	বিশেষ
৩.	মিঃ শিশির জোশিপুরাকে (ডিনঃ ০০৫৭৪৯৭০) একজন স্বতন্ত্র পরিচালক হিসেবে প্রথম টানা পাঁচ বছরের জন্য নিয়োগ।	বিশেষ

iii. কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধিমালা, ২০১৪-এর নিয়ম ২০-এর পরিপ্রেক্ষিতে ই-ভোটিং সম্পর্কিত বিবরণ নীচে দেওয়া হল
i. নোটিশ পাঠানোর সমাপ্তির তারিখঃ ২৬.০৩.২০২৫
II) ই-ভোটিং শুরু হওয়ার তারিখ এবং সময় ২৭.০৩.২০২৫ সকাল ৯,০০ এ .
III) ই-ভোটিং শেষ হওয়ার তারিখ এবং সময় ২৫.০৪.২০২৫ বিকাল ৫০০ মিনিটে। উপরে উল্লিখিত শেষ তারিখ এবং সময়ের পরে ভোট দেওয়া যাবে না। যোগ করুনঃ ই-ভোটিংয়ের ফলাফল ২৬-০৪-২০২৫ তারিখে ঘোষণা করা হবে।
IV) কোম্পানি এবং সংস্থার ওয়েবসাইটের ঠিকানা যেখানে সভার বিজ্ঞপ্তি প্রদর্শিত হয়
কোম্পানিঃ www.kilbumengg.com সিডিএসএলঃwww.cdslindia.com
V) ইলেক্ট্রনিক ভোটিং এর সাথে যুক্ত অভিযোগের সমাধানের জন্য দায়ী ব্যক্তিদের যোগাযোগের বিবরণ

নাম	ই-মেইল ঠিকানা	ফোন নং
সিডিএসএল(ই-ভোটিং এজেন্সি)	helpdesk.evoting@cdslindia.com	(০৩৩) ৩২৯৭ ৪৮৮০/ ১৮০০২২৫৫৩৩
মহেশ্বরী ডাটামেটিকস প্রা. লিঃ, রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট	mdpldc@yahoo.com	০৩৩-২২৪৩ ৫৮০৯ / ৫০২৯

স্থান ঃ মুম্বই
তারিখ ঃ ২৬.০৩.২০২৫

বোর্ড কিলবার্ন ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেডের আদেশ দ্বারা
অরবিন্দ বাজারোয়া
কোম্পানী সেক্রেটারি

উখুড়া যজ্ঞেশ্বরপুর নওপাড়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড
গ্রাম- উখুড়া, পোস্ট-উখুরা সরাংপুর, থানা-পূর্বস্থলী, জেলা-পূর্ব বর্ধমান
নিবন্ধন সংখ্যা-২ KT, তারিখ-৩১.০৮.১৯৭১

নির্বাচন নির্ঘণ্ট

ক্রম	বিষয়	তারিখ	স্থান	সময়
১.	চুড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ	১১.০৪.২০২৪	সমিতির কার্যালয়	দুপুর ৩টার পর
২.	মনোনয়নপত্র বণ্টন	২১.০৪.২০২৫ ও ২২.০৪.২০২৫	ঐ	সকাল ১১.০০টা হইতে দুপুর ২.০০টা
৩.	মনোনয়নপত্র পেশ	২২.০৪.২০২৫ ও ২৩.০৪.২০২৫	ঐ	সকাল ১১.০০টা হইতে দুপুর ২.০০টা
৪.	মনোনয়নপত্র পরীক্ষা	২৫.০৪.২০২৫	ঐ	সকাল ১১.০০টা হইতে
৫.	বৈধ মনোনয়নের তালিকা প্রকাশ	২৫.০৪.২০২৫	ঐ	মনোনয়নপত্র পরীক্ষার অব্যবহিত পরেই
৬.	মনোনয়নপত্র ও প্রার্থীপদ প্রত্যাহার	২৬.০৪.২০২৫	ঐ	সকাল ১১.০০টা হইতে দুপুর ২.০০টা পর্যন্ত
৭.	প্রত্যাহার শেষে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের তালিকা প্রকাশ	২৬.০৪.২০২৫	ঐ	বৈকাল ৩.০০টা
৮.	প্রয়োজন অনুসারে প্রতীক বণ্টন (যদি প্রয়োজন হয়)	২৮.০৪.২০২৫	ঐ	সকাল ১১.০০টা হইতে
৯.	ভোট গ্রহণ (যদি প্রয়োজন হয়)	১১.০৫.২০২৫	উখুড়া নরেন্দ্রনাথ হাই স্কুল এর বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ	সকাল ১১.০০টা হইতে বিকাল ৪.০০টা
১০.	ভোট গণনা (যদি প্রয়োজন হয়)	১১.০৫.২০২৫	ঐ	ভোট গ্রহণ শেষে
১১.	ফল ঘোষণা (যদি প্রয়োজন হয়)	১১.০৫.২০২৫	ঐ	ভোট গ্রহণ শেষে

- মনোনয়নপত্রর দাখিলের প্রথম দিনের হিসাবে প্রার্থীর সমিতিতে সদস্য পদের ন্যূনতম এক বৎসর হইতে হইবে।
- ধারা অনুযায়ী মনোনয়নপত্র ১০ নম্বর নিদর্শে দাখিল করিতে হইবে। মনোনয়নপত্রের নমুনা সমিতির অফিসে পাওয়া যাইবে। প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য পরিচালক নির্বাচিত হওয়ার জন্য যে যোগ্যতা থাকিতে হইবে অনুরূপভাবে অযোগ্যতার শর্তাবলি ও প্রতিনিধি নির্বাচনের ক্ষেত্রে বলবৎ থাকিবে।
- ভোটার পরিচয় প্রমান করিবার জন্য ভারতের নির্বাচন কমিশন কর্তৃক স্বীকৃত যে কোন প্রমানপত্র ভোটদানের জন্য আনিতে হইবে। SC/ST সংরক্ষিত সীটের জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত Caste Certificate আবশ্যিক। নির্বাচন সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় জানিবার জন্য সমিতির কার্যালয়ে যে কোন কাজের দিন যোগাযোগ করিতে হইবে।

স্বা/- শ্রী নবেন্দু ঘোষ
(সমবায় উন্নয়ন আধিকারিক পূর্ব বর্ধমান রেঞ্জ-২ ও সহ-নির্বাচনী আধিকারিক) ও
স্বা/- শ্রী কৃষানু সিংহ রায়
(সমবায় পরিদর্শক, পূর্বস্থলী-২ উন্নয়ন সমষ্টি ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার),
উখুড়া যজ্ঞেশ্বরপুর নওপাড়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড

তারিখঃ- ২৮.০৩.২০২৫
স্থানঃ-সমিতির কার্যালয়, উখুড়া

উখুড়া যজ্ঞেশ্বরপুর নওপাড়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড
গ্রাম- উখুড়া, পোস্ট-উখুরা সরাংপুর, থানা-পূর্বস্থলী, জেলা-পূর্ব বর্ধমান
নিবন্ধন সংখ্যা-২ KT, তারিখ-৩১.০৮.১৯৭১

প্রতিনিধি নির্বাচনের বিজ্ঞপ্তি

ভোটার তালিকা অনুযায়ী এলাকা বিভাজন

এতদ্বারা **উখুড়া যজ্ঞেশ্বরপুর নওপাড়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড**-এর সকল সদস্য/সদস্যাদের জানানো যাচ্ছে যে, WBCS ACT 2006 ও WBCS RULES 2011 এবং তৎসংক্রান্ত সংশোধনী এবং ওয়েস্ট বেঙ্গলল কো-অপারেটিভ ইলেকশন কমিশন রেগুলেশন 2012 (15-CEC) মোতাবেক সমিতির পরিচালকমন্ডলী নির্বাচনের উদ্দেশ্যে প্রতিনিধি নির্বাচন (Delegate Election) ৪৭ (সাতচল্লিশ) জন গোপন ব্যালটের মাধ্যমে আগামী ১১.০৫.২০২৫ রবিবার সকাল ১১টা হইতে বিকেল ৪টা পর্যন্ত, নিম্নোক্ত ভোটগ্রহণ কেন্দ্রগুলিতে অনুষ্ঠিত হবে। সকল সদস্য/সদস্যাগণকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হল।

নির্বাচন ক্ষেত্র

যেহেতু সমিতির বর্তমান জীবিত মোট ভোটারের সংখ্যা ৪৬৫৩ জন। সেহেতু প্রতি ১০০ জন ভোটার পিছু ১ জন করে ডেলিগেট নির্বাচিত হয়ে আসবেন। এখানে সমিতির মোট এলাকাকে ৯টি অঞ্চলে বিভক্ত করা হইয়াছে। এক্ষেত্রে মোট ডেলিগেট হইবে ৪৬৫৩/১০০=৪৭ জন। নিম্নে এলাকা অনুযায়ী ডেলিগেট এর তালিকা লিপিবদ্ধ করা হল।

নির্বাচন ক্ষেত্র নং	নির্বাচন ক্ষেত্রের নাম	সদস্য সংখ্যা	প্রতিনিধিদের সংখ্যা (Delegate)	ভোটগ্রহণ কেন্দ্র	ভোটগ্রহণের তারিখ ও সময়	মোট প্রতিনিধি
১	উখুড়া-১	৫৭০	জে-৬ মহিলা সংরক্ষিত-নাই SC/ST-নাই	উখুড়া নরেন্দ্রনাথ হাই স্কুল-এর বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ	১১.০৫.২০২৫ সকাল ১১টা হইতে বিকাল ৪টা	৬
২	উখুড়া-২	৫০০	জে-৫ মহিলা সংরক্ষিত-নাই SC/ST-নাই	ঐ	ঐ	৫
৩	উখুড়া-৩	৫০০	জে-২ মহিলা সংরক্ষিত-২ SC/ST-১	ঐ	ঐ	৫
৪	উখুড়া-৪	৫০০	জে-৫ মহিলা সংরক্ষিত-নাই SC/ST-নাই	ঐ	ঐ	৫
৫	যজ্ঞেশ্বরপুর-১	৫০০	জে-৫ মহিলা সংরক্ষিত-নাই SC/ST-নাই	ঐ	ঐ	৫
৬	যজ্ঞেশ্বরপুর-২	৪৮৯	জে-৪ মহিলা সংরক্ষিত-নাই SC/ST-১	ঐ	ঐ	৫
৭	সরাংপুর	৫৩৭	জে-৪ মহিলা সংরক্ষিত-নাই SC/ST-১	ঐ	ঐ	৫
৮	নওপাড়া	৫৮০	জে-৪ মহিলা সংরক্ষিত-২ SC/ST-নাই	ঐ	ঐ	৬
৯	দফরপোতা	৪৭৭	জে-৪ মহিলা সংরক্ষিত-১ SC/ST-নাই	ঐ	ঐ	৫
মোট	৪৬৫৩		৪৭			৪৭

স্বা/- শ্রী নবেন্দু ঘোষ
(সমবায় উন্নয়ন আধিকারিক পূর্ব বর্ধমান রেঞ্জ-২ ও সহ-নির্বাচনী আধিকারিক) ও
স্বা/- শ্রী কৃষানু সিংহ রায়
(সমবায় পরিদর্শক, পূর্বস্থলী-২ উন্নয়ন সমষ্টি ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার),
উখুড়া যজ্ঞেশ্বরপুর নওপাড়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড

তারিখঃ- ২৭.০৩.২০২৫
স্থানঃ-সমিতির কার্যালয়, উখুড়া

উলুবেড়িয়া-১ ব্লকে বিশ্ব জল দিবস পালনঃ জনসচেতনতা শিবিরে জল সংরক্ষণের গুরুত্ব তুলে ধরলেন বিডিও

মতিয়ার রহমান,উলুবেড়িয়া, হাওড়া, ২৬ মার্চ ঃ বিশ্ব জল দিবস উপলক্ষে উলুবেড়িয়া-১ নম্বর ব্লকের উদ্যোগে একটি বিশেষ জনসচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে জল সংরক্ষণের গুরুত্ব এবং বর্তমান জল সংকটের ভয়াবহতা তুলে ধরা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উলুবেড়িয়া-১ নম্বর ব্লকের বিডিও এইচ এম রিয়াজুল হক, সভাপতি অতীঃন্দ্র শেখর প্রামাণিক, LGS মনোমিতা দেবনাথ মনোমিতা সিং, নয়টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মহাসংঘের নেত্রীরা এবং স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যরা। অনুষ্ঠানের মূল বক্তা, বিডিও এইচ এম রিয়াজুল হক, জল সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সকলকে সচেতন করেন। তিনি বিশ্বজুড়ে হিমবাহ গলনের প্রতিক্রিয়ার ভয়াবহতা এবং এর ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করেন। তিনি জলের অপচয় রোধ, জল সংরক্ষণ এবং এর পুনর্ব্যবহারের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। এই সচেতনতা শিবিরে অংশগ্রহণকারীরা জল সংরক্ষণের বিভিন্ন উপায় নিয়ে আলোচনা করেন এবং ব্যক্তিগত ও সামাজিক স্তরে জল সংরক্ষণে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণের অঙ্গীকার নেন। তাঁরা জল অপচয় রোধ করার জন্য বিভিন্ন পরামর্শ দেন এবং জল সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সকলকে উৎসাহিত করেন। এই উদ্যোগ সম্পর্কে বিডিও এইচ এম রিয়াজুল হক বলেন, জল আমাদের জীবনের অমূল্য সম্পদ। এর সংরক্ষণ আমাদের সকলের দায়িত্ব। বিশ্ব জল দিবসে এই সচেতনতা শিবির আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য হলো সাধারণ মানুষকে জল সংরক্ষণের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন

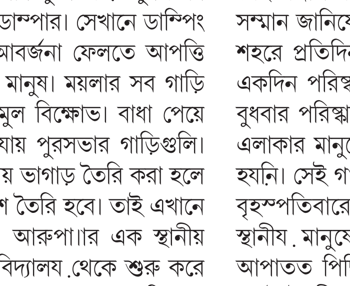

করা এবং তাদের জল সংরক্ষণে উৎসাহিত করা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত অন্যান্য বক্তারাও জল সংরক্ষণের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং জল সংরক্ষণে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। তাঁরা বলেন, জল সংরক্ষণ শুধুমাত্র সরকারের দায়িত্ব নয়, এটি আমাদের সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা। আমাদের প্রত্যেকের উচিত জল অপচয় রোধ করা এবং জল সংরক্ষণে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করা।

এই সচেতনতা শিবির ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য জল সংরক্ষণ এবং পরিবেশ রক্ষার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীরা জল সংরক্ষণে নিজেদের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন এবং অন্যদেরও এই কাজে উৎসাহিত করেন।এই সচেতনতা শিবিরের মাধ্যমে উলুবেড়িয়া-১ নম্বর ব্লক প্রশাসন জল সংরক্ষণের গুরুত্ব সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে সফল হয়েছে। এই উদ্যোগ ভবিষ্য প্রজন্মের জন্য জল সংরক্ষণ এবং পরিবেশ রক্ষার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে মনে করা হচ্ছে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩০ বর্ষ, দৈনিক ১১৫ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ১৩ চৈত্র , ১৪৩১

উপার্জনমুখী লেখাপড়া মূল্যহীন

সম্পাদকীয়

আজকাল ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে অবসাদ ও আত্মহত্যার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। সেটা কি কারণে হচ্ছে তানিয়েই এই লেখা। প্রথম স্তর থেকেই ছোটছোট ছাত্রছাত্রীদের কি ভাবে ভবিষতে রোজগার বাড়ানোর পড়াশুনা করতে হয় তা শেখানো হচ্ছে। শিক্ষামূলক পড়াশুনা করা হচ্ছে না বলেই মনে হয়। ফলে তারা এক সময় গিয়ে ফাঁপিয়ে যাচ্ছে। এই উপার্জনমুখী লেখাপড়া যে মাধুর্যহীন, এর যে কোনও মূল্য নেই সেটা আমরা কখনই বুঝতে পারছি কোথায়। এই ভার যে তারা সামলাতে পারছে না। শীর্ষ আদালতও এই মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য সম্প্রতি বিশেষ উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। এটা শুধু আমাদের দেশের কথা নয়। সারা পৃথিবী কম-বেশি ভাবতে শুরু করেছে ছাত্রছাত্রীদের মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে। এই ভাবনা, তার কারণ রয়েছে, তাদের মধ্যে মানসিক বিষণ্ণতা, হতাশা, অনিশ্চয়তা আতঙ্ক দিন দিন বেড়ে চলেছে। এই টেনশন সঙ্গে মিশে গিয়েছে বর্তমানের বাণিজ্যমুখী লেখাপড়ার চাপ। লেখাপড়ার প্রধান উদ্দেশ্য বলে তাদের কাছে তুলে ধরা হচ্ছে আর্থিক ভাবে উন্নতি হওয়া বা করা। অর্থাৎ, মূল্যবোধের শিক্ষা নয়। যে-শিক্ষা টাকা রোজগারের পথ বাড়িয়ে তোলে, একমাত্র সেই শিক্ষারই দাম আছে বলে তাদের কাছে প্রতি বারই বলে দেওযার প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে, শুধুমাত্র উপার্জনমুখী শিক্ষার জন্যই ছাত্রছাত্রীদের জীবন আজ ঝুঁকিতে পরিণত হচ্ছে। তারা কোনও আদর্শে প্রতিষ্ঠিত হতে পারছে না। ফলে তারা হয়ে পরছে দিশাহারা। বাড়ছে আত্মহত্যা। বিশেষভাবে নামী-দামি স্কুল-কলেজে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে এই প্রবণতা বেশি দেখা দিচ্ছে। পারস্পরিক ঈর্ষা ও অত্যাচারের পরিবেশ তাদের গিলে খাচ্ছে। যে-শিক্ষায় মানসিক মূল্যবোধ নেই, রয়েছে শুধু টেকনিক্যাল বা কারিগরি শিক্ষার যান্ত্রিকতা, সেই শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে কি হবে, সেই প্রশ্নই আজ উঠছে। ছাত্রছাত্রীদের মনের পুষ্টি অভাব। মানসিক স্বাস্থ্যের অভাব, আত্মহননের পথে তারা এমনই যাচ্ছে বলে মনে করা হচ্ছে। শীর্ষ আদালতও এই মানসিক স্বাস্থ্যের অভাব ও আত্মহত্যা-প্রবণতা নিয়ে সম্প্রতি বিশেষ উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। ছাত্রছাত্রীদের নিরাপত্তা জোরদার করতে বিশেষ টাস্ক ফোর্স গঠন করে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি জে. বি পারদিওয়ালা এবং আর মহাদেবনের বেঞ্চ স্পষ্ট জানিয়েছে, হস্টেলগুলোয় শিক্ষার্থীদের যে-হারে মৃত্যুর ঘটনা বাড়ছে, তাকে বিচ্ছিন্ন ঘটনা ভাবলে ভুল হবে। তাঁরা মনে করছেন, শিক্ষার্থীদের আত্মহত্যার নেপথ্যে রয়েছে পড়াশোনার চাপ, প্রতিযোগিতার বাজারে টিকে থাকার চাপ, সবকিছুর মিলিত ভয় তাদের মনে বসে গিয়েছে। তাদের পক্ষে এই চাপ সহ্য করা ক্রমশ কঠিন হয়ে উঠছে। তারা বাধ্য হচ্ছে আত্মহত্যার পথে হাঁটতে।

বিচারপতি এস. রবীন্দ্র ভাটের নেতৃত্বে যে টাস্ক ফোর্স গঠন করা হল, তার কাজ হবে আগামী চার মাসের মধ্যে পড়ুয়াদের আত্মকথার কারণ সঠিকভাবে চিহ্নিত করে এবং তার প্রতিরোধে সুযোগ্য ব্যবস্থা সুপারিশ করা। আশা করা যাচ্ছে, টাস্ক ফোর্সের এই সুপারিশের ফলে আমাদের শিক্ষানীতিতে বড় পরিবর্তন আসতে বাধ্য। শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে আরও অন্তরঙ্গ যোগাযোগ বাড়বে বলে মনে করা হচ্ছে। উপার্জনমুখী পড়াশুনা বন্ধ হবে। কারিগরি শিক্ষার চাপ কমবে। শিক্ষায় স্বাস্থ্য ফিরবেই। আশা করা হচ্ছে গোটা শিক্ষা ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন হয়ত কয়েক বছরের মধ্যে আমরা দেখতে পাবো। আর তার অপেক্ষায় আমরা সকলেই রয়েছি।

পথকুকুরের নিধন

সম্পাদকীয়

বিশ্বে সবচেয়ে বেশি পথকুকুর রয়েছে আমাদের দেশে। তাদের জন্য নানা বিপত্তিও সময়ে সময়ে ঘটে যায়। উল্লেখ্য, অতীতে জলন্ধরে ভোরে পায়চারি করতে বেড়িয়ে পথকুকুরদের আক্রমণের শিকার হয়েছিলেন এক মহিলা। তাঁকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল কুকুরের দল। পথকুকুরের আক্রমণে দু'টি শিশুর মৃত্যু হয়েছে। মারা গিয়েছে পশুও। তবে উল্টো ছবিও দেখা গিয়েছে, দোল-হোলির সময় নিরীহ পথকুকুরের গায়ে বিষাক্ত রং দেওয়া, দীপাবলিতে তাদের লেজে আতশবাজি বেঁধে জ্বালানো,বিষ খাইয়ে বা খাবারে পেরেক মিশিয়ে খুন-এমন নৃশংসতার নজিরও কম নেই। তবে সব নৃশংসতা বোধহয় ছাপিয়ে যেতে চলেছে মরক্কো। উত্তর আফ্রিকার দেশটি ২০৩০ সালের ফিফা বিশ্বকাপ ফুটবলের সহ-আয়োজক। স্পেন ও পর্তুগালের সঙ্গে যৌথ দায়িত্বে। তার পাঁচ বছর আগে থেকেই গণ-হারে পথকুকুর নিধন শুরু করেছে তারা। উদ্দেশ্য, জনস্বার্থ। লক্ষ্য, ৩০ লক্ষ কুকুরকে মেরে ফেলা! এমন গণহারে কুকুরহত্যার নজির সাম্প্রতিক কালে বিশ্বে ঘটেছে বলে মনে পড়ে না। রাস্তায় ছটফট করা অজস্র কুকুরের ছবি, ভিডিও সামাজিক ও সংবাদ মাধ্যম মারফত প্রকাশ্যে এসেছে। কোথাও আবার শয়ে-শয়ে কুকুরকে টেনে তোলা হচ্ছে ট্রাকে। কোনও ক্যাম্পে নিয়ে গিয়ে চোখের আড়ালে তাদের হত্যা করা হবে। এই দৃশ্য দেখে পশুপ্রেমীরা তো বটেই, আতঙ্কিত খোদ সে-দেশের শিশুরাও। স্তম্ভিত, ক্রুদ্ধ গোটা বিশ্ব। উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার আরজি জানিয়ে ফিফার কাছে চিঠি পাঠানো হয়েছে। এছাড়াও মরক্কোকে এজাতীয় ন্যক্কারজনক কাজ বন্ধের নির্দেশ দিয়েছে। শুধু তাই নয়, মরক্কো'জ আগলি সিক্রেট নামের একটি ক্যাম্পেনও তারা প্রকাশ্যে এনেছে। মরক্কো কুকুরনিধন যজ্ঞে ছেদ টানবে বলে আশ্বাস দিয়েছে ঠিকই, তবে এখনও অব্যাহত। পথকুকুরের উপদ্রব যদি থাকেও, তাহলে তা মোকাবিলার অনেক উপায় আছে। টিকা দেওয়া, দত্তক নেওয়া, প্রজনন ক্ষমতা বন্ধ করা- অনেকভাবেই কুকুরের বংশবৃদ্ধি রোধ করা যায়। রাস্তায় মানুষের চলাফেরা নিরাপদ করা যায়। তা না করে এমন হৃদয়হীন গণহত্যা হবে কেন। কবে বন্দ করা হবে এই ভাবে কুকুর নিধন। সেই প্রশ্নের উত্তর মরক্কোর কাছে রয়েছে কি। বিশ্ব কুকুরপ্রেমীদের মরক্কোর কাছে নিবেদন এই ভাবে আপনারা নিধনকর্ম বন্ধ করুন। অন্য কোনও ভাবে ব্যবস্থা নিন।

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী

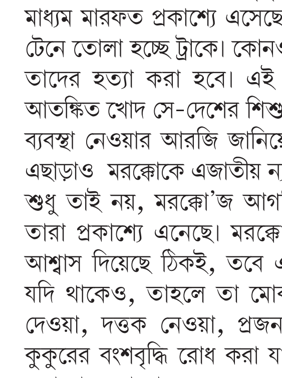

মাটির শরীর মাটি হবে মাটি ছাড়া নাই বিধান, মাটিরে তুই কররে খাঁটি অমৃতেরই এনে নিদান কেউ যদি তোমার নিন্দা করে করুক, কিন্তু খেয়াল রেখো তোমার চলন চরিত্রে নিন্দনীয় কিছু যেন কোনো ক্রমে স্থিতিলাভ করতে না পারে, তাহলে নিন্দা ব্যর্থ হয়ে উঠবে এমনিতেই সহিতে তুমি না পারো যদি অন্যের কটু ব্যবহার, কেমন করে সইবে তারা তোমার তিক্ত অত্যাচার কাউকে যদি বলিস কিছু সংশোধনের তরে, গোপনে তাকে বুঝিয়ে বলিস সমবেদনা ভোরে তুমি যায় দেখোনা কেন, অন্তরের সহিত সবার আগে তার ভালোটুকু দেখার চেষ্টা করো আর এই অভ্যাস তুমি মজ্জাগত করে ফেলো আত্মপ্রতিষ্ঠার তাগিদে যারা শক্তিমান হয় তারা শক্তির দম্ভে সৎলোককে অবমাননা করতে শুরু করে। চাটুকার ছাড়া অন্য লোককে তারা বরদাস্ত করতে পারে না। বহু লোক তাদের আচরণে অন্তরে অন্তরে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে আর তাই হয় তাদের কাল। অন্তত লোকের অন্তরে তাদের কোন আসন প্রতিষ্ঠিত হয় না

শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত

তবেই মা ভবানীর শক্তি অর্জন করা সম্ভব হবে। তিনি বললেন, মা জাগতিক শক্তি অর্জন করতে পেরেছেন। প্রকৃত শিক্ষার মধ্যেই শক্তি নিহিত। শারীরিক শক্তি, মানসিক শক্তি ধারন করতে হবে। সভ শক্তি দিয়ে দেশের সেবা করতে হবে। এটা যিনি করতে পারেন তিনি হচ্ছেন সার্থক সন্ন্যাসী। জীবন সার্থক হয় তাঁর। তিনিই সিদ্ধ পুরুষ। মহা মানবে পরিণত হন তিনি। মায়ের শক্তি থেকেই সেঅ অভয় শক্তি আসে। সেই শক্তির কোনদিন ক্ষয় হয় না। এই শক্তি হচ্ছে সর্বজয়ী। যে কোনও স্থানে এই শক্তিকে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে।

আলোর দিশারী বিবেকানন্দ

বাংলায় শিক্ষিত সমাজের একটা শ্রেণীর কাছে ব্রাহ্মধর্ম বেশ গ্রহনযোগ্য এবং জনপ্রিয় হয়েছিল

সম্বুদ্ধ দত্ত

ইংরেজ শাসন তখন ধীরে ধীরে সারা ভারতবর্ষে জাঁকিয়ে বসেছে। ব্রিটিশ শাসক তাঁদের শাসন মন্ত্র মসৃন ভাবে চালাতে নেটিভ ভারতীয়দের ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে সব রকম চেষ্টা করে চলল। একই সঙ্গে ইউরোপ থেকে দলে দলে খ্রিস্টান মিশনারীরাও ভারতে এসে খ্রিস্টান ধর্ম প্রচার করতে চলে এসেছে। ইংরেজি শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ ভারতীয় যুব সম্প্রদায়ের অনেকে তখন খ্রিস্টের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে খ্রিস্টন ধর্মকে আপন করে নিচ্ছে। শিক্ষিত তরুণ সমাজ শতবিভক্ত হিন্দুধর্ম ও সমাজকে এক পশ্চাপদ ধারণা ভাবছে। নিরাকার এবং এক ঈশ্বরবাদের যৌক্তিকতা তারা নিজেদের বিশ্বাসের পথ বলে মেনে নিচ্ছে। এই তরুণ সমাজের মনে তখন এক দোদুল্যমান অবস্থা। এমন সময় ব্রাহ্মধর্মের উদয় হল। বাংলায় শিক্ষিত সমাজের একটা শ্রেণীর কাছে ব্রাহ্মধর্ম বেশ গ্রহনযোগ্য এবং জনপ্রিয় হয়েও উঠল। তবে ব্রাহ্মধর্মের অনেকে কিছু তাদের কাছে ব্যাখ্যা খ্রিষ্টীয় ইউরোপীয় সমাজকে একেবারে সমূলে নাড়িয়ে দিল। সেবার এমন দর্শনে ইউরোপ উদ্ভাসিত হল ভারতের মানব ধর্মের আলোক রশ্মিতে। ইউরোপের ভোগবাদে ক্লান্ত, অবসন্ন দিকভ্রষ্ট মানুষ একটু মানসিক শক্তির আশায় দলে দলে উপস্থিত হলেন স্বামীজির কথা শুনতে। স্বামীজির বানী হয়ে উঠল মাতৃক্রোড়ে পরম আশ্রিত শিশুর মতো। এযেন এক অপার শান্তি। দেখা গেল স্বামীজির কথা শুনতে মানুষ ঘন্টার পর ঘন্টা অপেক্ষা করছে। এমন ঘটেছে যে পরিপূর্ণ সভাগৃহ থেকে শ্রোতারা যাতে না চলে যায় সেই উদ্দেশ্যে স্বামীজিকে সভার শেষ বক্তা হিসাবে রাখা হয়েছে। কারন উদ্যোক্তোরা জানত স্বামীজির বক্তৃতা শেষ হলেই সভাগৃহ নিমেষে শুন্য হয়ে যাবে। এই ঘটনা থেকেই বোঝা যাচ্ছে স্বামীজির বানী ইউরোপের একেবারে সাধারণ থেকে এলিট সমাজের মধ্যে কি প্রচন্ড প্রভাব বিস্তার করেছিল।যে যুবককে আমাদের দেশের পন্ডিত এবং সমাজপতিরা কাযেতের ব্যাটা বলে অবজ্ঞা ও অবহেলা করেছে, স্বীকারতো দূরের কথা সন্যাসী বলে মান্যতা দেয়নি, সেই যুবক যখন বিশ্ব জয় করে দেশে ফিরে এল তখন স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে যুবসমাজ যেন নিজেদের হারিয়ে যাওয়া সত্তাকে খুঁজে পেল। পুনরায় আবিষ্কার করতে পারল আপন বৈদিক সনাতন ধর্মকে। বিবেকানন্দ পৌত্তলিক অপৌত্তলিক, আকার নিরাকার সবকে একাকার করে দিলেন, এই জিজ্ঞাসা গুলোই তো শিক্ষিত যুব সমাজের মনে প্রশ্ন আকারে মাথায় বার বার আঘাত করছিল। এই ভাবনা গুলোই যুব সমাজকে এতকাল তাড়িয়ে বেড়াচ্ছিল। বিবেকানন্দ সাকার নিরাকার এই দুই উপাসনার ধারাকে ভারতীয় বেদান্ত দর্শনের যুক্তি দ্বারা সব সংশয়ের অবসান ঘটালেন। সাকার ও নিরাকার উভয়কে যুক্তি গ্রহনযোগ্য করে তুললেন। ভারতের অমূল্য রত্ন ভান্ডার বেদ উপনিষদকে জঙ্গল এবং গুহা থেকে টেনে নিয়ে এসে ছড়িয়ে দিলেন শতবিভক্ত হিন্দু সমাজের মাঝে। বিশ্ব ধর্ম সভায় বুক উচু করে বিবেকানন্দ জানালেন আমি গর্বিত, আমি হিন্দু। কোন ধর্মীয় অনুশাসন আমায় শৃঙ্খলে আবদ্ধ রাখেনি। আমি ঈশ্বর বিশ্বাস করি বা না করি তা নিয়ে আমার ধর্ম আমাকে বর্জন বা পরিত্যাগের নির্দেশ দেয়না। তবুও আমি হিন্দু। হিন্দু এক প্রবাহমান ধারা। হিন্দুধর্মে প্রতিদিন প্রতিক্ষণ বর্জন এবং সংযোজন ঘটে চলেছে। ভাইতো বিবেকানন্দ বললেন সময়কে অস্বীকার করে কেউ স্থায়ী হতে পারেনা। মানুষ সময়কে সঙ্গে নিয়ে মুক্ত চিন্তা নিয়ে চলুক। এই কারনেই শত আঘাতের পরেও হিন্দুধর্ম মাথা তুলে দাঁ।য়ে আছে।রবীঃদ্রনাথ বিবেকানন্দ সম্পর্কে সব থেকে মূল্যবান কথাটা বলেছিলেন, বলেছিলেন আধুনিককালে বিবেকানন্দ ভারতবর্ষের সবথেকে যে মহ বানী বিশ্ব দরবারে প্রচার করেছিল তা হল তিনি সকলকে ডেকে বলেছিলেন তোমাদের সবার মধ্যে রয়েছে ব্রহ্মশক্তি। দরিদ্রের মধ্যে দেবতা তোমাদের সেবা পেতে চান'। এই শব্দগুলি দেশের আপামর যুবকদের মধ্যে এক নতুন আলো সঞ্চারিত করেছিল। যুব সম্প্রদায়ের ওপর স্বামীজীর প্রভাব ও উন্মাদনা যে কি প্রকার ছিল তা বুঝতে গেলে ১৮ ৯৭ সালের

একটি ঘটনার উল্লেখ করা প্রয়োজন। ওই সালের ফেব্রুয়ারি মাসে স্বামীজির ট্রেনে মাদ্রাস যাত্রাকালে দেখা গেল যাত্রা পথের প্রতিটি স্টেশনে জনতার বিপুল ভিড়। মাদ্রাসের আগের স্টেশনে ট্রেন থামবে না জানতে পেরে স্বামীজিকে দেখতে চাওয়া উসুখ জনতা স্টেশন মাস্টারকে অনুরোধ করলেন অন্তত কয়েক মিনিটের জন্য ট্রেনটিকে যেন সেখানে দাঁড় করানো হয়। স্বামীজিকে তাঁরা একটিবারের জন্য নিজের চোখে দেখতে চান। কিন্তু স্টেশন মাস্টারের কাছ থেকে জানা গেল তাঁর পক্ষে এ কাজ করা সম্ভব নয়। এমন সময় সুরজ রাও দামে সেনাবাহিনীর সদস্য এক যুবক জানালেন সেনারা কোনদিন মৃত্যুকে ভয় করেনা। আমাদের বুকের উপর দিয়ে স্বামীজিকে নিয়ে ট্রেন চলে যাক। সুরজ রাওয়ের কথা শেষ হতে না হতেই উপস্থিত জনতা সব লাইনের উপর শুয়ে পড়ল। সমবেত জনতার দাবির কাছে রেল কর্তৃপক্ষ অবশেষে এক সময় নত হতে বাধ্য হল। ট্রেনটি সেখানে থামতেই স্বামীজীর কানে সমস্ত কথাটা পৌঁছল। স্বামীজি হাসি মুখে জনতার মাঝে এসে দাঁড়ালেন। এই ঘটনার ব্যাপকতা আরো অনেক দূর প্রসারিত হল। সেনা সদস্য সুরজ রাও স্বামীজীর দর্শন পেয়ে এমনই অভিভূত ও আপ্লুত হলেন যে তাঁর আর সেনাবাহিনীতে ফেরা হল না। তিনি হয়ে উঠলেন স্বামী নিশ্চলানন্দ। ১৮৯৭ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারি স্বামীজি যেদিন বজবজ থেকে ট্রেনে শিয়ালদহ এসে পৌঁছলেন তখন চারিদিকে শুধু মানুষ আর মানুষ। সবাই একবার ঘরের ছেলে নরেনকে দেখতে চায়। তাঁদের নরেন যে বিশ্ব জয় করে এখন বিশ্বজয়ী স্বামী বিবেকানন্দ। স্বামীজী কোনমতে ট্রেন থেকে নেমে জন সমুদ্রের মধ্যে দিয়ে ঘোড়ার গাড়িতে এসে উঠলেন। কিন্তু বাংলার যুব সমাজ তাকে ঘোড়ার গাড়িতে নয়, নিজেদের হাতে নিয়ে যেতে চায়। মুহুর্তের মধ্যে যুবকের দল গাড়ি থেকে ঘোড়া দুটোকে খুলে দিয়ে নিজেরাই গানি টেনে নিয়ে চললেন।স্বামীজীর মুখে সেদিন তাঁরা কোনো ধর্মের তত্ব কথা শুনলেন না। তাঁরা শুনলেন জাতি গঠনের কথা, দেশ গঠনের কথা, জাতির ভবিষ্য পথের দিশা। দেশ মাতৃকাকে মাতৃরূপে পুজনের কথা। যুবকদের উদ্দেশ্যে স্বামী বিবেকানন্দের মুখে ধ্বনিত হল সেই বিখ্যাত উক্তি, তিনি বললেন আগামী ৫০ বছর কেবলমাত্র দেশ জননী হোক তোমাদের আরাধ্য দেবতা, এখন দেব-দেবী সব গৌণ থাকুক। দেবদেবীরা যেমন ঘুমিয়ে আছে তেমনি থাকুক। বাংলার বিপ্লবীরাও স্বামীজীর এই কথার মধ্যে খুজে পেল তাদের হাড়িয়ে যাওয়া মানসিক শক্তি। স্বামীজি ভারতবাসীকে স্মরণ করিয়ে দিলেন তাদের অতীতের গৌরবান্বিত ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং ধর্মীয় চেতনা। কোন কল্পনা নয়, স্বামীজীর বিজ্ঞান ও দর্শনের মেলবন্ধন এদেশের যুবকদের মনে নিয়ে এল এক অদম্য শক্তি ও মানসিক স্থিরতা। হীনবল যুবসমাজ যেন সিংহ হৃদয় ফিরে পেল।স্বামীজির প্রজ্ঞা, আগামীকে আগাম দেখার ক্ষমতা ও অসীম দৃঢ়তা যুবকদের মনে আগুনের শিখা জ্বেলে দিল। বিবেকানন্দ যুবসমাজের মধ্যে বিশ্বাস প্রতিষ্ঠা করে বললেন 'কাজ করতে হবে, সমস্যা একদিনে সমাধান হবেনা। কর্ম এক ধারাবাহিক প্রবাহ। প্রবাহ রুদ্ধ হলে ব্যহত হবে সমাধানের পথ। গীতার অনুসৃত পথে কর্মকেই ধর্ম করে তুলতে হবে। কর্মের দ্বারা সেবার এমন বানী উদ্বুদ্ধ করে তুলল যুব সমাজকে। তিনি আরও বললেন, প্রয়োজনে কাজ করতে করতে সরতে হবে। এই মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে পাওয়া যাবে বেঁচে থাকার অমরত্বের পথ। বাঁচার উদ্দেশ্য হোক জীবনকে চেনা ও জানা। যেখানে মহামারী হয়েছে, যেখানে দু ঃখ রয়েছে, যেখানে দূর্ভিক্ষ হয়েছে, চলে যা সেখানে, না হয় মরেই যাবি। তোর আমার মতো রোজ কতই তো কীট মরছে তাতে জগতের কি আসে যায়। একটা মহান উদ্দেশ্য নিয়ে বরঞ্চ মরে যা। মরতে যখন হবেই তখন একটা ভালো উদ্দেশ্য নিয়ে মরা ভালো'।স্বামী বিবেকানন্দের এমন বানী সেদিন বদলে দিয়েছিল গোটা ভারতবর্ষের তরুনী সমাজকে। যা আজও শাশ্বত এবং সমান প্রযোজ্য।

যে যুবককে আমাদের দেশের পন্ডিত এবং সমাজপতিরা কাযেতের ব্যাটা বলে অবজ্ঞা ও অবহেলা করেছে, স্বীকারতো দূরের কথা সন্যাসী বলে মান্যতা দেয়নি, সেই যুবক যখন বিশ্ব জয় করে দেশে ফিরে এল তখন স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে যুবসমাজ যেন নিজেদের হারিয়ে যাওয়া সত্তাকে খুঁজে পেল।

কামরা ও আমরা

শুভঙ্কর দাশ

নবজাগরণ কথাটা নিছক অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যেই আবদ্ধ থেকে গিয়েছে। অ্যালোপ্যাথি ওষুধের মতো আমরা ভারতীয়রা তার একটি এক্সপেয়ারি ডেট ধরে নিয়েছি। অর্থাৎ এই নবজাগরণকে আমরা কেবল সতীদাহ প্রথা রদ, বিধবা বিবাহ প্রথা চালু করা ও বাল্যবিবাহ প্রথা রদ করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ করে রেখেছি। আদতে নবজাগরণ হচ্ছে নবচেতনা, নব দর্শনকে অনুসন্ধান করার ক্রমাগত সাধনা। গুহমানবের হিংস্রতাকে দূরে সরিয়ে মানবজাতিকে আরও বেশি সৃজনশীল মানবিক করে তোলার প্রয়াসের নামই নবজাগরণ। অর্থাৎ নবজাগরণের ক্রমাগত সাধনার মধ্যে দিয়ে সংবেদনশীল সমাজ ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। সম্প্রতি কৌতুকশিল্পী কুণাল কামরা ফের সংবাদের শিরোনামে উঠে এসেছেন। মূলত মহারাষ্ট্রের জোট সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারের শীর্ষ নেতাদের লক্ষ্য করে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কৌতুক করার জন্য সংশ্লিষ্ট দলের কর্মীদের রোষানলের মুখে পড়েছেন। আবার অন্যদিকে তথাকথিত গণতন্ত্রপ্রেমী বুদ্ধিজীবীদের থেকে সমবেদনায় মাখা সমর্থনও পেয়েছেন। কিন্তু স্ট্যান্ড আপ কমেডির মঞ্চ থেকে তিনি রাজনৈতিক নেতাদের নিয়ে কৌতুক করার পাশাপাশি আম্বানি পুত্রের স্থূলতা ও পুরুষের অধিকার নিয়ে যারা আন্দোলন করছে তাদের প্রতি বিদ্রুপ ও কটাক্ষ ছুড়ে দিয়েছেন। আর এইখানেই নবজাগরণের প্রয়োজন সর্বাগ্রে বেশি। আমরা বংশপরম্পরায় উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া সম্পত্তি নিজেদের পরবর্তী প্রজন্মকে দেওয়ার পাশাপাশি তাদের মনে ঘৃণার বীজও বপন করে দিয়ে যাই। আমাদের ছোটবেলা থেকেই শেখানো হয় স্থূল মানে কুসিত কদর্য। সুদর্শন নয়। একইভাবে মাথায় চুল না থাকলে ও উচ্চতা কম হলে আমরা তাদের ক্রমাগত ব্যঙ্গ করতে থাকি। সমাজে একদল শ্রেণীর কাছে নায়ক হয়ে ওঠা কুনাল কামরা নিজের অজান্তে আম্বানি পুত্রের শরীর নিয়ে কুসিত রসিকতা করে গিয়েছেন। আদতে আমরা মনে করি পেশীবহুল শরীর হলেই সে সুদর্শন। মাথায় ঢেউ খেলানো চুল না থাকলে সেই পুরুষকে সুদর্শন বলতে আমাদের মনে দ্বিধা জন্মায়। অল্প বয়সে চুল পড়ে যাওয়া পুরুষকে দেখে টেকো বলতে আমাদের মুখে বাধে না। কম উচ্চতার ও অতিরিক্ত রোগা পুরুষকে দেখে ব্যঙ্গ করতেও আমরা পিছুপা হই না। অথচ আমরা মানুষের শরীর নিয়ে কুসিত

ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করে তার মনে ক্রমাগত কষ্ট দিয়ে যাচ্ছি। ফলে কুণাল কামরার মনের মধ্যে নবজাগরণের একান্ত দরকার। ব্যক্তির সৌন্দর্য কোনও নির্ধারিত মাপকাঠি দিয়ে করাটা উচিত নয়। ব্যক্তির সৌন্দর্য তার মানবিক মূল্যবোধের মধ্যে নিহিত। কুণাল কামরা যে রাজনৈতিক দলের নেতাদের নিয়ে রসিকতা করেছেন সেই সংশ্লিষ্ট দলের মুখপাত্ররা কিন্তু এই বডি শেমিং এর বিষয় নীরব থেকে গিয়েছেন। কারণ তাদের মধ্যেও নবজাগরণের অভাব রয়ে গিয়েছে। অন্যদিকে সাম্প্রতিক সময় অতুল সুভাষের ঘটনা আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে যে সমাজে বিবাহিত পুরুষরাও ক্রমাগত নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। আজকের সময় পুরুষ টাকা উপাদনের যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয়। যে সকল সংগঠন বিবাহিত পুরুষদের আইনি অধিকার নিয়ে লড়াই করে যাচ্ছে স্ট্যান্ড আপ কমেডির মঞ্চ থেকে তাদের নিয়ে রসিকতা করেছেন কুনাল কামরা। উগ্র নারীবাদী চেতনা থেকেই তার এই ধরনের রসিকতা। যদিও রাজনৈতিক দলের মুখপাত্ররা এ বিষয়ও মুখে কুলুপ এঁটেছেন। আসলে আধুনিক বিশ্বে নির্যাতিত পুরুষের পাশের দাঁড়ানোর মতন কোনো বাস্তুতন্ত্র নেই। নিরপেক্ষ থেকে এই বিষয়গুলোর ওপর আলোকপাত করে যাওয়ার মতো কোনো বুদ্ধিজীবী আমাদের সমাজে দেখা যাচ্ছে না। সমাজে নিরপেক্ষ হয়ে ওঠাটা একটা বড় কঠিন সাধনা। একাধারে রাজনৈতিক অবক্ষয় বিরুদ্ধে সরব থেকেও সমাজের সার্বিক দিকে যে অত্যাচার বেড়েছে সে নিয়েও ক্রমাগত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া উচিত। তবেই সার্থকতা ফিরে পাবে নবজাগরণ। মানুষের শরীর, পোশাক নিয়ে ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করে এমনকি তার উচ্চারণ করার বাচনভঙ্গি নিয়ে রসিকতা করে কোনও সভ্যতা সৃজনশীলতার দিকে এগিয়ে যেতে পারে না। যারা সরকারের বিরুদ্ধে রয়েছে এবং যারা সরকারের পক্ষে রয়েছে তারা প্রত্যেকেই মানুষকে মানুষের মর্যাদা দিতে ভুলে গিয়েছে। মানুষের মানদণ্ড এখন নিছকই তার ক্ষমতা ও অর্থের ওপর নিহিত। মনুষ্যত্ব আজ বিক্রি হয়ে গিয়েছে।

বঙ্গজীবনের প্রান্তিকে থাকা মানুষদের সমাজের মূলস্রোতে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে

বাংলা ভাষার নিরাশা ও আশা

ধ্রুপদী ভাষার মর্যাদা পেলেও বাংলা ভাষার প্রাবল্য পশ্চিমবঙ্গে ক্রমাগত দুর্বল হতে শুরু করেছে। এ রাজ্যের প্রধান বাণিজ্যিক কেন্দ্রগুলোতে বাংলা ভাষা পেছনের সারিতে চলে গিয়েছে। কলকাতা, হাওড়া, ব্যারাকপুর, সল্টলেক, রাজারহাট নিউ টাউন, আসানসোল সহ রাজ্যের অন্যান্য শহরে বিপন্নতার দিকে ক্রমাগত এগিয়ে .চলেছে বাংলা ভাষা। এমন কি হাওড়া, হুগলি ও উত্তর ২৪ পরগনার শিল্পাঞ্চল থেকেও বাংলা ভাষার প্রভাব কমতে শুরু করেছে। এমন পরিস্থিতির থেকে বেরিয়ে না আসলে অচিরেই ব্যাবহারিক থেকে নিছক আনুষ্ঠানিক ভাষায় পরিণত হবে বাংলা ভাষা। শুধু জনবিন্যাস পরিবর্তনকে দোষ দিয়ে কোনো লাভ নেই। আমাদের সমাজে এমন বহু বাঙালি রয়েছেন যারা নিজেরাই বাংলা ভাষাকে তাচ্ছিল্যের নজরে দেখেন। তাদের মধ্যে পরাজিত মনস্তত্ত্ব কাজ করে থাকে। এর ফলে তারা ইংরেজির প্রতি আসক্ত হন। শুধু ইংরেজি ভাষায় কথা বলতে পারলেই তুমি শিক্ষিত, মেধাবী এই ধারণা সমাজে প্রকট হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে বঙ্গ জীবনের শহুরে উচ্চমধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে এই মানসিকতা লক্ষ্য করা যায়। এখন এই প্রবণতা ছোঁযাচে রোগের মতো করে গ্রামাঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়ছে। নিজের ঐতিহ্যকে ভুলে একটা জাতি পাশ্চাত্যকরণের অতলে নিজেকে তলিয়ে নিয়ে চলেছে। অন্যদিকে হিন্দি ভাষার আগ্রাসন আগেও ছিল। কিন্তু বাঙালি কখনও সেই আগ্রাসনের সামনে আত্মসমর্পণ করেনি। বর্তমানে সে সেই আগ্রাসনের সামনে নমনীয় হয়ে পড়েছে। প্রান্তিক বাঙালির হয়ে বাংলা পক্ষ আন্দোলন করলেও এখনো সর্বজনীন বাঙালির সমর্থন সে আদায় করতে পারেনি। দুর্নীতি, কেন্দ্রীয় বঞ্চনা, রাজনৈতিক হিংসা, স্বজনপোষণ ভোটের ময়দানে আলোচ্য বিষয় হলেও বাংলা ভাষার বিপন্নতা নিয়ে আলোকপাত হচ্ছে কই? অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গে বসবাসকারী ভিন রাজ্যের নাগরিকদেরও এটা বুঝতে হবে যে হিন্দি যতটা ভারতীয .ভাষা বাংলা ঠিক ততটাই ভারতীয়। বাংলায় কথা বলা মানে সে বাংলাদেশী নয়। শুধু শহুরে সাহিত্যকে নির্ভর করে একটা ভাষা কখনো নিজের প্রাসঙ্গিকতা বজায় রাখতে পারে না। দরকার তার ব্যাবহারিকতা। প্রাত্যহিক জীবনে ভাষা পরিধি বিস্তার করা প্রয়োজন। চিকিৎসকের কলমে ওষুধের নাম লেখা থেকে ব্যাংকের পাসবই। জীবনবীমার কাগজ থেকে আয়কর দেওয়া। সবেতেই বাংলা ভাষার পরিধি বিস্তার করতে হবে। এমন কি কারিগরি ও উচ্চশিক্ষায় বিভিন্ন বিষয়ের ভালো মানের বইও বাংলা ভাষায় যাতে পাওয়া যায় সে বিষয়ে গুরুত্ব দিতে হবে। প্রশাসনিক কাজে বাংলা ভাষার ব্যবহার বৃদ্ধি করতে হবে। বাংলার লোকায়ত সংস্কৃতিকে মূলধারায় নিয়ে আসতে হবে। বাংলার গ্রামীণ সাহিত্য, দর্শন, ধর্ম, স্থাপত্য, সঙ্গীতকে রাজ্যবাসীর মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে। কারণ সাংস্কৃতিক গর্ব তৈরি না হলে এই বাংলার মাটির প্রতি টান তৈরি হবে না। শেকড় বিচ্ছিন্ন মনোভাব কাজ করবে। আর সেই মনোভাব তৈরি হলে ভিনদেশী বিনোদনে নিমজ্জিত হওয়ার প্রবণতা আরো বেশি বৃদ্ধি পাবে। শেষ হয়ে যাবে জাতির স্বকীয়তা। তাই ভাষার মধ্যে সাংস্কৃতিক বন্ধন থাকাটা জরুরী। নিজের ইতিহাস সম্পর্কে জানা যেন কোনো জাতির কর্তব্য। এ ক্ষেত্রে বাঙালি জাতি অনেক

পিছিয়ে। নিজের প্রাচীন ইতিহাস সম্পর্কে সে অবগত নয়। এখানেও তার উন্নাসিকতা প্রবল ভাবে কাজ করে। বিষয়টিকে সে অবজ্ঞার চোখে আঞ্চলিকতার নজরে দেখে। কিন্তু নিজের মাটির ইতিহাস সম্পর্কে সচেতন না হলে ভাষার প্রতি টান তৈরি হওয়াটা কঠিন। প্রাচীন বাংলার বিশ্বজয়ের কথা রাজ্যবাসীর মধ্যে ছড়িয়ে দিতে না পারলে শেকড়ের প্রতি টান তৈরি হবে কি করে। সেই টান যত শক্তিশালী হবে। বাংলা ভাষা তত সমৃদ্ধ হবে। বঙ্গজীবনের প্রান্তিকে থাকা মানুষদের সমাজের মূলস্রোতে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। তাদের কথা বলার শৈলী, তাদের জীবনবোধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। তেমনটা না হলে শুধু বিত্তশালীর লোক দেখানো ন্যাকামোয় পরিণত হবে ভাষা দিবস।

তৃণমূল নেতার বাবাকে মারধর ও হত্যার চেষ্টার ঘটনায় পিছিয়ে গেল রায়দান

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ২৬ মার্চ ঃ মঙ্গলবারের পর বুধবারও রায় ঘোষনা হল না ২০১৭ সালের তৃণমূল নেতার বাবাকে মারধর ও হত্যার চেষ্টার অভিযোগে দোষী স্যাব্যস্ত বর্ধমান উন্নয়ন সংস্থার চেয়ারপার্সন সহ ১৩ জন তৃণমূল নেতা কর্মীর। বুধবার বর্ধমান আদালতে শুনানিতে উপস্থিত ছিলেন বর্ধমান ১ ব্লকের যুব তৃণমূল সভাপতি মানস ভট্টাচার্য্য, রায়ান ১ এর অঞ্চল প্রধান এবং ওই পঞ্চায়েতের প্রধান কার্তিক বাগ সহ ১২ জন। অসুস্থতার জন্য অনাময় হাসপাতালে ভর্তি থাকার জন্য উপস্থিত থাকতে পারেননি বিডিএ র চেয়ারপার্সন কাকলি গুপ্ত তা। তবে তিনি অনাময় থেকেই ভার্চ্যুয়ালি অংশগ্রহন করেন। বর্ধমান আদালতের ফাষ্ট ট্রাক সেকেণ্ড

কোর্টের বিচারক অরবিন্দ মিশ্র এদিন প্রত্যেকের বক্তব্য শোনেন। আসামীপক্ষের আইনজীবী বিশ্বজিত দাস এদিন জানিয়েছেন, এই মামলায় যে সমস্ত ধারায় আসামীদের বিরুদ্ধে দেওয়া হয়েছে তা নিয়ে তারা আপত্তি জানিয়েছেন। বিচারক এদিন আসামীপক্ষের আইনজীবীদের লিখিতভাবে তা জানানোর নির্দেশ দিয়েছেন। বৃহস্পতিবার সেই লিখিত বক্তব্য জানানো হবে বিচারকের কাছে। বিশ্বজিতবাবু এদিন আরও জানিয়েছেন যে, বিডিএ-এর চেয়ারপার্সন কাকলী গুপ্ত তা দীর্ঘদিন ধরে ক্যানসার আক্রান্ত। এখনও পর্যন্ত তিনি ২৮টি কেমো নিয়েছেন। তার সুগার লেবেল প্রায় ৪০০-র ওপর, রয়েছে প্যানক্রিয়াসেও সমস্যা। মঙ্গলবারই তারা সিআরপিসির ৩৬০ ধারা অনুযায়ী কাকলী গুপ্ত তা-কে এই সাজা থেকে মুক্তি দেবার আবেদন জানানোর পাশাপাশি চিকিৎসা সংক্রান্ত কাগজপত্রও জমা দিয়েছেন। এই ধারা অনুসারে ফাঁসি অথবা যাবজ্জীবন সাজার যোগ্য অপরাধ ছাড়া অন্য ক্ষেত্রে দোষীকে সংশোধনের সুযোগ দিতে ৩ বছরের ছাড় দেওয়া যায়। তাছাড়া কাকলীদেবীর নামে বিগত দিনেও কোনো খারাপ রেকর্ড নেই। তাই তারা এই আবেদন জানিয়েছেন। একইসঙ্গে বাকিদেরও যাতে সাজা কম হয় তার আবেদনও জানানো হয়েছে বিচারকের কাছে। এদিকে সরকারীপক্ষের আইনজীবী হরিদাস মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, এদিন বিচারক আসামীদের বক্তব্য শুনেছেন। আসামীপক্ষের তরফ থেকে লিখিতভাবে বক্তব্য জানানোর জন্য নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। আসামী পক্ষের আইনজীবীরা এব্যাপারে সময় চেয়েছেন। বুধবার বহু আলোচিত এই মামলার রায়দান ঘোষণাকে কেন্দ্র গোটা আদালত চত্বরে ছিল উপচে পড়া ভিড়। আদালত চত্বরে উপস্থিত ছিলেন বর্ধমান উত্তরের তৃণমূল বিধায়ক নিশীথ মালিক, জেলা তৃণমূলের ছাত্র পরিষদের সভাপতি স্বরাজ ঘোষ, বর্ধমান জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি গার্গী নাহা সহ অন্যান্য তৃণমূল নেতৃত্ব। গতকালও উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, বিধায়ক খোকন দাস সহ অন্যান্য জেলা নেতৃত্ব। এদিন আদালত চত্বরে তৃণমূলের পতাকা লাগানোর পাশাপাশি 'জয় বাংলা' শ্লোগান দেন তৃণমূল কর্মীরা যা নিয়ে চাপানউতোর শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে। এই ঘটনায় বিরক্ত তৃণমূলের জেলাস্তরের কয়েকজন নেতাও। আসামীদের প্রভাবশালী তত্ব প্রমানিত হবে নেতা মন্ত্রীদের আনাগোনা এবং শ্লোগানে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। এদিকে বৃহস্পতিবার রায়দান হবার সম্ভাবনা থাকলেও বুধবার বর্ধমান আদালতের বর্ষীয়ান আইনজীবি গোলক বিহারী ঘোষের জীবনাবসানের কারনে বৃহস্পতিবার আইনজীবিরা শোক প্রস্তাব আনতে পারেন। তারা কাজে যোগ নাও দিতে পারেন বলে জানা যাচ্ছে। এক্ষেত্রে আদালতের রায় আরও পিছিয়ে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে।

ক্ষতিপূরণের টাকা নিয়ে প্রতারণার অভিযোগে সরব বিধায়ক

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ২৬ মার্চ ঃ জেলার কৃষকদের ক্ষতিপূরণের টাকা না দেওয়ার অভিযোগ তুলে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন সোনামুখীর বিজেপি বিধায়ক দিবাকর ঘরামি। দাবি, অতিবর্ষণ ও ডিভিসি থেকে ছাড়া জলে বাঁকুড়ার বিস্তীর্ণ এলাকায় আমন ধান ও সবজির জমি নষ্ট হয়েছিল। কৃষি দফতর সেসময় ক্ষতিপূরণের আশ্বাস দিলেও ৭ মাস পরও কৃষকরা কোনও টাকা পাননি। বিধায়কের অভিযোগ, কৃষকরা শস্য বিমার আওতায় থাকা সত্ত্বেও ক্ষতিপূরণ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। বারবার আবেদন ও আন্দোলন করেও সুরাহা মেলেনি। ক্ষতিপূরণের দাবিতে কৃষকরা বিডিও অফিস ও ব্লক কৃষি দফতরে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন এবং পথ অবরোধও করেছেন। প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তায় ক্ষুব্ধ কৃষকরা চরম দুর্দশায় দিন কাটাচ্ছেন এবং মহাজনের ঋণ শোধ করতে পারছেন না।

ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে গরুপাচার রুখে দিল বিএসএফ

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৬ মার্চ ঃ উত্তপ্ত বাংলাদেশের পরিস্থিতির আর এরই মধ্যে মালদার ভারত বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী হরিশ্চন্দ্রপুর এলাকায় গরু পাচারের আড়ালে অনুপ্রবেশ। সীমান্তে প্রহরত বিএসএফ জওয়ানরা ঘটনা দেখতে পেয়ে বাধা দেয়। এরপরই বাংলাদেশী দুষ্কৃতীরা জওয়ানদের ওপর ধারালোর অস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। বিএসএফ জওয়ানরা আত্মরক্ষায় গুলি চালালে বাংলাদেশী দুষ্কৃতীরা গরুগুলি রেখে পালিয়ে যায়। যদিও এই ঘটনায় কাউকে আটক করতে পারেনি বিএসএফ। বিএসএফ সূত্রে জানা গেছে, মালদার হরিশ্চন্দ্রপুরের ৮৮ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের জওয়ানরা রাতের অন্ধকারে দেখতে পায় যে বেশ কয়েকজন বাংলাদেশী দুস্কৃতিরা ভারত ভুখণ্ডে ঢুকার চেষ্টা করছে। প্রহরারত জওয়ানরা অনুপ্রবেশকারী দুস্কৃতিদের ধাওয়া করে। সেই সময় দুস্কৃতিরা ধারালো অস্ত্র নিয়ে জওয়ানদের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে। পাল্টা জওয়ানরা আত্মরক্ষায় ২ রাউন্ড গুলি চালান। তখনই প্রাণ বাঁচাতে গরু রেখে বাংলাদেশ ভূখণ্ডের দিকে দুস্কৃতীরা গরু গুলি রেখে পালিয়ে যায়। রেখে যাওয়া গরুগুলি উদ্ধার করেছে বিএসএফ।

কাঁথিতে সুদৃশ্য চৈতন্যমন্দিরের শুভ উদ্বোধন

দুরন্ত বার্তা, কাঁথি, ২৬ মার্চ ঃ দিঘা জগন্নাথ মন্দিরের উদ্বোধন শুধু সময়ের অপেক্ষা। জগন্নাথদেবের সঙ্গে চৈতন্যদেবের নিবিড় সংযোগ রয়েছে। মন্দিরের মূল ফটকের কাছে তৈরি হচ্ছে জগন্নাথগেট। যার গায়ে লেখা থাকবে জগন্নাথ দেবের বিভিন্ন বাণী, তাঁর কাহিনি। আর এরই মাঝে দিঘার অদূরে, কাঁথি শহরে ইতিমধ্যেই মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে নিপুণ শিল্পকলাসমন্বিত সুদৃশ্য চৈতন্যমন্দির। যা জগন্নাথদেবের সঙ্গে ঐতিহ্যের সংযোগ বহন করবে। সাধারণ পর্যটক থেকে ভক্তদের কাছে আকর্ষণীয় তীর্থস্থান হয়ে উঠবে এই মন্দির। চৈতন্যদেবের এমন স্থায়ী মন্দির ভারতের প্রথম ১০-এর মধ্যে স্থান পেতে চলেছে বলে দাবি উদ্যোক্তাদের। চৈতন্যদেবের স্থায়ী মন্দির খুব কমই তৈরি হয়েছে ভারত জুড়ে। তথ্য বলছে, সারা দেশে হাতে গোনা মাত্র কয়েকটি চৈতন্যদেবের স্থায়ী মন্দির রয়েছে। কাঁথির ঐতিহ্যবাহী ১২৫ বছরের পুরাতন হরিসভার পাশে গড়ে উঠেছে সুবিশাল চৈতন্য মন্দির। চলতি বছরের ৩০ এপ্রিলে অক্ষয় তৃতীয়ার দিন দিঘার জগন্নাথধামের দ্বারোদঘাটন হচ্ছে। তার আগে আগামী ১১ এপ্রিল চৈতন্যদেবের মন্দিরের শুভ প্রতিষ্ঠা ও শ্বেত প্রস্তরের চৈতন্য মহাপ্রভুর স্থায়ী বিগ্রহ স্থাপন হবে। সঙ্গে হরিসভার ১২৫ তম প্রতিষ্ঠা দিবসও উদ্‌যাপন হবে। দিঘা থেকে মেরিন ড্রাইভ হয়ে প্রায় ৩২ কিলোমিটার পাড়ি দিয়ে কাঁথি পৌঁছে সহজেই পর্যটকেরা এই তীর্থ স্থানে পৌঁছতে পারবেন। দর্শন সারতে পারবেন দূর-দূরান্তের ভক্তরাও। অনেক জানা-অজানা তথ্য ও কাহিনি অবলম্বনে সাজিয়ে তোলা হবে কাঁথির চৈতন্যদেবের মন্দির। উদ্যোক্তারা জানাচ্ছেন, সারা বছর ধরে চৈতন্যদেবের নিত্য পুজো হবে এখানে। সঙ্গে থাকবে প্রসাদ বিতরণ, বিবাহ অনুষ্ঠান, সমাজসেবামূলক নানা কাজের পরিকল্পনা।

E-TENDER NOTICE

Chairperson, Board of Councilors, Dankuni Municipality, invites Tender for Purchase of one Hearse Van at Dankuni Municipality, Dist. Hooghly under MPLADS for **E-N.I.T No-WBMAD/DKM/CP/e-NIT- 156/2024-25(2 nd Call).** Bid submission closing date (online)- **07/04/2025.** Details may be seen from **www.wbtenders.gov.in.** the official website of e-tender.

Sd/- Chairperson
Dankuni Municipality

OFFICE OF THE KANDUAH GRAM PANCHAYAT
VILL-KANDUAH, P.O.-KANDUAH, P.S.-SANKRAIL, DIST.-HOWRAH
(1) NIeT No. KGP/149/eNIT/24-25(2 nd Call), Dated: 24/03/2025

For and on behalf of the Kanduah Gram Panchayat, Pradhan invites tenders through E-tendering for the 5(Five)Nos. different works at different places. Document download/sale date from **25.03.2025 16:30 Hrs to 01.04.2025 16:30 Hrs**. Bid submission end date up to **01.04.2025 16:30 Hrs.** Bid Opening Date: **03.04.2025 at 16.30 Hrs.** For details please visit office of the undersigned or website **https://wbtenders.gov.in.**

Sd/- Pradhan
Kanduah Gram Panchayat

Office of the Kapasharia Gram Panchayat
Notice Inviting E-Tender

Online Tenders are invited from experienced and resourceful bidders for the following works: **(1) NIT No. 883/E-NIT/KGP/2024-25, (2) NIT No. 884/E-NIT/KGP/2024-25, (3) NIT No. 885/E-NIT/KGP/2024- 25.** Last date of uploading of asking documents as per NIT (online) on or before **02/04/2025 up to 6 PM.** Date of Opening of Tender (online)for Technical on **04/04/2025 at 11 A.M.** & **Financial at 1 P.M.** For details please visit **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Kapasharia Gram Panchayat

Abridged Notice Inviting e-Tender

Online tender is hereby invited by the undersigned from bonafied and experienced agencies for 12 nos. various works. For details visit **www.wbtenders.gov.in** Tender ID : 2025_ZPHD_831290_1 to 2025_ZPHD_831290_7, 2025_ZPHD_831302_1 to 2025_ZPHD_831302_3 and 2025_ZPHD_831312_1 to 2025_ZPHD_831312_2. Last Date and time **05-04-2025, 9:00 AM.** Ref. NIT22, 23 & 25/24-25 (2nd. Call)

Sd/-Executive Officer,
Namkhana Panchayat Samiti,
District South 24 Parganas

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল মি. নীতীশ শর্মা চৌধুরী, পিতা স্বর্গীয় নির্মলেন্দু শর্মা চৌধুরী ঠিকানা ৩৭ / ২২ শরৎ বোস রোড, পো.অ. রাজবাড়ী, পি.এস. এয়ারপোর্ট, কলকাতা -৭০০০৮১ ঘোষণা করেছে যে জমির সম্পত্তি সম্পর্কিত তার মৃত পিতার নামে একটি বিক্রয় দলিল (মৌজা- গৌরিপুর, পিএস বিমানবন্দর, এলআর এবং আরএস দাগ নং-২৮৪,২৮৫, আরএস খতিয়ান নং-১১১ এলআর. খতিয়ান নং-৪৯৩ উত্তর দমদম পৌরসভার অধীন। তার আবাসস্থল যার কোন ফটোকপি বা প্রত্যয়িত কপি তার হেফাজতে রাখা হয়নি এবং এটি তার দ্বারা যথাযথভাবে জিডি নং ৬৮১ / ২০২২, ১৪।০৯।২০২২ তারিখ এয়ারপোর্ট থানায় জানানো হয়েছিল। যদি কোন ব্যক্তি এটি খুঁজে পান, আমার উল্লিখিত ক্লায়েন্টের সাথে এই নোটিশ প্রকাশের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে বা তার আগে উপরের ঠিকানায় যোগাযোগ করতে পারেন।

স্বা /-অভিজিত ঘোষ
অ্যাডভোকেট
বারাসাত কোর্ট, উত্তর ২৪ পরগণা

Notice inviting e-Tender for NIT No-309/MAME/Jangipara/ 24-25 for 04 nos. works by the undersigned through online mode (https:// wbtenders.gov.in). Last date of submission of online bid on 07 Apr 2025 15:00 Hrs.

Sd/- Block Development Officer
Jangipara Development Block

e-Tender Notice

e-tender are invited by Prodhan, Eral Gram Panchayat under Aus-II PANCHAYAT SAMITY, Dist. Purba Bardhaman, from resourceful/ bonafide contractors with experience and requisite credential vide **NIeT No- EGP/ 187 Dt-26/03/2025**. Last Dt. of application **03/04/2025 up to 18:00 IST.** For details visit the website **https:// www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Eral Gram Panchayat

Corrigendum Notice

e-Tenders are invited for Toilets under RIDF fund & Building Repairing works, under MA&ME fund in N.I.e.T. No.-06(2nd Call) & 07 (2nd Call), Documents and other details is available in the website **tenders.gov.in**. The last date of submission for all the tenders are up to **14.00 hours** on dated **29/03/2025** respectively. Further, contact with the office of the undersigned for any quarries in the office hours.

Sd/- Block Development Officer
Hariharpara Dev. Block.

Office of the
SADIKPUR GRAM PANCHAYAT
P.O.-SADIKPUR, UNDER SUTI-1 DEV. BLOCK, DIST.-MURSHIDABAD, PIN-742223
eNIT NO-07/SGP/15th CFC(Untied)/2024-25(2nd Call)
Dated 26.03.2025.

Date of issue tender paper **26.03.2025 from 06.00 pm**. Last date of Dropping tender paper **03.04.2025 up to 06.00 pm**. Date of opening tender paper **08.04.2025 at 1.00 pm**. For details please visit office of the undersigned or website **https:// wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Sadikpur Gram Panchayat

Office of the Pradhan
DALDALI GRAM PANCHAYAT
NOTICE INVITING TENDER No.-07/DGP/2024-25

Sealed Tender is invited from experienced and resourceful bidders for execution of 3(three) Nos. different works. Date of sale of Tender form on any working day from **26/03/2025 to 07/04/2025 (from 12.00 PM to 4:00 PM).** Last date of dropping of Sealed Tender form on or before **07/04/2025 up to 3:00 PM.** Date of opening of Tender **07/04/2025 at 4:00 PM.** For details please visit office of the undersigned on any working days.

Sd/- Pradhan
Daldali Gram Panchayat

OFFICE OF THE PRODHAN
MASHAT GRAM PANCHAYAT
(UNDER CHANDITALA-1 BLOCK & PANCHAYAT SAMITI)
Vill+PO:-Mashat, Dist: Hooghly, Pin-712701
E-mail ID: mashatgp@gmail.com
Memo No:- (1) 192/MGP/2025, (2) 193/MGP/2025 Dated:-24.03.2025
E-QUOTATIONS/E-TENDERS NOTICE

Notice is hereby invited by the Prodhan, Mashat Gram Panchayat for Fencing works. Document download & sale starting(Online) **25.03.2025 at 02.00 PM. up to 02.04.2025 at 15.00 PM**. Last date of submission of Bid proposal (online) **02.04.2025 at 15.00 PM**. Bid opening date(online): **04.04.2025 at 15.00 AM.** For details please visit website **https://wbtenders.gov.in** or office of the undersigned.

Sd/- Prodhan
Mashat Gram Panchayat

Office of the
Bagnan-I Gram Panchayat
under Bagnan-I Panchayat Samity
Bagnan * Howrah
Notice Inviting e-Tender : (1) WB/HOW/BAGI GP/NIET-16/SBM/ 24-25, (2) WB/HOW/BAGI GP/NIET-17/5th SFC/24-25

For and on behalf of the Bagnan I Gram Panchayat, The Pradhan , Bagnan-I gram Panchayat Invites Percentage Rate tenders through e-tendering for the 3(Three)Nos. different Works. Last date of submission of Bid: **01/04/2025 (18/04/2025 for NIeT-17) upto 06.00 PM**. Bid Opening Date (Technical): **04/04/2025(21/04/2025 for NIeT-17) at 11.00 AM**. For details visit website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Bagnan-I Gram Panchayat

DHANIAKHALI-I GRAM PANCHAYAT
NOTICE INVITING e-TENDER

e-Tenders are being invited from eligible contractors for street light installation and road construction works under CFCG 15" FC Fund vide following IDs

e-Tender ID No	Bid Submission End Date & Time
2025_ZPHD_831166_1	08-April-2025 06:10 PM
2025_ZPHD_831166_2	08-April-2025 06:55 PM
2025_ZPHD_831166_3	08-April-2025 06:55 PM
2025_ZPHD_831166_4	08-April-2025 06:55 PM

For details visit website **https//wbtenders.gov.in**
For any other query please visit the office of undersigned in working hours.

Sd/- Pradhan
Dhaniakhali-I Gram Panchayat.

Advertisement under Regulation 18 (7) in terms of SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, as amended and Corrigendum to the Detailed Public Statement with respect to the open offer to the shareholders of

EMKAY CONSULTANTS LIMITED

Registered Office: Alipore Heights 5B, Judge Court Road, Kolkata-700027, West Bengal, India
Corporate Identification Number (CIN): L74140WB1990PLC050229
Tel: 033-24486060/7070, 033-40099799; Email: munnas.group@gmail.com; Website: www.emkayconsultantslimited.in

Open Offer ("Offer") by Mr. Rajesh Raghuvir Mantri, (hereinafter referred to as "Acquirer 1"), Mrs. Seema Pravin Joshi (hereinafter referred to as "Acquirer 2"), Mrs. Harshala Nitin Gaikwad (hereinafter referred to as "Acquirer 3"), Ms. Shruti Tejas Kulkarni, (hereinafter referred to as "Acquirer 4"), Ms. Aakanksha Rajesh Mantri (hereinafter referred to as "Acquirer 5") and Mr. Dattaraj Rajesh Mantri (hereinafter referred to as "Acquirer 6") (hereinafter collectively referred to as "Acquirers") along with person acting in concert Mr. Ramchandra Mangesh Kulkarni (hereinafter referred to as "PAC") to acquire upto 7,57,150* Equity Shares of Emkay Consultants Limited (hereinafter referred to as Target Company) of ₹ 10/- each at an Offer Price per equity share of ₹ 22.72/- each payable in cash, representing 100% of the issued, subscribed, paid up and voting capital held by the public shareholders except shares held by PAC pursuant to Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 and subsequent amendments thereof.**

*26% of the total shares of the Target Company is 7,80,104, however balance shares held by Public Shareholders after excluding shares held by PAC is 7,57,150.

**Revised Offer Price inclusive of interest @10% p.a. calculated for the period of delay.

This Advertisement and Corrigendum is being issued by Finshore Management Services Limited ("Manager to the Offer"), on behalf of Mr. Rajesh Raghuvir Mantri, (hereinafter referred to as "Acquirer 1"), Mrs. Seema Pravin Joshi (hereinafter referred to as "Acquirer 2"), Mrs. Harshala Nitin Gaikwad (hereinafter referred to as "Acquirer 3"), Ms. Shruti Tejas Kulkarni, (hereinafter referred to as "Acquirer 4"), Ms. Aakanksha Rajesh Mantri (hereinafter referred to as "Acquirer 5") and Mr. Dattaraj Rajesh Mantri (hereinafter referred to as "Acquirer 6") (hereinafter collectively referred to as "Acquirers") along with person acting in concert Mr. Ramchandra Mangesh Kulkarni (hereinafter referred to as "PAC"), in respect of the open offer to acquire shares from the public shareholders of Emkay Consultants Limited **("Offer Opening Public Announcement")**. The Detailed Public Statement with respect to the aforementioned Offer was made on 22nd August, 2023 in Financial Express, English Daily (in all editions), Jansatta, Hindi Daily (in all editions), Duranta Barta, Bengali Daily (in Kolkata edition).

1. **Offer Price:**
The Offer Price was Rs. 20/- (Rupees Twenty Only) per Equity Share. However, due to delay in getting the RBI approval an interest @10% pa has been calculated as per SEBI directions and the Revised Offer Price is Rs. 22.72 /- per share.

2. **Recommendations of the committee of independent directors of the Target Company:**
The committee of independent directors of the Target Company **("IDC")** published its recommendation on the Offer on 24th March, 2025 in the same newspapers where the DPS was published. Based on the review, IDC Members believe that the Offer is fair and reasonable and in line with the SEBI SAST Regulations, 2011.

3. The Offer is not a competing offer in terms of Regulation 20 of SEBI SAST Regulations, 2011. There was no competing offer to the Offer and the last date for making such competing offer has expired. The Offer is not conditional upon any minimum level of acceptance in terms of Regulation 19(1) of SEBI SAST Regulations, 2011.

4. **Despatch of Letter of Offer to the public shareholders.**
The dispatch of the Letter of Offer to all the Public Shareholders of the Target Company holding Equity Shares as on the Identified Date has been completed (either through electronic or physical mode) by 20th March, 2025. The Identified Date was relevant only for the purpose of determining the Public Shareholders as on such date to whom the Letter of Offer was to be sent. It is clarified that all holders (registered or unregistered) of Equity Shares (except the Acquirers, PACs, parties to the SPA) are eligible to participate in the Offer any time during the Tendering Period. A copy of the Letter of Offer (which includes the Form of Acceptance-cum-Acknowledgment) is also available on SEBI's website (https://www.sebi.gov.in) and the Website of the Manager to the Offer (www.finshoregroup.com) from which the Public Shareholders can download/print the same.

5. **Instructions to the public shareholders**

5.1 **In case the shares are held in physical form**
As per the provisions of Regulation 40(1) of the SEBI (LODR) Regulations and SEBI's press release dated December 3, 2018, bearing reference no. PR 49/2018, requests for transfer of securities shall not be processed unless the securities are held in dematerialised form with a depository with effect from April 1, 2019. However, in accordance with the Chapter 7 of SEBI Master Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD-1/P/CIR/2023/31 dated February 16, 2023, shareholders holding securities in physical form are allowed to tender shares in an open offer. Such tendering shall be as per the provisions of the SEBI (SAST) Regulations. An eligible shareholder may participate in this Offer by approaching their respective Selling Broker and tender their shares in the open offer as per the procedure as mentioned in the Letter of Offer along with other details.

5.2 **In case the shares are held in demat form**
An eligible shareholder may participate in this Offer by approaching their Selling Broker and tender their shares in the open offer as per the procedure as mentioned in the Letter of Offer along with other details.

5.3 **Procedure for Tendering the Shares in case of Non-Receipt of the Letter of Offer:**

5.3.1 Persons who have acquired Equity Shares but whose names do not appear in the register of members of the Target Company on the Identified Date, or unregistered owners or those who have acquired Equity Shares after the Identified Date, or those who have not received the Letter of Offer, may also participate in this Offer.

5.3.2 In case of non-receipt of the Letter of Offer, the Shareholders holding the Equity Shares may participate in the Offer by providing their application in plain paper in writing signed by all shareholder(s), along with the following details:

a. In case of physical shares: Name, address, distinctive numbers, folio nos, number of Equity Shares tendered/withdrawn,
b. In case of dematerialized shares: Name, address, number of Equity Shares tendered/withdrawn, DP name, DP ID number, Beneficiary account no.,
- and other relevant documents as mentioned in the Letter of Offer. Such Shareholders have to ensure that their order is entered in the electronic platform of BSE through the Selling broker which will be made available by BSE before the closure of the Tendering Period.

6. **Any other changes suggested by SEBI in their comments to be incorporated.**
In terms of Regulation 16(1) of the SEBI SAST Regulations, 2011 the draft Letter of Offer was submitted to SEBI on 28th August, 2023 ("Draft Letter of Offer"). SEBI, vide its letter no. SEBI/HO/CFD/CFD-RAC-DCR1/P/OW/2023/44697/1 dated 06th November, 2023, issued its comments on the Draft Letter of Offer. These comments have been incorporated in the Letter of Offer.

7. **Any other material change from date of the Public Announcement**
i. The Acquirers made necessary application to RBI for the purpose of this open offer and the approval of RBI was received vide letter dated March 11, 2025.
ii. The administrative warning letter has been issued on 26th March, 2025 by the SEBI to Mr. Dipak Kumar Singh, Ms. Laxmi Singh, and Mr. Yash Singh in connection with the violation of Regulation 29(2) read with 29(3) of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011.
Further, it has been mentioned in the letter that Adjudication proceedings under the provisions of SEBI Act,1992, have been initiated for violations of provisions of SAST Regulations for failure to make open offer at the relevant times i.e. during June 2019 quarter and September 2019 quarter.

8. **Details regarding the status of the Statutory and other approvals**
As confirmed by the Acquirers & PAC, there are no statutory approvals required by the Acquirers and the PAC to acquire the equity shares tendered pursuant to this Offer other than an approval of the Reserve Bank of India for acquisition of Equity shares as per SPA and in the open offer. The necessary application has been made to RBI and the approval of RBI was received vide letter dated March 11, 2025. However, in case of any statutory approvals being required by the Acquirers & PAC at a later date before the closure of the tendering period, this Offer shall be subject to such approvals and the Acquirers & PAC shall make the necessary applications for such approvals. The Acquirers and/or the PAC will not proceed with the Offer in the event such statutory approvals are refused in terms of Regulation 23 of the SEBI SAST Regulations.

9. **Schedule of Activities:**

Nature of the Activity	Original Schedule of Activities (as disclosed in the Draft Letter of Offer)		Revised Schedule of Activities after SEBI Observation Letter		Revised Schedule of activities after receipt of SEBI and RBI Approval	
	Date	Day	Date	Day	Date	Day
Date of Public Announcement	11-08-2023	Friday	11-08-2023	Friday	11-08-2023	Friday
Publication of Detailed Public Statement in newspapers	22-08-2023	Tuesday	22-08-2023	Tuesday	22-08-2023	Tuesday
Filing of draft letter of offer with SEBI along with soft copies of Public Announcement and detailed Public Statement	29-08-2023	Tuesday	29-08-2023	Tuesday	29-08-2023	Tuesday
Last date for a competing offer	12-09-2023	Tuesday	12-09-2023	Tuesday	12-09-2023	Tuesday
Last date for receipt of comments from SEBI on the draft Letter of Offer (in the event SEBI has not sought clarification or additional information from the Manager to the Offer)	20-09-2023	Wednesday	06-11-2023 **	Monday	**11-03-2025** ***	Tuesday
Identified Date*	22-09-2023	Friday	08-11-2023	Wednesday	13-03-2025	Thursday
Last date for dispatch of the Letter of Offer to the public shareholders of the Target Company as on the identified Date	03-10-2023	Tuesday	16-11-2023	Thursday	21-03-2025 #	Friday
Last date for upward revision of the Offer Price and / or the Offer Size	06-10-2023	Friday	21-11-2023	Tuesday	26-03-2025	Wednesday
Last date by which the recommendation of the committee of independent directors of the Target Company will be published.	05-10-2023	Thursday	20-11-2023	Monday	25-03-2025 ##	Tuesday
Date of public announcement for opening of the Offer in the newspapers where the DPS has been published.	09-10-2023	Monday	22-11-2023	Wednesday	27-03-2025	Thursday
Date of Commencement of tendering period	10-10-2023	Tuesday	23-11-2023	Thursday	28-03-2025	Friday
Date of Closing of tendering period	23-10-2023	Monday	07-12-2023	Thursday	15-04-2025	Tuesday
Last date of communicating rejection/acceptance and payment of consideration for accepted tenders/return of unaccepted Equity Shares.	07-11-2023	Tuesday	21-12-2023	Thursday	30-04-2025	Wednesday

(*) Identified date is only for the purpose of determining the names of the shareholders as on such date to whom the Letter of Offer would be sent. All shareholders (registered or unregistered) of equity shares of the Target Company (except Acquirers and Sellers) are eligible to participate in the Offer any time before the closure of the Offer.

(**) Actual date of receipt of SEBI Comments.

(***) Actual date of receipt of RBI Approval.

(#) Actual Date when Letter of Offer were dispatched is 20th March, 2025.

(##) The committee of independent directors of the Target Company ("IDC") published its recommendation on the Offer on 24th March, 2025 in the same newspapers where the DPS was published.

Date by which the underlying transaction which triggered open offer will be completed is 29th October, 2025

10. **Corrigendum**
1. In the Detailed Public Statement & Cover Page of Letter of offer, the Website of the Target Company to be read as: www.emkayconsultantslimited.in
2. In the DPS, wherever the offer price is Rs. 20/- has to be read as "Rs. 22.72/-" after calculation of 10% p.a. interest for the period of delay and the offer consideration as mentioned in Point D(D2) has to be read as Rs. 1,72,02,448/- (Rupees One Crores Seventy Two Lakhs Two Thousand Four Hundred and Forty Eight Only)
3. i. DIN Number of Rajesh Raghuvir Mantri (Acquirer 1) mentioned in point A (A1)(3) of DPS to be read as 06666350.
ii. DIN Number of Seema Pravin Joshi (Acquirer 2) mentioned in point A (A2)(3) of DPS to be read as 09510143.
iii. In DPS after Point A(A4)(3), following point to be read as Point A(A4)(4) under Shruti Tejas Kulkarni ("Acquirer 4"): "4. She is associated with Jan Mudra Credit Private Limited and Knoc Door Services Hr India Private Limited as a Director and her DIN is 08211480"
iv. In Point A(A6)(1) of DPS, PAN Number of Dattaraj Rajesh Mantri to be read as "CSMPM9380D"
v. In Point X.(3) of DPS, Registered Office Address of RTA to be read as: "3A, Auckland Place, 7th Floor, Room, No. 7A & 7B , Kolkata, West Bengal 700017, India"

11. **Other information**
The Acquirers & PAC accept full responsibility for the obligations of the Acquirers & PAC as laid down in the SEBI SAST Regulations, 2011 and for the information contained in this Offer Opening Public Announcement and Corrigendum.
This Offer Opening Public Announcement and Corrigendum would also be available on SEBI's website at www.sebi.gov.in

Issued by Manager to the Offer on behalf of the Acquirers and PAC

Finshore Management Services Limited,
Anandlok Block A, Room-207, 227, AJC Bose Road, Kolkata-700020
Tel: 91-33-22895101
Website: www.finshoregroup.com
Investor Grievance email id: investors@finshoregroup.com
Contact Person: Mr. S Ramakrishna Iyengar
SEBI Registration No: INM000012185

Acquirer 1	Acquirer 2	Acquirer 3	Acquirer 4	Acquirer 5	Acquirer 6	PAC
Sd/- Rajesh Raghuvir Mantri	Sd/- Seema Pravin Joshi	Sd/- Harshala Nitin Gaikwad	Sd/- Shruti Tejas Kulkarni	Sd/- Aakanksha rajesh Mantri	Sd/- Dattaraj Rajesh Mantri	Sd/- Ramchandra M. Kulkarni

Place: Kolkata
Date: 26th March, 2025

ভ্রমণ

খাবারের জন্য বিশ্বের সেরা ২০ শহর

১. নিউ অরলিন্স, যুক্তরাষ্ট্র

তালিকার প্রথমেই আছে যুক্তরাষ্ট্রের শহর নিউ অরলিন্স। শহরটির বিভিন্ন রেস্তোরাঁয় পাওয়া যায় সুস্বাদু চিংড়ি ক্রিওল, জাম্বালায়া ও রেড বিনস ও রাইস।

এ ছাড়া পাওয়া যায় বিনেটস, ক্রিওল টমেটো কিংবা ঝিনুক দিয়ে বানানো পদ। একটি মাত্র খাবার বেছে নিতে হলে অবশ্যই খেয়ে দেখবেন সেদ্ধ ক্রেফিশ (চিংড়ি-জাতীয় মাছ)। তবে এটি কেবল নির্দিষ্ট মৌসুমেই পাওয়া যায়। বছরজুড়ে নিউ অরলিন্সের খাবারের স্বাদ পেতে আপনাকে খেতে হবে সামুদ্রিক খাবার, মুরগি বা সসেজ দিয়ে তৈরি খাবার গাম্বো।

২. ব্যাংকক, থাইল্যান্ড

এই শহরের নুডলস খুব বিখ্যাত। অন্য কিছু খান বা না খান, ব্যাংককের ঐতিহ্যবাহী খাবার সোম তাম অবশ্যই খাবেন।

৩. মেডেলিন, কলম্বিয়া

এই শহরের পুরোনো বাজার ঘুরে আতাফল, গুলুপা ও উচুভা বেরির মতো তাজা ফলের স্বাদ নিতে পারেন। মধ্যাহ্নভোজের পাতে থাকতে পারে কাজুয়েলা ও বন্দেজা পাইসা।

৪. কেপটাউন, দক্ষিণ আফ্রিকা

কেপটাউনে আসবেন আর সামুদ্রিক খাবার খাবেন না, তা হয় না। এখানকার মাছ এবং চিপস পৃথিবী বিখ্যাত। এখানে এসে কিছু না খেলেও একটি খাবার অবশ্যই চেখে দেখবেন, সেটি হলো গ্যাটসবি। গরম ফ্রেঞ্চফ্রাই, সালাদ ও অন্যান্য উপাদানে তৈরি খাবারটি দেখতে কিছুটা অগোছালো হলেও খেতে অসাধারণ।

৫. মাদ্রিদ, স্পেন

ভেড়ার বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দিয়ে তৈরি অফাল এখানকার বিখ্যাত খাবার। শহরের অন্যতম প্রসিদ্ধ রেস্তোরাঁ পাবুতে পাওয়া সবজি দিয়ে তৈরি বিশেষ খাবার। এটি অবশ্যই চেখে দেখবেন।

৬. মেক্সিকো সিটি, মেক্সিকো

তোর্তা দে চিলাকুইলেস (একধরনের স্যান্ডউইচ) থেকে শুরু করে বিশ্বখ্যাত রেস্তোরাঁগুলোর দুর্দান্ত সব খাবার এখানে খেতে পারেন। এখানকার ট্যাকোস আল পাস্তোর খুব বিখ্যাত।

৭. লাগোস, নাইজেরিয়া

উত্তর নাইজেরিয়ার ঐতিহ্যবাহী খাবার স্মোকি সুয়া (গ্রিলড মাংস) বা ইগবো জনগোষ্ঠীর ঐতিহ্যবাহী খাবার ওফে নসালা দারুণ জনপ্রিয়। এ ছাড়া ফ্রেজন, পার্টি জোলফ রাইস (স্মোকি মসলাযুক্ত রাইস) বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয়তা পেয়েছে। আকরা, এজেগে ব্রেড বা বোলির মতো স্ট্রিট ফুড খেয়ে দেখবেন অবশ্যই।

৮. সাংহাই, চীন

সাংহাইকে চীনের রসনা ঐতিহ্যের কেন্দ্রবিন্দু বলা যেতে পারে। দেশটির বিভিন্ন প্রান্তের স্থানীয় খাবার খাওয়ার সুযোগ পাবেন এখানে। যেমন গুইঝো প্রদেশের আদিবাসী খাবার, ইউনানেরর গ্রীষ্মমণ্ডলীয় রান্না। একটিমাত্র খাবার খেতে চাইলে শেংজিয়ানবাও বা প্যান-ফ্রায়েড স্যুপ ডাম্পলিং চেখে দেখতে পারেন।

৯. প্যারিস, ফ্রান্স

পানাহারের বৈশ্বিক রাজধানী বলা হয় এই শহরকে। এখানকার ছোটবড় রেস্তোরাঁগুলো ধ্রুপদি ফরাসি খাবারগুলোর নিত্যনতুন ধরন তৈরি করছে। এখানে খাবারের এতই বাহার যে কোনটা রেখে কোনটা খাবেন, সিদ্ধান্ত নেওয়াই মুশকিল। তবে আর কিছু না হোক, সসেজ পিউরি অবশ্যই খাওয়া উচিত। দেড় শতাধিক বছর ধরে এই খাবারটি স্থানীয় বাসিন্দাদের পছন্দের শীর্ষে রয়েছে।

১০. জাকার্তা, ইন্দোনেশিয়া

এখানে পাবেন মাদুরা দ্বীপের নুডলস, সুমাত্রার গ্রিলড স্যাটে এবং চায়নিজ ক্লেপট রাইসের মতো সুস্বাদু খাবার।

আরও ১০ শহর

অন্যান্য শহরগুলোর মধ্যে রয়েছে মরক্কোর মারাকেশ, পেরুর লিমা, সৌদি আরবের রিয়াদ, ভারতের মুম্বাই, সংযুক্ত আরব আমিরাতের আবুধাবি, মিসরের কায়রো, পর্তুগালের পোর্তো, কানাডার মন্ট্রিল, ইতালির নাপোলি এবং কোস্টারিকার সান হোসে।

প্রথমবারের মতো হামাসের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ

ফিলিস্তিনের গাজায় ইসরায়েলের আগ্রাসন শুরুর পর এই প্রথম উপত্যকায় হামাসবিরোধী বিক্ষোভ হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার শত শত মানুষ রাস্তায় নেমে গাজার ক্ষমতা থেকে হামাসের পদত্যাগের দাবিতে বিক্ষোভ করেছেন। মাস্ক পরা হামাস যোদ্ধাদের বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে দেখা যায়। অনেক বিক্ষোভকারীর ওপর তারা হামলা চালায়। এ সময় হামাস যোদ্ধাদের কারও হাতে অস্ত্র এবং কারও হাতে লাঠি ছিল। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কিছু ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে। এসব ভিডিওতে দেখা যায়, গাজার উত্তরাঞ্চলীয় বিত লাহিয়ায় তরুণ বিক্ষোভকারীরা রাস্তায় নেমে আসেন। তাঁদের হামাসের সমালোচনা করে নানা স্লোগান দিতে দেখা যায়। অনেকে স্লোগান দিচ্ছিলেন, 'চলে যাও', 'চলে যাও', 'চলে যাও', 'হামাস চলে যাও'।

হামাসপন্থী গ্রুপ অবশ্য তাদের পক্ষেই কথা বলছে। তারা এই বিক্ষোভকে খুব একটা গুরুত্ব দিচ্ছে না। উল্টো তারা অভিযোগ তুলে বলছে, বিক্ষোভে অংশ গ্রহণকারীরা 'বিশ্বাসঘাতক'। ওই বিক্ষোভের ব্যাপারে হামাসের পক্ষ থেকে কোনো মন্তব্য পাওয়া যায়নি। ইসলামিক জিহাদের সশস্ত্র যোদ্ধারা ইসরায়েলে রকেট হামলা চালানোর এক দিন পর উত্তর গাজায় এই বিক্ষোভ হয়েছে। ওই হামলার পর ইসরায়েলি বাহিনী বিত লাহিয়া ছেড়ে যেতে সেখানকার বাসিন্দাদের নির্দেশ দিয়েছে। এরপরই সেখানকার বাসিন্দাদের মধ্যে ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। দুই মাস অস্ত্রবিরতির পর সম্প্রতি আবার গাজায় নৃশংস হামলা শুরু করেছে ইসরায়েল।

এমন নির্জন পাহাড়ি পথে হেঁটেই দেবতাখুমে যেতে হয়

উঁচু উঁচু পাহাড়ের পাশ দিয়ে বয়ে গেছে তারাছা খাল। রোয়াংছড়ি বাজার থেকে নেমে সেই খাল ধরেই আমরা হাঁটছি। নিঃশব্দ পাহাড়ি প্রকৃতি। খালের স্বচ্ছ জলে পা ফেলে ফেলে এগিয়ে চলেছি। হাঁটতে হাঁটতে একসময় নিজেদের পায়ের শব্দই কানে বাজতে থাকে। দলে আমরা নানা বয়সী ১৮ জন নারী। সবার পেশাও আলাদা। রোয়াংছড়ি থেকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন দুজন স্থানীয় গাইড। তাঁদের দেখানো পথেই আমরা পা ফেলছি। দেবতাখুম ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা জারির আগে বেশ কয়েকবার এসেছি। মনে হলো আগের চেয়ে প্রকৃতি আরও রূপসী হয়েছে। দীর্ঘদিন পর্যটকদের পা না পড়ায় পথের ধারে বড় বড় বুনো ঘাস ও লতাপাতা জন্মেছে। কিছু জায়গা পরিষ্কার করে স্থানীয়রা বাদাম চাষ করেছেন। ঝিরির পাশে এক বাদামচাষির সঙ্গে আলাপ হলো। তিনি কিছু কাঁচা বাদাম হাতে তুলে দিলেন। পাহাড়ি বাদাম চিবুতে চিবুতে ঘণ্টাখানেক পর পৌঁছে গেলাম শীলবান্ধা পাড়ায়। বেলা তখন ১১টা। শীলবান্ধা পাড়ায় মিনিট দশেকের বিরতি। এই পাড়ায় বেশ ঘনবসতি। স্থানীয়দের বাড়িঘরের পাশাপাশি নতুন করে তোলা হয়েছে পর্যটকদের বিশ্রাম নেওয়ার জায়গাটংদোকান।

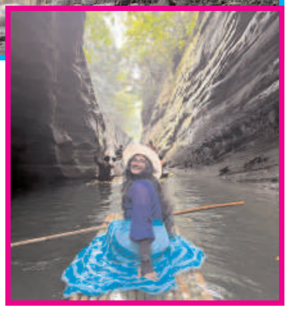

দোকানগুলোতে পেঁপে ও লেবুর শরবত বিক্রি হচ্ছে। শীলবান্ধা পাড়া থেকে নিচে নামতেই চোখে পড়ল টিকিট কাউন্টার। কাউন্টারের পাশাপাশি নতুন করে তৈরি হয়েছে ছবি তোলার বুথ ও বাথরুম। কাউন্টারে গিয়ে জনপ্রতি ২০০ টাকা দিয়ে টিকিট কাটতে হলো। এই টাকাতেই লাইফ জ্যাকেটসহ নৌকা পারাপার, ভেলায় ঘোরা। প্রত্যেকে লাইফ জ্যাকেট নিয়ে আবার হাঁটতে শুরু করি। মিনিট পাঁচেক হেঁটে খাদ পারাপারের জন্য নৌকার সিরিয়াল নিতে হলো। মাঝির কণ্ঠে গুন গুন পাহাড়ি সুর শুনতে শুনতে জায়গাটা পার হলাম। নৌকা থেকে নেমেই আবার ভেলার সিরিয়াল। দায়িত্বরত ব্যক্তিরা জানালেন, নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার পর পর্যটকের ভিড় বেড়েছে। শুরুতে দিনে হাজারের বেশি ভ্রমণপিপাসুও নাকি ঘুরে গেছেন। ভেলায় চড়তে চড়তেই নাকি অনেকের সন্ধ্যা হয়ে গেছে। আমাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন বলতে হবে। আজ পর্যটকের সংখ্যা ৪০০ ছুঁই ছুঁই। সিরিয়াল পেতে খুব একটা বেগ পেতে হলো না। কয়েকটা বাঁশ একসঙ্গে করে বানানো হয়েছে ভেলা। কোনো ভেলায় ওঠা যায় দুজন, কোনোটায় একজন। চালাতে হয় নিজেকেই।

কেউ চাইলে ডিঙিনৌকাও নিতে পারেন। তবে বাঁশের ভেলায় ঘুরতে না পারলে দেবতাখুম ভ্রমণ মনে হয় অসম্পূর্ণ। আমি একাই একটা ভেলায় উঠে পড়লাম। বইঠা বাওয়ার সময় মনে আতঙ্ক ভর করল, প্রায় ৭০ ফুট গভীর খুমে পরে গেলে কী হবে! এর মধ্যেই 'ওমা, পড়ে গেলাম, পড়ে গেলাম' চিৎকার। পেছনে তাকিয়ে দেখি এক কিশোরী। তার ভেলা কখনো ডানে যাচ্ছে তো কখনো বাঁয়ে! অন্যরা পরামর্শ দিয়ে চলেছে কীভাবে চালাতে হবে।

নবদ্বীপ পুরসভার পরিচালনায় শুরু হল ৪র্থ বর্ষ মিউনিসিপ্যাল ক্রিকেট টুর্নামেন্ট

দেবাশিস কংশবণিক, নবদ্বীপ, ২৬ মার্চঃ বুধবার থেকে শুরু হল নবদ্বীপ পুরসভা পরিচালিত চতুর্থ বর্ষ নবদ্বীপ মিউনিসিপ্যাল ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। বিগত বছরের ন্যায় এবছরও জমকালো অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে সূচনা হল নবদ্বীপ পুরসভার পরিচালনায় ১৬ দলীয় নকআউট মিউনিসিপ্যাল ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। নবদ্বীপ আজাদ হিন্দ ক্লাব পরিচালিত প্যাক কোম্পানির মাঠে শান্তির প্রতীক সাদা পায়রা ও বেলুন উড়িয়ে ১৬ দলীয় নক আউট টি-২০ মিউনিসিপ্যাল ক্রিকেট টুর্নামেন্টের আনুষ্ঠানিকভাবে সূচনা করেন নবদ্বীপের পাঁচ বারের বিধায়ক পুন্ডরীকাক্ষ সাহা। উদ্বোধনী ম্যাচে ৭৬ রানে প্রতিপক্ষ নবদ্বীপ স্টুডেন্ট স্টাফ ক্লাবকে পরাজিত করে বিজয়ী হয় নবদ্বীপ আজাদ হিন্দ ক্লাব জুনিয়র। টসে জিতে প্রথমে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নেয় নবদ্বীপ স্টুডেন্ট স্টাফ ক্লাব। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ২০ ওভারে উইকেটের

বিনিময় ১৮৮ রান করে নবদ্বীপ আজাদ হিন্দ ক্লাব। ১৮৯ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে মাত্র ১৫.১ ওভারে ১১২ রানে গুটিয়ে যায় নবদ্বীপ স্টুডেন্ট ক্লাব। বুধবার থেকে সূচনা হল নবদ্বীপ পুরসভা পরিচালিত চতুর্থ বর্ষ ১৬ দলীয় নবদ্বীপ মিউনিসিপ্যাল ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। যা চলবে আগামী ৯ এপ্রিল পর্যন্ত। প্যাক কোম্পানির মাঠ ছাড়াও নদীয়া ক্লাবের মাঠেও অনুষ্ঠিত হবে নবদ্বীপ মিউনিসিপ্যাল ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। টুর্নামেন্ট কমিটির অন্যতম সভাপতি পুরপিতা বিমান কৃষ্ণ সাহা জানান,অন্যান্য বারের মতো এবারও পুর এলাকার ১২টি ও ব্লকের ৪ টি দলকে শুরু হল নবদ্বীপ মিউনিসিপ্যাল ক্রিকেট টুর্নামেন্ট।

সম্ভাব্য ফাইনাল খেলার দিনক্ষণ ঠিক করা হয়েছে ৯ এপ্রিল। এদিনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিধায়ক ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন,নবদ্বীপের বিডিও মণিশ নন্দী,থানার আরক্ষা আধিকারিক জলেশ্বর তিওয়ারি, পুরপিতা বিমান কৃষ্ণ সাহা, নবদ্বীপ পঞ্চায়েত সমিতির সহকারী সভাপতি তাপস ঘোষ,ব্লক তৃণমূলের সভাপতি কল্লল কর, টুর্নামেন্ট কমিটির সম্পাদক ও সহ সম্পাদক যথাক্রমে রাজদীপ চট্টোপাধ্যায় এবং জয়ন্ত গোস্বামী সহ নবদ্বীপ পুরসভার একাধিক ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ।

সাইকেলে ১০০ দেশ ঘুরতে চান

ভ্রমণ নেশার মতো। একবার স্বাদ পেয়ে গেলে আপনি নিজেকে থামাতে পারবেন নাকথাগুলো বলেছেন চীনের ৬৬ বছর বয়সী নারী লি ডংজু। বয়স হলেও এখনো নিজেকে যেন তরুণ ভাবেন এই নারী। এরই মধ্যে সাইকেলে একা একা ১২টি দেশ ভ্রমণ করে ফেলেছেন তিনি। লি-র বাড়ি চীনের জেংজোওতে। তিনি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, ইউরোপ এবং ওশেনিয়ায় ঘুরে বেড়িয়েছেন। গেছেন কম্বোডিয়া, ফ্রান্স ও অস্ট্রেলিয়ায়। সিএনএন ট্রাভেলকে ওই নারী বলেন, 'আমার লক্ষ্য অন্তত ১০০ দেশে ভ্রমণ করা। ভ্রমণ হলো নেশার মতো। একবার আপনি এর স্বাদ পেয়ে গেলে নিজেকে আর থামাতে পারবেন না।' লি-র এই দেশ-বিদেশ ঘুরে বেড়ানো সব সময় কিন্তু সহজ হয় না। তিনি শুধু মান্দারিন ভাষায় কথা বলতে পারেন। বিভিন্ন দেশে স্থানীয়দের সঙ্গে যোগাযোগ করতে তাঁকে ভাষান্তরের বিভিন্ন অ্যাপ ব্যবহার করতে হয়। লিকে টাকাপয়সা নিয়েও ভাবতে হয়, টানাটানি থাকে বাজেটে। ফলে যাত্রাপথে তিনি পার্কে, গ্যাস স্টেশনে এমনকি কবরস্থানেও ক্যাম্প করে থাকছেন।

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ট্রেন অটোমেশন সিস্টেমে আরেকটি মাইলফলক অর্জন

৫৯টি স্টেশনে রিয়েল-টাইম মনিটরিংয়ের জন্য সিওএ-র সাথে যুক্ত করা হলো ডেটা লগার

মালিগাঁও, ২৬ মার্চঃ অটোমেশন এবং অপারেশনাল উৎকর্ষের দিকে একটি উল্লেখযোগ্য অগ্রগতিতে, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে স্টেশনে স্থাপন করা ডেটা লগারকে সেন্টার ফর রেলওয়ে ইনফরমেশন সিস্টেম (ক্রিস)-এর কন্ট্রোল অফিস অ্যাপ্লিকেশন (সিওএ)-এর সাথে সফলভাবে সংযুক্ত করেছে। এই একীকরণ ট্রেনের আগমন এবং প্রস্থান-এর ডেটাকে ক্যাপচার এবং ট্রান্সমিশনকে স্বয়ংক্রিয় করে, যা ট্রেন পরিচালনে রিয়েল-টাইম মনিটরিং এবং দক্ষতার ক্ষেত্রে একটি নতুন যুগ চিহ্নিত করেছে। এই উদ্ভাবনী পদ্ধতিটি সিগন্যালিং ডেটা ব্যবহার করে স্টেশনগুলিতে ট্রেনের গতিবিধি স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিরীক্ষণ করে এবং রিয়েল-টাইমে সিওএ-কে আপডেট করে। স্বয়ংক্রিয় ডেটা ক্যাপচারের সাথে ম্যানুয়াল ডেটা এন্ট্রি প্রতিস্থাপন করে, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে শুধুমাত্র ট্রেন চালানোর তথ্যের নির্ভুলতা বাড়ায় না, মানব হস্তক্ষেপের উপর নির্ভরতাও কমিয়ে দেয়, যার ফলে ডেটা রিপোর্টিংয়ে ত্রুটি এবং দেরি কম হয়।

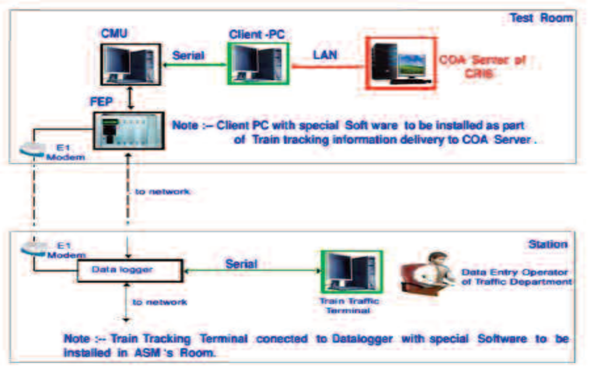

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সমস্ত আরম্ভ ও গন্তব্য স্টেশন, ডিভিশনাল ইন্টারচেঞ্জ এবং জোনাল ইন্টারচেঞ্জ স্টেশনগুলিতে এটি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। আগের সংযুক্ত ৩৮টি স্টেশন ছাড়াও, ২১টি অতিরিক্ত স্টেশনে সাম্প্রতিক সফল সংযোগের সাথে, মূল অপারেশনাল স্টেশনগুলির সম্পূর্ণ নেটওয়ার্ক এখন এই উন্নত সিস্টেমের সাথে সজ্জিত। এই বিকাশ নিশ্চিত করে যে সমগ্র জোনের গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে সঠিক এবং সময়মত ট্রেন চলাচল সম্পর্কিত ডেটা সরাসরি ক্রিস সার্ভারে প্রেরণ করতে সক্ষম, যার ফলে নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কীয় কাম-কাজ উন্নত হবে। এই প্রযুক্তিগত আপগ্রেড ট্রেন চলাচলের রেকর্ডের উন্নত নির্ভুলতার দিকে একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ, যা রেলওয়ে নিয়ন্ত্রকদের জন্য দ্রুত এবং আরও অভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সক্ষম করে।

যেহেতু ভারতীয় রেল ক্রমশ একটি স্মার্ট এবং আরও স্বয়ংক্রিয় ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর হচ্ছে, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের প্রচেষ্টা ট্রেনের সময়ানুবর্তিতা বৃদ্ধি, প্যাসেঞ্জার ইনফরমেশন সিস্টেম-এর উন্নতকরণ এবং রেল পরিচালনের সামগ্রিক দক্ষতায় অবদান রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

Indian dental association (West Bengal State branch) এবং Kabir Seva foundation এর সহযোগিতায় এবং টালা ফ্রেন্ডস্ অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে ২৩.০৩.২০২৫ রবিবার একটি চক্ষু এবং দন্ত পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়। উক্ত শিবিরে ১০০ জনের উপর মানুষকে পরিষেবা দেওয়া হয়।

Name Change

I, Jugal Chandra Ghosh S/O Phani Bhusan Ghosh on behalf of my minor daughter Annasha Ghosh (old name), residing at Gorkhara Badamtala, P.O. & P.S.- Sonarpur, Dist.- South 24 Pgs, Pin- 700150, West Bengal, India, have changed my daughter name and she shall henceforth be known as Anwesha Ghosh (new name) as declared before the notary public at Kolkata on 26/03/2025. Anwesha Ghosh (new name) and Annasha Ghosh (old name) both are same and identical person.

Name Change

I,SWATA PAL (OLD NAME),WIFE OF Late MANORANJAN PAL, RESIDING AT VENUS TOWER,BASUNAGAR 1 NO,PS - MADHYAMGRAM, NORTH 24 PARGANAS - 700129,WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SWETA PAL(NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT BARASAT ON 07/03/2025.THAT SWATA PAL AND SWETA PAL BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Jugal Ghosh (old name), S/O Phani Bhusan Ghosh, residing at Vill- Gorkhara Badamtala, P.O. & P.S.- Sonarpur, Dist.- South 24 Pgs, Pin- 700150, West Bengal, India, I have changed my name and shall henceforth be known as Jugal Chandra Ghosh (new name) as declared before the notary public at Kolkata on 26/03/2025. Jugal Chandra Ghosh (new name) and Jugal Ghosh (old name) both are same and identical person.

Name Change

I,RISHAV RAY,RESIDING AT 6/A SHYAMCHARAN CHATTERJEE STREET BELGHARIA, PO & PS BELGHARIA, NORTH 24 PARGANAS - 700056,WEST BENGAL, DO HEREBY NOTIFIED THAT MY FATHER SAGARMAY RAY(OLD NAME) SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SAGARMOY ROY(NEW NAME)VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 26/03/2025.THAT SAGARMAY RAY AND SAGARMOY ROY BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Sailen Bhattacharjee & Sailen Bhattacharya (old name), S/O Gopinath Bhattacharya, residing at A32/7, Bidisha Housing Co-op Society Ltd. Ph-2, 134, Mukherjee Street, Konnagar, Dist-Hooghly, Pin-712235, West Bengal, India, I have changed my name and shall henceforth be known as Sailendra Nath Bhattacharjee (new name) as declared before the notary public at Kolkata on 26/03/2025. Sailendra Nath Bhattacharjee (new name) and Sailen Bhattacharjee & Sailen Bhattacharya (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, SHAIKH HASMAT ALI (Old Name) S/O OHAB ALI SHAIKH , Residing at VILL- RANISAI, P.O.- RANISAI, P.S.- RAMNAGAR, EAST MEDINIPUR, Pin- 721446,West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) SHAIKH HASMAT (New Name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 26/03/2025. SHAIKH HASMAT (New Name) and SHAIKH HASMAT ALI (Old Name) both are same identical person.

Name Change

I, Priyanka Mohapatra W/o Rabindra Kumar Mohapatra Residing at OTM Labour Colony, P.o - Choudwar, P.s - Choudwar, District - Cuttack, Pin- 754025 West Bengal India shall henceforth be known as Priyanka Samant Mahapatra. I declare that Priyanka Mohapatra and Priyanka Samant Mahapatra is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 26-03-2025.

Name Change

I,SOVA DEVI,D/O BHIM SINGH,R/O 18B/1A,MANOHAR PUKUR ROAD, KALIGHAT,KOLKATA-700026,WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SHOVA DEVI PRASAD VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 26/03/2025.THAT SOVA DEVI AND SHOVA DEVI PRASAD BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Priyanka Samant Mahapatra W/o Rabindra Kumar Mohapatra Residing at OTM Labour Colony, P.o - Choudwar, P.s - Choudwar, District - Cuttack, Pin- 754025 Odisha, India that my Minor Daughter who previously known as Pratyusha Mohapatra shall henceforth be known as Pratyusha Samant Mahapatra.I declare that my Minor Daughter Pratyusha Mohapatra and Pratyusha Samant Mahapatra is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public Kolkata vide affidavit Date 26-03-2025.

Name Change

I,AFZAL HOSSAIN MOLLA,SON OF MD AHAMMAD HOSSAIN MOLLA, RESIDING AT NAPARA,POST KULIAGARH,PS- AMDANGA ,NORTH 24 PARGANAS- 743166, WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD AFZAL HOSSAIN MOLLA VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 26/03/2025. THAT AFZAL HOSSAIN MOLLA AND MD AFZAL HOSSAIN MOLLA BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Arpita Saha (old name) wife of Raju Saha, residing at 120, Chak Garia, Near Lal Gate, P.O –Panchasayar, Kolkata – 700094, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Arpita Saha Chakraborty (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 26/03/2025. Arpita Saha (old name) and Arpita Saha Chakraborty (new name) both are same and one identical person.

NOTICE

My client 1) Gulnaz Arzu Ansari, husband - M.D. Abbas Ansari, 2) Mohammad Hasan Ansari, father - M.D. Abbas Ansari, address -1)-36 Dr. Nuri Lane, Champdani, P.O. - Baidyabati P.S.-Bhadreshwar, District-Hooghly, Pin - 712222.1) Asma Khatun, husband- M. D. Mustafa Azad, 2) Adnan Mustafa, father - M. D. Mustafa Azad, address - 125, B. M. Das Road P.O. Bakipur, P. S. - Pirbahor, District - Patna, Bihar, PIN - 800004. Both - Dated 10/05/2023, 1462/23 & 1463/23 No. Sale Deed purchased of land from Chandannagar Sub Registry Office. Whose, J.L. No.-20, Mouza - Khurigachi, land area (1) -02 Katha 02 Chhatak 04 sq ft, (2) - 02 Katha 02 Chhatak 04 sq ft, Whose, R. S. Dag No. 465 L.R. Dag No. 492, L.R Khatian No.-2207. Whose Power of Attorney No. - 621/2022- (03/02/2022) Sub-Registry Office Chandannagar, Name - Shri Suraj Rajbhar, Father - Ramkisan Rajbhar. Address - 40 No. Khurigachi Notun Para Road, Chapdani, P.O.- Angus, P.S - Bhadreshwar, District - Hooghly, Pin - 712222. Presently, both have applied for mutation at Singur B.L.&L.R.O. office. If anyone has any objection, please contact the office within the next 21 days.

Prasun Kumar Gupta
Advocate Serampore Court

Name Change

I, NAZIR SHAIKH MY PASSPORT WHERE MY WIFE'S NAME HASBEEN WRONGLY RECORDED AS RAHIMA SHAIKH, AFFIDAVIT BY JUDICIAL MAGISTRATE AT RANAGHAT COURT ON 21-3-25 MY WIFE RAHIMA KHATUN (BIBI) SEKH AND RAHIMA SHAIKH IS SAME PERSON. R/O VILL PANCHPOTA PASCHIMPARA PO BABLA GORINDAPUR P.S SANTIPUR, DIST NADIA.

Name Change

I, LATIP GAZI (Old Name) S/O BHANDE GAZI Residing at Samanta and Das Para, P.O.-Nimpith Asram, P.S.-Bakultala District - South 24 Parganas, Pin - 743338, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as LATIF GAZI (New Name) as declared before the Notary Public Govt of India at Kolkata vide affidavit Dated 26-03-2025. LATIP GAZI (Old Name) and LATIF GAZI (New Name) both are same and identical person.

Name Change

I, Sikha Deyati (Old Name) W/o Prasun Kumar Deyati Residing at Village - Guzarpur, P.o - Saltighat, Guzarpur, P.s - Amta, District - Howrah, Pin- 711401 West Bengal have Changed my name and shall henceforth be known as Sikha Basak Deyati (New Name) as declared before the Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Amta, Howrah vide affidavit no 333 Dated 18-02-2025. Sikha Deyati (Old Name) and Sikha Basak Deyati (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, LATIP GAZI (Old Name) S/O BHANDE GAZI Residing at Samanta and Das Para, P.O.-Nimpith Asram, P.S.-Bakultala District - South 24 Parganas, Pin - 743338, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as LATIF GAZI (New Name) as declared before the Notary Public Govt of India at Kolkata vide affidavit Dated 26-03-2025. LATIP GAZI (Old Name) and LATIF GAZI (New Name) both are same and identical person.

Name Change

I FAIZAN REZA,S/O FAROOK REZA,R/O 12/2 PATWAR BAGAM LANE AMHERST STREET,KOLKATA- 700009, WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOW AS MOHAMMAD FAIZAN REZA,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 25/03/2025,THAT FAIZAN REZA AND MOHAMMAD FAIZAN REZA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, Priyanka Mohapatra W/o Rabindra Kumar Mohapatra Residing at OTM Labour Colony, P.o - Choudwar, P.s - Choudwar, District - Cuttack, Pin- 754025 Odisha, India shall henceforth be known as Priyanka Samant Mahapatra. I declare that Priyanka Mohapatra and Priyanka Samant Mahapatra is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 26-03-2025.

Name Change

I MAHUFAJUL HAQUE,S/O SK SAMSUL HAQUE,R/O VILL-SAPOTH, PO-GOURHATI,PS-KHANAKUL, HOOGHLY,712613, WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SK MD MAHAFAZUL HAQUE,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 25/03/2025,THAT MAHUFAJUL HAQUE AND SK MD MAHAFAZUL HAQUE ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, Priyanka Samant Mohapatra W/o Rabindra Kumar Mohapatra Residing at OTM Labour Colony, P.o - Choudwar, P.s - Choudwar, District - Cuttack, Pin- 754025 Odisha, India that my Minor Daughter who previously known as Pratyusha Mohapatra shall henceforth be known as Pratyusha Samant Mahapatra.I declare that my Minor Daughter Pratyusha Mohapatra and Pratyusha Samant Mahapatra is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public Kolkata vide affidavit Date 26-03-2025.

Name Change

I, Shikha Deuri (Old Name) wife of Gopal Deuri, residing at Netaji Pally, Mamabhagina, Bongaon, P.S.- Bagdah, Pin- 743232, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Sikha Deuri (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 25/03/2025. Sikha Deuri (New Name) and Shikha Deuri (Old Name) both are same and identical person.

Name Change

I, Harsh Kumar Bhandari (old name) son of Satyendra Bhandari, residing at 59/3C, Pandit Madan Mohan Malabya Sarani, P.O- Bhowanipore, Kolkata- 700020, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Harsh Bhandari (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 26/03/2025. Harsh Kumar Bhandari (old name) and Harsh Bhandari (new name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Khusi Adhikari (old name) D/O Rabin Adhikari, residing at Shibpur, P.O.- Singti Sibpur, Howrah- 711226, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Khushi Adhikari (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 26/03/2025. Khushi Adhikari (new name) and Khusi Adhikari (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, Ambreen Shahid Faraz (old name) wife of Faraz Sarwar and daughter of Shahid Akhtar, residing at Block-D, Flat- 21A, Ideal Heights, 302, A. P. C. Road, Kolkata – 700009, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Ambreen Shahid (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 26/03/2025. Ambreen Shahid Faraz (old name) and Ambreen Shahid (new name) both are same and one identical person.

Name Change

I SHABNAM BEGAM,W/O SK ANWAR, R/O F-20 SHAHI ASTABAL LANE, GARDEN REACH,KOLKATA-700024, WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SHABNAM KHATOON,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 25/03/2025, THAT SHABNAM BEGAM AND SHABNAM KHATOON ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, Santanu Maity (Old Name) S/o Late Nirmal Kumar Maity Residing at P-1, BL-14, FL-7A, Sisirkunja, Madhyamgram, Barasat Sadar, District - North 24 Parganas, Pin - 700129 West Bengal, India. shall henceforth be known as Santanu Kumar Maity (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 95/2025 Date 26-03-2025. Santanu Maity (Old Name) and Santanu Kumar Maity (New Name) both as same and one identical person.

Name Change

I, Mostakim Sardar (old name) S/O Kheder Sardar, resident of Gobindapur, P.O.- Patharghata, Dist.- Nadia, Pin- 741103, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Mustakin Sardar (new name) vide an affidavit sworn before the notary public at Kolkata on 03/03/2025. That Mustakin Sardar (new name) and Mostakim Sardar (old name) both are the same and one identical person.

Name Change

I, Nikita Tiwari (Old Name) D/o Vijay Kumar Tiwari Residing at 17/4, Hat Lane, Block-D, 2nd Floor, P.o+P.s - Howrah District - Howrah, Pin- 711101 West Bengal have Changed my name and shall henceforth be known as Aakanksha Tiwari (New Name) as declared before the Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Howrah vide affidavit no 17 Dated 04-08-2023. Nikita Tiwari (Old Name) and Aakanksha Tiwari (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I,ASHOK KUMAR,SON OF DEVENDRA PRASAD SHAW,RESIDING AT TIRUPATI APT,1ST FLOOR,FLAT NO - 1E,3/A MUKHERJEE LANE, BELUR, BALLY (M),HOWRAH - 711202, WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ASHOK KUMAR SHAW VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 26/03/2025.THAT ASHOK KUMAR AND ASHOK KUMAR SHAW BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

দু'বছরেই নষ্ট হয়ে গেল মাদারিহাটের বিখ্যাত এই ট্যুরিস্ট স্পট!

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ২৬ মার্চ ঃ ১০০ দিনের কর্মসংস্থান প্রকল্পের আর্থিক সহযোগিতায় প্রায় ১০ লক্ষ টাকা ব্যয় আলিপুরদুয়ার জেলার মাদারিহাট ব্লকের উত্তর ছ্যাকামারি গ্রামে বিশ্বকর্মা ঝোরাকে কেন্দ্র করে গড়ে তোলা হয়েছিল একটি পর্যটনকেন্দ্র। ২০২২ সালে তৎকালীন জেলাশাসক বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান - এর পাশাপাশি এই ছ্যাকামারি গ্রামের বিশ্বকর্মা ঝোরার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে কাজে লাগিয়ে নতুন করে এই পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তুলেছিলেন। ঝোরার পাশাপাশি বাঁশির একটি দিঘিকে কেন্দ্র করে মৎস্য দপ্তরের আর্থিক সহযোগিতায় হারিয়ে যেতে বসা দেশীয় মাছ তাদের সংরক্ষণ ও চাষের উপযোগী করে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। গ্রামের মানুষের কর্মসংস্থানের পাশাপাশি পর্যটকদের মনোরম পরিবেশে রকমারি মাছের দৃশ্যও দেখতে পাবে। বিশাল আকার এই ঝোরায় পর্যটকদের জন্য ছিল সাইকেল বোটিং, ছিল বাহারি রকমারি ফুলের গাছও। দূর-দূরান্ত থেকে আসতো বিভিন্ন পাখি। কিন্তু এই দুই বছরে দেখভালের অভাবে ভেঙে পড়েছে গোটা প্রকল্পটি। পর্যটকরা এলে কিছুটা হতাশ হয়েই ফিরে যান। কেন এমন হাল হলো এই পর্যটন কেন্দ্রের। মাদারিহাট ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক জানালেন ১০০ দিনের প্রকল্প বন্ধ হয়ে যাওয়ায় আর্থিকভাবে এই প্রকল্পের জন্য অর্থ বরাদ্দ করা যাচ্ছে না। ফলে নতুন করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া যাচ্ছে না। তবে জেলের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে পর্যটন দপ্তরের আর্থিক সহযোগিতা ও মৎস্য দপ্তরের আর্থিক সহযোগিতায় নতুন করে সাজানো যায় কিনা তার পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে। স্থানীয় জেলা পরিষদের নির্বাচিত সদস্য ও বনভূমি, তাই সমিতির কর্মাধ্যক্ষ দীপ নারায়ণ সিনহা জানান, জেলা পরিষদের থেকে কোন আর্থিক সহযোগিতা পাওয়া যায় কিনা এই পর্যটন কেন্দ্রটিকে নতুন করে সাজানো যায় কিনা তা সভাধিপতির কাছে আবেদন জানাবো। স্থানীয় মহিলা সমবায় সমিতি সদস্যরা জানাচ্ছেন, একটা সময় খুব ভালো চলতো এই পর্যটন কেন্দ্রটি। কিন্তু নজরদারি ও রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে আজ ভগ্ন দশায় পরিণত হয়েছে। দূর-দূরান্ত থেকে পর্যটকরা এলে হতাশ হয়ে ফিরে যান। বহু টাকার টিকিট বিক্রি হতো এই পর্যটন কেন্দ্রে। সমবায়ের কিছু সদস্যরা এই পর্যটন কেন্দ্রের অর্থ নয়ছয়ের করারও অভিযোগ রয়েছে। ফলে সব মিলিয়ে জলদাপাড়া কেন্দ্রিক পর্যটন কেন্দ্রের পাশাপাশি এই বিশ্বকর্মা ঝোরা পর্যটন কেন্দ্রটি আবার কবে নতুন করে চালু হয় সেদিকেই তাকিয়ে সকলে।

Office of The Iloo-Jargo Gram Panchayat
Vill.+P.O.:-Jargo, Dist: Purulia(W.B.), Pin-723212
NITe No. 05/IJGP/2024-25

The Pradhan, ILOO-JARGO Gram Panchayat under Jhalda-I Development Block, Purulia invites percentage rate e-tender for 5 (Five) Different works. Last date of downloading documents and Bid submission(online) up to **01/04/2025 up to 10:30 AM.** Technical Bid opening date **03/04/2025 at 11:00 AM**. For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Iloojargo Gram Panchayat

ইফতার নিয়ে রাজনীতি বন্ধ হোক, বললেন প্রাক্তন বিজেপি সাংসদ দিলীপ ঘোষ

দেবাশিস কংশবণিক, কৃষ্ণনগর, ২৬ মার্চ ঃ ইফতার নিয়ে রাজনীতি করা ঠিক নয়। সেই রাজনীতি বন্ধ হোক। রোজা না রেখে মাথায় টুপি পড়ে নকল মুসলিম সেজে ইফতার, এসব অবিলম্বে বন্ধ হওয়া দরকার। প্রকৃত যারা রোজা করে তাদের জন্য ইফতার ঠিক আছে। আর যারা কপালে তিলক চন্দন মেখে মুসলিম সেজে ইফতার করে তাদের এসব বন্ধ করা উচিত। প্রকৃত অর্থে ইফতারের নামে রোজা কে অপমান করছে। বুধবার সকালে নদীয়ার কৃষ্ণনগর সদর হাসপাতাল মোড়ে এক চা চক্রে যোগ দিয়ে রাজ্যের শাসকদলের নেতা-মন্ত্রীদের উদ্দেশ্যে এমনই মন্তব্য করলেন বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ। একই সাথে মুখ্যমন্ত্রীর বিদেশ সফর নিয়ে কটাক্ষ করলেন দিলীপ ঘোষ। কটাক্ষের সুরে দিলীপ বলেন, আরজিকর থেকে বিভিন্ন চাপ। সেই চাপ কাটাতেই বিদেশ সফর। বিদেশে গেলে গেলে মনটা ফুরফুরে হয়। তাই তিনি বাইরে গেছেন। রাজ্যে ব্যবসায়িক বিনিয়োগ নিয়েও মুখ খুললেন বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ। গত ১৫ বছর কোনও ব্যবসায়ী পশ্চিমবাংলায় বিনিয়োগ করেননি বরং এখান থেকে চলে গিয়ে অন্য রাজ্যে ব্যবসা করছেন। ব্যবসায়িকরা জানেন পশ্চিমবঙ্গের কোন ভবিষ্যত নেই। পশ্চিমবঙ্গ আগামী দিনে আরেকটি বাংলাদেশ হতে চলেছে।

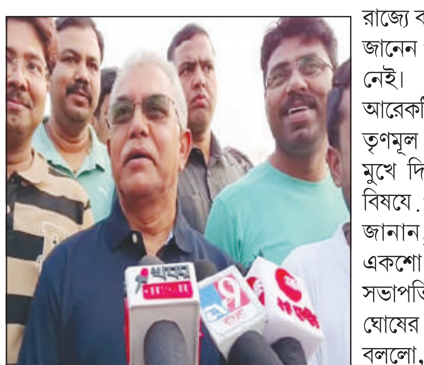

তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীরের মুখে দিলীপ ঘোষের প্রশংসা। সে বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে দিলীপবাবু জানান, দিলীপ ঘোষ একাই একশো। বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি তির্যক মন্তব্য, কে দিলীপ ঘোষের নামে ভালো বললো বা মন্দ বললো, 'এতে তার কিছু যায় আসে না। দিলীপ বাবুর দাবি হুমায়ুন আমার দীর্ঘদিনের বন্ধু এবং পরিচিত। অপরদিকে দক্ষিণ কলকাতায় বিজেপি জেলা সভাপতির ওপর কালি ছোড়া প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষ জানান, মানুষের মধ্যে অনেক ইচ্ছা থাকে। ইচ্ছা থাকাটাই স্বাভাবিক। ওইসব বিষয়ে পার্টিতে আলোচনা হবে এবং পার্টি সিদ্ধান্ত নেবে কি করবে না করবে। তবে এসব হওয়া উচিত নয় বলেও মন্তব্য দিলীপ ঘোষের।

KUMIRMORAH GRAM PANCHAYAT
Under Chanditala–I Block
KUMIRMORAH, HOOGHLY.
Email:kumirmorahgp@gmail.com
(1)e-NIT No.227/KGP/2024-25, (2) Re-e-NIT No.228/KGP/2024-25, Date:-25.03.2025

The Prodhan, Kumirmorah Gram Panchayat invites e-Tender on behalf of Kumirmorah Gram Panchayat for the 5(Five) Nos. different works. Fund: 15th CFC (Tied Grant). Last date of submission of Bid (online) **04.04.2025 up to 18.00 IST.** Time & date for opening technical Bid/Bids online **07.04.2025 at 3.00 P.M**. For details please visit website **https://etenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Kumirmorah Gram Panchayat.

ওয়াটার ভেন্ডিং মেশিনের ইনস্টলেশন ও অপারেশনের জন্য ই-নিলাম

ওয়াটার ভেন্ডিং মেশিনের ইনস্টলেশন ও অপারেশনের জন্য ই-নিলাম। বিশদ বিবরণ নিম্নরূপ। **নিলাম ক্যাটালগ নং.ঃ** এলএমজি-ডব্লিউভিএম-০২-২৫, **নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় (প্রতিটি লট) ঃ** ০৯-০৪-২০২৫ তারিখের ১১.০০ ঘণ্টা, **নিলাম বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ০৯-০৪-২০২৫ তারিখের ১১.৩০ ঘণ্টা, **রেট ইউনিটঃ** বার্ষিক লাইসেন্স মাসুল, **ট্রিপ/দিনঃ** ১৮২৬।

এসইকিউ নং.	লট নং./ক্যাটাগরি	বিবরণ
এএ/১	এমএসএস-এলএমজি-এলএমজি-ডব্লিউভিএম-২১-২৫-১ (এমআইএসসি-স্ট্যাটিক-সার্ভিসেস-ওয়াটার ভেন্ডিং মেশিন্স)	৫ (পাঁচ) বছর সময়ের জন্য লামডিং ডিভিশনের ১৩টি রেল স্টেশনের নির্দিষ্ট/নির্ধারিত লোকেশনগুলিতে ৩৬টি ওয়াটার ভেন্ডিং মেশিনের ইনস্টলেশন ও অপারেশন।

সম্ভাব্য বিডারদের আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এর ই-নিলাম লিজিং মডিউল দেখার জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

সিনি. ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, লামডিং

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

পানীয় জলের সংকটে পুরুলিয়ার বাসিন্দারা

দুরন্ত বার্তা, পুরুলিয়া, ২৬ মার্চ ঃ কল আছে, জল নেই। বাড়িতে বাড়িতে জলের সংযোগ পেয়েও পানীয় জল থেকে বঞ্চিত পুরুলিয়া শহরের বাসিন্দারা। মাসের পর মাস ধরে এই সমস্যা দেখা দিলেও সমাধান আজও হয়নি।

অথচ রাস্তায় রাস্তায় গড়িয়ে পড়ছে জল। প্রতিদিন জল অপচয় হচ্ছে পুরুলিয়া শহরজুড়ে। অথচ তা দেখার কেউ নেই। গ্রীষ্মের মরশুম এলেই পানীয় জলের সংকট দেখা দেয় পুরুলিয়া জেলার বিভিন্ন প্রান্তে। বাদ যায় না শহর পুরুলিয়াও। ভরা গ্রীষ্মে পানীয় জলের জন্য হাহাকার দেখা দেয় পুরুলিয়া পৌরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডে। চলে পথ অবরোধ, বিক্ষোভ। মেলে ভুরি ভুরি আশ্বাস। কিন্তু জল সমস্যার স্থায়ী সমাধান আজও হয়নি। পুরুলিয়া পৌরসভায় জল সংযোগের জন্য ২ হাজার টাকা করে জমা দিতে হয়েছে পৌরসবাসীকে। বাড়িতে বাড়িতে দেওয়া হয়েছে পানীয় সংযোগ। কিন্তু সেই নল থেকে জল আসে না। এই সমস্যা পৌরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডের। পৌরবাসীর অভিযোগ, কেউ ৬ মাস আবার কেউ ৮ মাস আগে পানীয় জলের সংযোগ পেয়েছেন। কিন্তু নল দিয়ে জল পড়ে না। কিছু কিছু ওয়ার্ড এলাকায় জল আসে সুতোর মতো, তাও আবার নোংরা। ঘটনাকে বিপাকে পড়েছেন স্থানীয় কাউন্সিলাররা। তাঁদেরও একই অভিযোগ, বাড়িতে বাড়িতে নল বসিয়েও জল দিতে না পারছি না। এতে বাসিন্দাদের কাছে লজ্জায় মুখ দেখাতে পারছি না। আমরা চাই সমস্যার সমাধান হোক। অন্যদিকে শহরের বিভিন্ন রাস্তাঘাটে চোখ ঘোরালেই দেখা যাবে রাস্তার নল থেকে অবাধে গড়িয়ে পড়ছে জল। খোলা মুখ নল থেকে প্রতিদিন হাজার হাজার লিটার পানীয় জল অপচয় হচ্ছে। অথচ তা দেখভাল করার কেউ নেই। বাড়িতে পানীয় জলের সংযোগ দিয়েও জল না আসার সমস্যার কথা মেনে নিয়েছেন পুরুলিয়া পৌরসভার পৌরপ্রধান। তাঁর কথায়, কিছু জায়গায় টেকনিক্যাল সমস্যার কারণে এটা ঘটেছে। এটার সমাধান হয়ে যাবে। অন্যদিকে রাস্তাঘাটে জল অপচয়ের বিষয়ে সাধারণ মানুষের ঘাড়েই দোষ চাপাচ্ছেন পৌরপ্রধান। রাস্তাঘাটের নলে মুখ লাগিয়েও উধাও হয়ে গেছে। বার বার এই ঘটনা ঘটছে। তিনি বলেন, সাধারণ মানুষকে সচেতন হতে হবে। জল অপচয় বন্ধ করতে হবে।

পূর্ব বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলী ১ নম্বর ব্লকের শ্রীরামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে ট্যাক্স কালেক্টর নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি

নিয়োগ সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যঃ
মেমো নম্বরঃ 113/SGP/2025
তারিখঃ ২৪.০৩.২০২৫
যোগ্যতাঃ মাধ্যমিক বা সমতুল্য
ন্যূনতম বয়সঃ ২৫ বছর
অগ্রাধিকারঃ পূর্ব অভিজ্ঞতা বা অন্যান্য অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে
বসবাসঃ শুধুমাত্র পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দারা আবেদন করতে পারবেন,
আবেদনপত্র জমাদানঃ শ্রীরামপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে, আবেদনের শেষ তারিখঃ ০৮.০৪.২০২৫, দুপুর ১২ টার মধ্যে, যারা আগ্রহী, তারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আবেদনপত্র জমা দিন।

Hooghly-Chinsurah Municipality
Mahendra Mitra Road, Pipulpati, PO & Dist. — Hooghly
Tel.: 2680-2899/2319, Telefax: 2680-6091

Notice for invitation e-Tender
e-Tender Notice No- **WBMAD/C/HCM/ENG/NIT6/3e/25**
Memo No-: **4062** /Eng/S.D Dated 26.03.2025

e-Tenders are invited from the experience and reliable contractors for Electrical & civil works under this Municipality. **Vide e-Tender ID No. 2025_MAD_831455_01-06**
Closing date of Bid submission is **03.04.2025 up to 15.00 hours.**
Detailed information will be available from PWD Dept. of this Municipality & visit **website-https:// wbtenders.gov.in**

Chairman/ Executive Officer
Hooghly Chinsurah Municipality

উখুড়া যজ্ঞেশ্বরপুর নওপাড়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড
গ্রাম-উখুড়া, পোস্ট- উখুরা সরাংপুর, থানা- পূর্বস্থলী, জেলা- পূর্ব বর্ধমান
নিবন্ধন সংখ্যা- ২ KT, তারিখ- ৩১.০৮.১৯৭১
বিজ্ঞপ্তি
'খসড়া নির্বাচক তালিকা' (Draft Voter List)

সমবায় সমিতি সমূহের সহ-নিবন্ধক, বর্ধমান-।। রেঞ্জ তথা পূর্ব বর্ধমান-২ রেঞ্জের সমবায় সমিতি সমূহের সংশ্লিষ্ট বিষয়ক রিটার্নিং অফিসারের আদেশ নং ৯৭৭ তারিখ ১৯।০৭।২০২৪ দ্বারা ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়ে আমরা **শ্রী নবেন্দু ঘোষ** (সমবায় উন্নয়ন আধিকারিক পূর্ব বর্ধমান রেঞ্জ-২) ও **শ্রী কৃশানু সিংহ রায়** (সমবায় পরিদর্শক, পূর্বস্থলী-২ উন্নয়ন সমষ্টি) তথা সহ-নির্বাচনী আধিকারিক উখুড়া যজ্ঞেশ্বরপুর নওপাড়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড এর সমস্ত সদস্য / সদস্যা কে জানাচ্ছি যে, উক্ত সমিতির আসন্ন প্রতিনিধি নির্বাচন উপলক্ষ্যে (Delegates) অত্র বিজ্ঞপ্তির সঙ্গে নির্বাচন ক্ষেত্র ভিত্তিক খসড়া নির্বাচক তালিকা (Draft Voter List) সংযোজিত হল, যা এই বিজ্ঞপ্তির অংশ হিসাবে পরিগনিত হবে। ঐ নির্বাচক তালিকা সংক্রান্ত কোন সংযোজন / সংশোধন কিংবা বিয়োজন বিষয়ে কোন সদস্যের কোন বক্তব্য থাকলে অভিযোগের স্বপক্ষে প্রমাণ তথ্যাদি সহ আবেদনকারী নিজে বা তাঁর দ্বারা ক্ষমতা প্রাপ্ত (Authorised) ব্যক্তি তা লিখিত ভাবে ইংরাজির ২৮।০৩।২০২৫ তারিখ হতে ০৯।০৪।২০২৫ তারিখের মধ্যে সমিতির অফিসে যে কোন কাজের দিন সকাল ১১.০০ ঘটিকা হতে দুপুর ২.০০ ঘটিকার মধ্যে প্রাপ্তি স্বীকার সাপেক্ষে জমা দিতে পারবেন। উপরোক্ত বক্তব্যের উপর আগামী ইংরাজির ১১।০৪।২০২৫ তারিখে সকাল ১১.০০ ঘটিকা হতে দুপুর ২.০০ ঘটিকার মধ্যে সহকারী রিটার্নিং অফিসার, **উখুড়া যজ্ঞেশ্বরপুর নওপাড়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড সমিতি**র অফিস গৃহে শুনানি হবে। ব্যক্তিগত ভাবে ঐদিন অভিযোগ কারিকে উপস্থিত থাকতে বলা হচ্ছে। অন্যথায় এক তরফা সিদ্ধান্ত হবে। শুনানি শেষে চূড়ান্ত নির্বাচক তালিকা (Final Voter List) আগামী ইংরাজি ১১।০৪।২০২৫ তারিখে বিকাল ৩.০০ টের পর সমিতির নোটিশ বোর্ডে প্রকাশিত হবে।

তারিখঃ- ২৮.০৩.২০২৫
স্থানঃ-সমিতির কার্যালয়, উখুড়া

স্বাঃ /-
শ্রী নবেন্দু ঘোষ
(সমবায় উন্নয়ন আধিকারিক পূর্ব বর্ধমান রেঞ্জ-২ ও সহ-নির্বাচনী আধিকারিক) ও
শ্রী কৃশানু সিংহ রায়
(সমবায় পরিদর্শক, পূর্বস্থলী-২ উন্নয়ন সমষ্টি ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার)
উখুড়া যজ্ঞেশ্বরপুর নওপাড়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড

বোমা নিয়ে খেলতে গিয়ে বিপত্তি, বিস্ফোরণে আহত দুই শিশু-সহ ৩

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ২৬ মার্চ ঃ আবার বোমা বিস্ফোরণ! বল ভেবে বাড়িতে বোমা কুড়িয়ে নিয়ে আসার পর বিস্ফোরণ। ঘটনায় গুরুতর জখম দুই শিশু ও মা-সহ তিনজন। বুধবার সকালে ঘটনাটি ঘটে বহরমপুর থানা এলাকায়। ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বহরমপুর থানার নিয়াল্লিসপাড়া গোয়ালজন এলাকার বহড়া গ্রামে বাসিন্দা আতাহার শেখের বাড়িতে বুধবার সকালে দুটি সকেট বোমার বিস্ফোরণ ঘটে। তীব্র শব্দে কেঁপে ওঠে গোটা এলাকা। ঘটনায় এক মহিলা ও দুই শিশু গুরুতর আহত হয়। শব্দ শুনে ছুটে আসেন স্থানীয়রা। খবর যায় পুলিশে। আহতদের উদ্ধার করে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। দুই শিশুর মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গিয়েছে। আহতরা ওই হাসপাতালেই চিকিৎসাধীন। কী করে বাড়িতে ওই সকেট বোমা এল? স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, মাঠে খেলা করতে গিয়ে এক শিশু লোহার বল ভেবে সকেট বোমা দু'টি মাঠ থেকে কুড়িয়ে নিয়ে গিয়ে বাড়িতে রাখে। তাতেই বিপত্তি হয়! মাঠে কে বা কারা বোমা রাখল? কেন বা মজুত করা হয়েছিল? তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বহরমপুর থানার পুলিশ।

Office of the Pradhan
DALDALI GRAM PANCHAYAT
Vill+Post-Daldali, PS-Hura, Dist-Purulia, Pin-723130
NOTICE INVITING QUOTATION No.-(1) 11/DGP/2024-2025, (2) 12/DGP/2024-2025

Sealed Quotation is invited from experienced and resourceful bidders for execution of the work: Maintenance of drinking water sources at 2(Two) different places. The quotation will be received in the office of Daldali Gram Panchayat from **17/03/2025 to 07/04/2025**. Quotation will be opened on **07/04/2025 (09/04/2025 for NIQ-12) at 13.00 pm** in the GP office. For details please visit office of the undersigned on any working days.

Sd/- Pradhan
Daldali Gram Panchayat

E-Tender Notice

e-Tenders are invited for Settler with ABR works under SBM(G) fund in N.I.e.T. No.-15(2nd Call). Documents and other details is available in the website **tenders.gov.in**. The last date of submission for all the tenders are up to **14.00 hours** on dated **02/04/2025** respectively. Further, contact with the office of the undersigned for any quarries in the office hours.

Sd/- Executive Officer
Hariharpara Panchayat Samiti
Hariharpara, Murshidabad

Notice inviting e-Tender for NIT No-310/5th SFC/Jangipara/24-25 for 02 nos. works by the undersigned through online mode (https://wbtenders.gov.in). Last date of submission of online bid on 02 Apr 2025 15:00 Hrs.

Sd/- Block Development Officer
Jangipara Development Block

দুর্গাপুরে উচ্ছেদ অভিযান, ধুন্ধুমার

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ২৬ মার্চ ঃ দুর্গাপুরে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের জমি থেকে উচ্ছেদ অভিযান ঘিরে ধুন্ধুমার। বুধবার সেখানে জবরদখল উচ্ছেদ অভিযানে গিয়েছিলেন ডিভিসি কর্তৃপক্ষ এবং পুলিশ কর্মীরা। সেই সময় গ্রামের দুই পক্ষের মধ্যে প্রথমে বচসা বাঁধে, পরে তা হাতাহাতিতে পরিণত হয়। দুর্গাপুর থানার পুলিশের সামনেই হাতাহাতিতে জড়িয়ে পরে দুই পক্ষ। গত কয়েক মাস ধরেই ডিভিসির ডিটিপিএস এর বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নতুন ইউনিট বসানো নিয়ে শুরু হয়েছে উচ্ছেদ অভিযান। অরিন্দম নায়েক নামে দুর্গাপুর বস্তি রক্ষা কমিটির সদস্যকে মাটিতে ফেলে মারধর করে গ্রামের আরেক পক্ষের লোকজন। ঘটনার জেরে দুর্গাপুর থার্মাল পাওয়ার স্টেশন টাউনশিপে ছড়ায় ব্যাপক উত্তেজনা।

পূর্ব রেলওয়ে

ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে ডিআরএম বিল্ডিং, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস অথবা যে কোনও সরকার অধীনস্থ সংস্থার সাথে রেজিস্টার্ড সহ সমপ্রকৃতির কাজে অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক ক্ষমতা আছে এরূপ টেন্ডারদাতাদের থেকে অনলাইনে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **সিনিয়র ডিইএন/৩/হাওড়া। ই-টেন্ডার নংঃ ৩৫০_২০২৪-২৫, কাজের বিবরণঃ** হাওড়া ডিভিসনের বিভিন্ন স্থানে আসন্ন বর্ষাকালে স্টোন বোল্ডার বিছানো, বোল্ডার ক্রেটিং, বল্লা পোঁতা, মাটি ভরাট ইত্যাদি জরুরী কাজএবং অন্যান্য বিবিধ কাজ। **আনুমানিক ব্যয়ঃ** ৩,৩৩,১৪,৩১৩.২০ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ৩,১৬,৬০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** স্বীকৃতি পত্র ইস্যুর তারিখ থেকে ০৮ (আট) মাস। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বন্ধের তারিখে কোনও কারণে ছুটি/বনধ্/স্ট্রাইক ঘোষিত হলে অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখ পরিবর্তিত হবে না কারণ টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ের পরে কোনও অফার জমা করার আবেদন আইআরইপিএস ওয়েবসাইট অনুমোদনকরে না। অবশ্য অনলাইনে টেন্ডার পরবর্তী কাজের দিনে খোলা হবে। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ** ১৫.০৪.২০২৫ তারিখ দুপুর ২টো। টেন্ডারের বিস্তারিত বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। ইএমডি এবং টিডিসি অর্থ মূল্য প্রদান-ই-টেন্ডারিংয়ের সাপেক্ষে বায়নামূল্য জমা (ইএমডি) এবং টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য কেবলমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং অথবা পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে গৃহীত হবে। **দ্রষ্টব্যঃ** আইআরইপিএস (ই-টেন্ডার পোর্টাল)-তে আহ্বান করা টেন্ডারের জন্য ইএমডি হিসাবে ফিক্সড ডিপোজিট রিসিপ্ট (এফডিআর) গৃহীত হবে না। কোনও ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হবে না।

HWH-696/2024-25

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/(জেনারেল), পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, রিমোট কন্ট্রোল বিল্ডিং, পূর্ব রেলওয়ে, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ **ক্রমিক নং. ১, টেন্ডার নংঃ ইএলইজি-ওটি-১২০১-২০২৪-২৫, কাজের বিবরণঃ** মেট্রো ব্লক বি.আর.সিং হাসপাতালের ৩য় তলে সিস্টারস্ ওয়ার্ক স্টেশন সহ কেবিন এবং করিডোরের উন্নয়ন, **টেন্ডার মূল্যঃ** ৪৩,৮৮,২৪৫.৪০ টাকা, **বায়না মূল্যঃ** ৮৭,৮০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** ১২ মাস। **ক্রমিক নং. ২, টেন্ডার নংঃ ইএলইজি-ওটি-১২০৩-২০২৪-২৫, কাজের বিবরণঃ** শিয়ালদহ ডিভিসন-ট্র্যাক মেশিন সাইডিংয়ের ব্যবস্থা ১২টি **টেন্ডার মূল্যঃ** ১,৪০,৯০,৯৫৫ টাকা, **বায়না মূল্যঃ** ২,২০,৫০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** ১৮ মাস। **ক্রমিক নং. ৩, টেন্ডার নংঃ ইএলইজি-ওটি-১২০৫-২০২৪-২৫, কাজের বিবরণঃ** তিন (০৩) বছরের জন্য বি.সি.রায় ইনস্টিটিউট, শিয়ালদহে ভিআরএফ টাইপ এয়ার-কন্ডিশনিং প্ল্যান্ট, মোট ক্যাপাসিটি ১২৬ এইচপি (মেকঃ ব্লু স্টার)-এর সামগ্রিক বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি। **টেন্ডার মূল্যঃ** ১৯,৬৪,৫৫৬.৭২ টাকা, **বায়না মূল্যঃ** ৩৯,৩০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** ৩৬ মাস। **ক্রমিক নং. ৪, টেন্ডার নংঃ ইএলইজি-ওটি-১২০৬-২০২৪-২৫, কাজের বিবরণঃ** তিন (০৩) বছরের জন্য বি.আর.সিং হাসপাতাল ওপিডি ব্লকের পুরুষ মেডিক্যাল ইউনিট ৬ষ্ঠ তলে ভিআরএফ টাইপ এয়ার-কন্ডিশনিং প্ল্যান্ট, মোট ক্যাপাসিটি ২০ এইচপি x ৫টি (মেকঃ ব্লু স্টার)-এর সামগ্রিক বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি। **টেন্ডার মূল্যঃ** ১৫,৫৯,১৭২ টাকা, **বায়না মূল্যঃ** ৩১,২০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** ৩৬ মাস। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্যঃ** ০.০০ টাকা (ক্রমিক নং. ১ থেকে ৪-এর জন্য)। **টেন্ডার প্রকাশের তারিখঃ** ২০.০৩.২০২৫। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ১৪.০৪.২০২৫ তারিখ দুপুর ২ টো। **টেন্ডার বিড খোলার তারিখ ও সময়ঃ** ১৪.০৪.২০২৫ তারিখ দুপুর ২টো। **টেন্ডার বিডিং শুরুর তারিখঃ** ৩১.০৩.২০২৫। বিশদ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং সময়ে সময়ে ইস্যুকৃত সংশোধনী **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

SDAH-390/2024-25

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

PUBLIC NOTICE
FORM-C

NOTICE is hereby given that Share Certificate No(s) 406301 and 410341 for 4800 shares and 1920 share(s) bearing distinctive nos. 405068729-405073528 and 1094969214 – 1094971133 (both inclusive) of Berger Paints India Ltd. under folio no. 50/072, having its Registered Office at Berger House, 129, Park Street, Kolkata, West Bengal-700017, registered in the name(s) of SHYAM SUNDER GHOSH has/have been lost.

I/We, have now applied to the Company for issue of duplicate share certificate(s) in lieu of the above. Any person having any objection to the issue of duplicate Share certificate(s) in lieu of said original share certificate(s), is requested to lodge his/her objection thereto with the Company at the above address or with their Registrars, CB Management Services (P) Ltd., Rasoi Court, 5th Floor 20, Sir R.N Mukherjee Road Kolkata - 700001, in writing, within 15 days from the date of publication of this Notice.

Name & Address of the shareholder(s)
Name: SHYAM SUNDER GHOSH
Address: FLAT NO-1B 1ST FLOOR 18, ANANDA LANE, SHYAMBAZAR, NEAR SAILENDRA SIRCAR SCHOOL, SHYAMBAZAR MAIL, KOLKATA,
Place: Kolkata **WEST BENGAL-700004**
Date : 27-03-2025

উত্তর পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ২৩৫-৬২
টেলি টেন্ডার ০৪-২০২৫

ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তাঁর পক্ষে, ডেপুটি চিফ সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার / টেলি/ হেডকোয়ার্টার, এন.ই. রেলওয়ে, গোরখপুর নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছে, যাদের টেন্ডার নথিতে উল্লেখিত যোগ্যতার মানদণ্ড অনুসারে পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা রয়েছে। ১. টেন্ডার নংঃ এন-২৩৫-৬২ টেলি টেন্ডার ০৪-২০২৫ **২. কাজের নামঃ** কোচিং ডিপো গোরখপুর, এন.ই. রেলওয়ের বিভিন্ন স্থানে রেলনেট এবং অন্যান্য টেলিকম সুবিধা প্রদানের জন্য বিভিন্ন টেলিকম সামগ্রী সরবরাহ, ইনস্টলেশন, পরীক্ষা এবং কমিশনিং **৩. টেন্ডার মূল্যঃ** ₹ ১৮,৬২,৯১৪.১৯ (আঠারো লক্ষ বাষট্টি হাজার নয়শ চৌদ্দ টাকা উনিশ পয়সা মাত্র) ৪. **দরপত্রের জামানতঃ** ₹৩৭,৩০০ /- **৫. প্রস্তাবের বৈধতাঃ** ৬০ দিন **৬. দরপত্র বন্ধ এবং খোলার স্থান, তারিখ এবং সময়ঃ** ডিএসটিই / টেলি, এন.ই. রেলওয়ে, গোরখপুরের অফিস। ২৯.০৪.২০২৫ বিকাল ৩.০০ টায় **৭. সমাপ্তির সময়কালঃ** ০৩ (তিন) মাস। ৮. দরপত্রের যেকোনো পরিবর্তনের জন্য, মূল দরপত্র বিজ্ঞপ্তির সংশোধনীর জন্য অনুগ্রহ করে ইন্টারনেট ওয়েবসাইটে দেখুন। ৯. বিস্তারিত দরপত্র বিজ্ঞপ্তি, নথিপত্র, যোগ্যতার মানদণ্ড, শর্তাবলী http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

দ্রষ্টব্যঃ দরপত্রদাতা / দরদাতাদের তাদের দরপত্রের সাথে সমস্ত প্রাসঙ্গিক সংযুক্তি / ফরম্যাট/ সংযোজনী আপলোড করতে হবে।

ডি.ওয়াই চিফ সিগন্যাল ও টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার / টেলি/ হেডকোয়ার্টার, গোরখপুর
CPRO/Signal-108

ট্রেনে বিড়ি / সিগারেট ধূমপান করবেন না

নশিপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড
রেজি নং.০৮, তাং. ০৫।০৭।১৯৬৩
গ্রাম-নশিপুর, পোঃ হরিহরপাড়া, ব্লক- হরিহরপাড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ
স্মারক নং. ০১ / এ আর ও / ২০১৫ তারিখ-২৪.০৩.২০২৫

খসড়া নির্বাচক তালিকা (Draft Electroral roll) সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

সমবায় সমিতি সমূহের সহ নিবন্ধক, মুর্শিদাবাদ রেঞ্জ তথা মুর্শিদাবাদ সমবায় সমিতি সমূহের নির্বাচন সংশ্লিষ্ট বিষয়ক রিটার্নিং অফিসার (Returning Officer) দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়া আমি শ্রী, রাজিব রায়, সমবায় পরিদর্শক, মুর্শিদাবাদ রেঞ্জ, হরিহরপাড়া, ডেভ ব্লক তথা অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার (Assistant Returning Officer / ARO) এতদ্বারা নশিপুর এসকেইউএস লিমিটেড এর সমস্ত সদস্যগণকে জানাইতেছি যে অত্র বিজ্ঞপ্তির সহিত নির্বাচন ক্ষেত্র (Constituency) ভিত্তিক খসড়া নির্বাচক তালিকা সংযোজিত হইল যাহা অত্র বিজ্ঞপ্তির অংশ হিসাবে পরিগনিত হইবে। উক্ত নির্বাচক তালিকা সংক্রান্ত কোন সংযোজন, সংশোধন কিংবা বিয়োজন বিষয়ে কোনও সদস্যের কোনও বক্তব্য থাকিলে তাহা লিখিত ভাবে ইং ০৪।০৪।২০২৫ তাং এর মধ্যে সমিতির প্রধান অফিসে যে কোনও কাজের দিনে সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ০৩.০০ টার মধ্যে জমা দিতে পারিবেন। উপরি উক্ত বক্তব্যের উপর আগামী ইং ০৫।০৪।২০২৫ তারিখে সকাল / বিকাল ৩ টায় অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার (Assistant Returning Officer / ARO) দ্বারা সমিতির প্রধান কার্যালয়ে শুনানি হইবে। উক্ত শুনানির সময় আবেদন কারীকে তাহার বক্তব্যের সপক্ষে লিখিত/ মুদ্রিত প্রমানাদি দাখিল করিতে হইবে। শুনানি অন্তে চূড়ান্ত নির্বাচক তালিকা (Final Electoral Roll) আগামী ইং ০৭।০৪।২০২৫ তারিখে প্রকাশিত হইবে।

পূর্ব রেলওয়ে

এসএলআর-এর পার্সেল স্পেসের লিজিংয়ের জন্য ই-অকশন আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি

সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ৫ম তল, যাত্রী নিবাস, হাওড়া স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে দুই বছরের জন্য হাওড়া ডিভিসন থেকে যাত্রা শুরু করা ০৮টি যাত্রীবাহী ট্রেনে ১৫টি এসএলআর-তে পার্সেল স্পেসের দীর্ঘমেয়াদী লিজিংয়ের জন্য দুই ফেজে ই-অকশন আহ্বান করছেন। বিস্তারিত নিয়ম এবং শর্তাবলী সম্বলিত অহস্তান্তরযোগ্য অকশন ক্যাটালগ **www.ireps.gov.in**-তে পাওয়া যাবে। বর্তমান ই-অকশনের জন্য বিডিং **www.ireps.gov.in**-তে ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে জমা করতে হবে। ই-অকশন প্রণালীতে অংশগ্রহণের জন্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে মার্চেন্টদের এককালীন রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক। মার্চেন্টদের ক্লাস-III ডিজিটাল সিগনেচার থাকতে হবে। **(১) অকশন ক্যাটালগ নংঃ** পিসিএল-এইচডব্লুএইচ-এল ২৫-৩সি, **ট্রেনঃ** ১৫২৩৫ আপ হাওড়া-দ্বারভাঙ্গা সাপ্তাহিক এক্সপ্রেসের এফএসএলআর-১। **অকশন শুরুর তারিখ ও সময়ঃ** ২৭.০৩.২০২৫ তারিখ দুপুর ১টা। **(২) অকশন ক্যাটালগ নংঃ** পিসিএল-এইচডব্লুএইচ-এল২৫-৪এ , **ট্রেনঃ** ০৭টি যাত্রীবাহী ট্রেনে ১৪টি এসএলআর। **অকশন শুরুর তারিখ ও সময়ঃ** ০৪.০৪.২০২৫ তারিখ দুপুর ১টা।

HWH-692/2024-25

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ এনআইটি/০২/২৫/১৭, তারিখঃ ২৪.০৩.২০২৫। প্রিন্সিপাল চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার, ১৭, নেতাজী সুভাষ রোড, ৩য় তল, ফেয়ারলি প্লেস, কলকাতা-৭০০০০১, পূর্ব রেলওয়ে নিম্নলিখিত আইটেম সরবরাহের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **ক্রমিক নং.; টেন্ডার নং.; বিবরণ; ইএমডিঃ (১); ০৮২৪৫০৩৩;** সিংগল ফেজ সরবরাহ, স্থাপন, পরীক্ষণ এবং চালুকরণ ইত্যাদি; ১৩১৯২০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ০১.০৪.২০২৫, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(২); ১০২৪১১৮১এ;** ডব্লুএজি৯/ডব্লুএপি৭ (৩-ফেজ লোকো)-এর জন্য সাসপেনশন টিউব; ৫৫৮০১০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ০৮.০৪.২০২৫, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(৩); ১২২৫৫২৪৫;** বিসিএম-এর জন্য ক্লাচ কাপলিং; ২০০১১০ টাকা। **(৪); ২১২৫১৩৫৫;** ফ্ল্যাপ ডোর অ্যারেঞ্জমেন্ট ইত্যাদি; ২৮০৩৭০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ১০.০৪.২০২৫, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট (ক্রমিক নং ৩ এবং ৪-এর জন্য)। **(৫); ১০২৫২৩৯০;** স্যান্ডিংয়ের জন্য ফুট স্যুইচ স্প্রিং লোড ইত্যাদি; ১১৩০৯০ টাকা। **(৬); ১২২৪৫৭৫৩;** এমএফআই মেশিনের জন্য টাংস্টেন কারবাইড ট্যাম্পিং টুল সেট; ১১৫৮৫০ টাকা। **(৭); ১৪২৫১০৩৪;** রিলে, প্লাগ ইন টাইপ, স্টাইল "কিউএল১", ম্যাগনেটিক্যালি ল্যাচড্, নিউট্রাল লাইন, ২৪ভি ডিসি, ১১এফ, ৪বি, কন্ট্যাক্টের প্রাপ্যতা ইত্যাদি; ১৮০৮৫০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ১৪.০৪.২০২৫, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট (ক্রমিক নং ৫, ৬ এবং ৭-এর জন্য)। **(৮); ১০২৪৫০৪০;** "ট্রাফ" ব্যতীত রুফ মাউন্টেড এয়ার কন্ডিশনিং সিস্টেম ইত্যাদি; ১২৬৯৫৪০ টাকা। **(৯); ১০২৫১১৯৬;** রিভার্সারের জন্য কন্ট্যাক্ট সেগমেন্ট অ্যাসেম্বলী ক্রয় ইত্যাদি; ১১৪৭৯০ টাকা। **(১০); ১০২৫১৭৯৩;** ট্রান্সফর্মার অয়েল কুলিং ব্লোয়ার; ১৫৪৯৩০ টাকা। **(১১); ১৯২৫৫০০৮;** ৬ ইয়ারলি শিডিউল কিট ইত্যাদি; ২১৮০১০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ১৫.০৪.২০২৫, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট (ক্রমিক নং ৮, ৯, ১০ এবং ১১-এর জন্য)। **(১২); ১০২৪১১৬৭এ;** ম্যাগনেট ফ্রেম কম্পোনেন্ট (পিই)-এর সেট; ১৮৬২৩০ টাকা। **(১৩); ১২২৫৫২৭১;** বিসিএম-এর জন্য মেইন ড্রাইভ পাম্প; ২৪৭৮০০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ১৭.০৪.২০২৫, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট (ক্রমিক নং ১২ এবং ১৩-এর জন্য)। **(১৪); ১০২৫২১৬০;** ম্যাক্সিমাম কারেন্ট রিলে ইত্যাদি; ১৯৭৪৯০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ১৮.০৪.২০২৫, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(১৫); ০৮২৫৫০২০;** এরোসল ফায়ার সরবরাহ এবং স্থাপন; ২২৪২০০ টাকা। **(১৬); ১০২৪২১৮৭;** বিভিন্ন নিউম্যাটিক ভালভের জন্য মেন্টেন্যান্স কিট ইত্যাদি; ১৬১৯০০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ২১.০৪.২০২৫, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট (ক্রমিক নং ১৫ এবং ১৬-এর জন্য)। **টেন্ডার মূল্যঃ** ০ টাকা (ক্রমিক নং ১ থেকে ১৬-এর জন্য)। **দ্রষ্টব্যঃ** উপরে উল্লিখিত টেন্ডারগুলি হল ই-টেন্ডার এবং আইআরইপিএস ওয়েবসাইট **https://www.ireps.gov.in**-এর মাধ্যমে অনলাইনে তাঁদের বিড জমা করতে সকল টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। উপরে উল্লিখিত টেন্ডার এবং অন্যান্য সরবরাহ টেন্ডারের আরও বিস্তারিত বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট দেখুন।

STORES-87/2024-25

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Civil), BR-VII, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/EEC/VII/058/100/2024-2025/D
Name of the work: **Protection of road at Khanaberia Village and its surroundings in Ward No.-58, BR-VII.** Estimated cost (including GST and CESS): **₹ 4,99,797.28.** Earnest money: **₹ 10,000.00.** Period of completion: **45 days.** Last date and time of submission of bid: **08.04.2025 - 12 Noon.** Tender will be opened on: **11.04.2025 - 12 Noon.** The bid forms and other details are available on and from **28.03.2025 (5 P.M.).**

(2) NIT No. : KMC/EEC/VII/66/71/24-25/R
Name of the work: **Repairing of passage at 10, 11/1, 20, 39, 35 Topsia Road, 9, 5 Spgachi 1st Lane, 30, 25 Kustia Masjid Bari Lane etc. and surrounding areas disturbed by CESC in Ward No.-66.** Estimated cost (including GST and CESS): **₹ 2,53,146.72.** Earnest money: **₹ 5,100.00.** Period of completion: **45 days.**

(3) NIT No. : KMC/EEC/VII/66/68/24-25/R
Name of the work: **Restoration of passage at 2 No. Kustia Road Labour Quarter, disturbed due to laying of sewer line in Ward No.-66.** Estimated cost (including GST and CESS): **₹ 1,59,785.96.** Earnest money: **₹ 3,200.00.** Period of completion: **30 days.**

(4) NIT No. : KMC/EEC/VII/66/63/24-25/R
Name of the work: **Repairing of road by providing hot mix from 4, P.G. 2nd Lane to 158A, P.G. Road, 35E/1, 7C, C.N. Roy Road to 143/18 P.G. Road and surroundings disturbed by W/S Dept. in Ward No.-66.** Estimated cost (including GST and CESS): **₹ 4,88,386.41.** Earnest money: **₹ 9,800.00.** Period of completion: **75 days.**

(5) NIT No. : KMC/EEC/VII/57/92/24-25/R
Name of the work: **Repairing of passage at 48 D.C. Dey and its surrounding in Ward No.-57.** Estimated cost (including GST and CESS): **₹ 2,96,538.06.** Earnest money: **₹ 6,000.00.** Period of completion: **60 days.**

(6) NIT No. : KMC/EEC/VII/57/93/24-25/R
Name of the work: **Repairing of passage at 36 D.C. Dey and its surrounding in Ward No.-57.** Estimated cost (including GST and CESS): **₹ 2,91,874.93.** Earnest money: **₹ 5,900.00.** Period of completion: **60 days.**

(7) NIT No. : KMC/EEC/VII/66/69/24-25/R
Name of the work: **Repairing of water trench near 58 and 40 Topsia Road, 7 G.J. Khan Road, 26C Raicharan Ghosh Lane, 194 Picnic Garden Road and surroundings disturbed by W/S Dept. in Ward No.-66.** Estimated cost (including GST and CESS): **₹ 4,48,933.83.** Earnest money: **₹ 9,000.00.** Period of completion: **60 days.**

(8) NIT No. : KMC/EEC/VII/64/48/24-25/D
Name of the work: **Maintenance of footpaths, which disturbed by CESC Ltd. and Natural Wear-Tear at 17, 38 Syed Amir Ali Avenue, 21/A, Nasiruddin Road, 67 Theater Road and etc. in Ward No.-064.** Estimated cost (including GST and CESS): **₹ 2,81,113.77.** Earnest money: **₹ 5,700.00.** Period of completion: **45 days.**

(9) NIT No. : KMC/EEC/VII/63/52/24-25/D
Name of the work: **Restoration of footpath disturbed by CESC Ltd. at portion of Upper Wood Street, Chowringhee Road, Park Street and Sarojini Naidu Sarani in Ward No.-63.** Estimated cost (including GST and CESS): **₹ 1,67,099.62.** Earnest money: **₹ 3,400.00.** Period of completion: **30 days.**

(10) NIT No. : KMC/EEC/VII/65/59/24-25/D
Name of the work: **Restoration of passage (disturbed by CESC) at 29/1B Miajan Ostagar Lane, 4/H Tiljala Lane, 31 Palm Avenue, 6/H/7 Chamru Khansama Lane etc. and surroundings in Ward No.-65.** Estimated cost (including GST and CESS): **₹ 2,71,875.99.** Earnest money: **₹ 5,500.00.** Period of completion: **45 days.**

(11) NIT No. : KMC/EEC/VII/65/60/24-25/D
Name of the work: **Restoration of passage (disturbed by CESC) at 8/2A, 10/C, 11B, 12B Tiljala Shibtola Lane, 16/C, 168B Tiljala Road, 24/9A Kustia Masjid Bari Lane etc. and surroundings in Ward No.-65.** Estimated cost (including GST and CESS): **₹ 2,54,465.99.** Earnest money: **₹ 5,100.00.** Period of completion: **60 days.** Last date and time of submission of bid: **08.04.2025 up to 2 P.M. (For Sl. No. 2 to 11).** Tender will be opened on: **11.04.2025 at 2 P.M. (For Sl. No. 2 to 11).** The bid forms and other details are available on and from **28.03.2025 at 6.55 P.M. (For Sl. No. 2 to 11).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 11).**

The Executive Engineer (Civil), BR-I, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/EEC/I/002/90/2024-2025
Name of the work: **Construction of shed beside Sitala Mandir at 3, Tarini Charan Ghosh Lane (Sabji Bagan) in Ward No.-04, BR-1, KMC.** Estimated cost (including GST & CESS): **₹ 2,94,654.00.** Earnest money: **₹ 6,000.00.** Period of completion: **21 days.**

(2) NIT No. : KMC/EEC/I/007/40/2024-2025
Name of the work: **Repairing of paver block and IPS footpaths (disturbed by Lighting Deptt.) at 124, 121/D, 120, 118, etc. Bidhan Sarani and surrounding areas in Ward No.-007 under BR-I.** Estimated cost (including GST & CESS): **₹ 2,48,586.00.** Earnest money: **₹ 5,000.00.** Period of completion: **21 days.**

(3) NIT No. : KMC/EEC/I/009/38/2024-2025
Name of the work: **Relaying of kerb and channel stones at K.K. Sur Street, Harachandra Mullick Street, Balaram Majumder Street and surroundings in Ward No.-009.** Estimated cost (including GST & CESS): **₹ 1,58,310.00.** Earnest money: **₹ 4,000.00.** Period of completion: **21 days.** Last date and time of submission of bid: **07.04.2025 (up to 1 P.M.) (For Sl. No. 1 to 3).** Tender will be opened on: **09.04.2025 (1 P.M.) (For Sl. No. 1 to 3).** The bid forms and other details are available on and from **25.03.2025 at 6 P.M. (For Sl. No. 1 to 3).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 3).**

The Executive Engineer (Civil), BR-X, KMC invites online percentage rate e-tenders in two bid system for the following work:

NIT No. : EEC/BX/092/033/2024-2025
Name of the work: **Restoration of paver block footpath, asphaltum road and IPS passage disturbed by W.S. Dept. near 1, Raja S.C. Mallick Road, 51/C S.G.G. Road etc. in Ward No.-092, BR-X.** Estimated value (including GST and CESS): **₹ 3,18,379.32.** Earnest money: **₹ 6,400.00.** Time of completion: **70 days.** Last date and time of submission of bid: **09.04.2025 - 12 Noon.** Date and time of opening of bid: **12.04.2025 - 12 Noon.** The bid forms and other details are available on and from **28.03.2025 (from 5 P.M.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The Executive Engineer (Civil), BR-XVI, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work:

NIT No. : KMC/E.E(C)/BR-XVI/142/060/24-25
Name of the work: **Maintenance of C.C. road at Chakramnagar near L.P. No.-P396 in Ward No.-142.** Estimated cost (including GST & CESS): **₹ 4,18,584.52.** Earnest money: **₹ 9,000.00.** Period of completion: **30 days.** Last date and time of submission of bid: **07.04.2025 - 12 Noon.** The tender will be opened on: **09.04.2025 - 12 Noon.** The bid forms and other details are available on and from **28.03.2025 (5 P.M.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

CORRIGENDUM

(A) NIT No. - KMC/SWM-II/E/24-25/68-R, (B) NIT No.-KMC/SWM-II/E/24-25/17-R published in this Newspaper on **13.03.2025** (Key No. 1486/24-25) of **S.W.M-II Department** (Sl. No. 1 & 2). The last date & time of submission of bid will be read as **03.04.2025 at 5 P.M.** instead of 24.03.2025 at 5 P.M. (For Sl. No. A & B).

(1538/24-25)

টেস্টে ছন্দে ফিরতে ফের নয়া 'ফতোয়া' জারি করল বোর্ড!

মুম্বই, ২৬ মার্চঃ আবারও কি নতুন ফতোয়া জারি করতে চলেছে বিসিসিআই? তেমনই সম্ভাবনা দেখা গিয়েছে। গত মরশুম ছিল ভারতীয় দলের কাছে অম্লমধুর। একদিনের

ক্রিকেটে সাফল্য এলেও টেস্টে কিন্তু সফল হননি রোহিতরা। প্রথমে নিউজিল্যান্ডের কাছে ঘরের মাটিতে হোয়াইটওয়াশ। পরে বর্ডার-গাভাসকর ট্রফিতে ১-৩ ব্যবধানে সিরিজ হারের পর সমালোচনায় বিদ্ধ হয় টিম ইন্ডিয়া। এরপরই বিসিসিআইয়ের কড়া মনোভাব লক্ষ্য করা যায়। রোহিত, বিরাটদের উপর কঠোর নির্দেশিকা জারি করে বোর্ড। তবে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জয়ের পর মনে করা হয়েছিল বিসিসিআই হয়তো সুর নরম করতে চলেছে। কিন্তু ভাবনা এবং বাস্তবের মধ্যে যে বিস্তর ফারাক, সেটা ফের একবার বোঝা গেল। অস্ট্রেলিয়া সফরের সময় ভারতীয় ড্রেসিংরুমে ফাটলের বেশ কিছু খবর সামনে আসে। হেডকোচ গৌতম গম্ভীরও নাকি ড্রেসিংরুমের পরিবেশ নিয়ে অসন্তুষ্ট ছিলেন। তিনি নিজেও নাকি পরিস্থিতির পরিবর্তন চেয়েছিলেন। এরপর ভারতীয় দলের সকল ক্রিকেটারের জন্য ঘরোয়া ক্রিকেট খেলা বাধ্যতামূলক করে বোর্ড। এদিকে জানা গিয়েছে, কয়েকজন প্রথম সারির টেস্ট ক্রিকেটারকে ভারত এ দলের হয়ে খেলতে হবে। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজের আগে প্রস্তুতির জন্য ইংল্যান্ড লায়ন্সের বিরুদ্ধে দু'টি প্র্যাকটিস ম্যাচে খেলতে হবে তাঁদের। এমনই নির্দেশ ভারতীয় বোর্ডের। আইপিএল শেষ হওয়ার পর বেশ কিছু ভারতীয় ক্রিকেটারকে ভারত এ দলের হয়ে খেলতে দেখা যাবে। পিটিআই সূত্রে জানা গিয়েছে, ইংল্যান্ড সফরে দল ঘোষণার জন্য হাতে অনেকটা সময় আছে। করুণ নায়ারকে দলে নেওয়া হতে পারে। রনজি ট্রফিতে দারুণ ফর্মে দেখা গিয়েছিল তাঁকে। উল্লেখ্য, এই করুণ নায়ারই ২০১৬ সালে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৩০৩ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলেছিলেন। তারপর রহস্যজনকভাবে ভারতীয় দলে তাঁকে আর কখনও দেখা যায়নি। তবে কোন কোন সিনিয়র ক্রিকেটাররা ভারত এ দলের বিরুদ্ধে খেলবেন, তা আপাতত জানা যাবে না। আইপিএল নকআউট পর্বের সময় টেস্ট দল নির্বাচন হবে। তখনই বোঝা যাবে, কোন কোন ক্রিকেটারকে পাওয়া যাবে। আসলে ক্রিকেটারদের টেস্টে ছন্দে ফেরাতেই বোর্ডের নতুন এই নির্দেশিকা। এতে কি চাপে পড়তে পারেন বিরাট-রোহিতরা? বোঝা যাবে আরও ক'টা দিন গেলে।

অক্টোবরে ভারত সফরে আসছেন মেসি, খেলবেন প্রীতি ম্যাচ?

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

ভারতীয় ফুটবল ভক্তদের জন্য একটি দারুণ সুখবর এসেছে। বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফুটবলার লিওনেল মেসি আর্জেন্টিনা জাতীয় ফুটবল দলের সঙ্গে ভারতে আসতে চলেছেন। ২০২৫ সালে আর্জেন্টিনা দল ভারতে একটি ম্যাচ খেলতে আসবে। মেসি শেষবার ২০১১ সালে ভারত সফর করেছিলেন। ১৪ বছর পর এই ফুটবল কিংবদন্তি আবার ভারতের মাটিতে পা রাখবেন। এই খবরে ভারতীয় ফুটবলপ্রেমীদের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে। ভারতে ফুটবলের জনপ্রিয়তা বাড়াতে এইচএসবিসি ইন্ডিয়া আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের (এএফএ) সঙ্গে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। এই চুক্তির অধীনে আর্জেন্টিনা জাতীয় দল ভারতে একটি প্রীতি ম্যাচ খেলবে। এইচএসবিসি ইন্ডিয়া একটি বিবৃতিতে জানিয়েছে, ২০২৫ সালের অক্টোবরে আর্জেন্টিনা জাতীয় ফুটবল দল ভারতে একটি আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী ম্যাচ খেলতে আসবে। এই দলে তারকা খেলোয়াড় লিওনেল মেসিও থাকবেন। এই ঘোষণা ভক্তদের জন্য একটি স্বপ্নপূরণের মতো ঘটনা। চুক্তি অনুযায়ী, আর্জেন্টিনা দল ২০২৫ সালের অক্টোবরে কেরালা রাজ্যে একটি প্রীতি ম্যাচ খেলতে আসবে। এই ম্যাচটি কোচির একটি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। কেরালা, যেখানে ফুটবলের প্রতি ভালোবাসা অত্যন্ত গভীর। সেখানে মেসির মতো তারকাকে মাঠে দেখার জন্য ভক্তরা ইতিমধ্যেই উন্মুখ হয়ে আছেন। এএফএ সভাপতি ক্লদিও ফ্যাবিয়ান তাপিয়া এই চুক্তিকে দলের আন্তর্জাতিক

সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে একটি নতুন মাইলফলক হিসেবে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেন, ''ভারতের মতো ফুটবলপ্রিয় দেশে খেলা আমাদের জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।'' লিওনেল মেসি এর আগে ২০১১ সালের সেপ্টেম্বরে ভারতে এসেছিলেন। সেই সময় কলকাতার সল্টলেক স্টেডিয়ামে আর্জেন্টিনা ভেনেজুয়েলার বিরুদ্ধে একটি ম্যাচ খেলেছিল। দর্শকপূর্ণ স্টেডিয়ামে আর্জেন্টিনা ১-০ গোলে জয় ছিনিয়ে নিয়েছিল। মেসির সেই খেলা ভারতীয় ফুটবল ভক্তদের মনে এখনও অমলিন হয়ে আছে। ১৪ বছর পর তার ফিরে আসা ভক্তদের জন্য একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত হতে চলেছে।

ফের কামাখ্যা মায়ের শরণে রাহানেরা

গুয়াহাটি, ২৬ মার্চঃ বুধ-সন্ধেয় বর্ষাপাড়ায় ম্যাচের আগে কামাখ্যা মন্দিরে পুজো দেন অজিঙ্ক রাহানেরা। গত আইপিএলে গুয়াহাটিতে যখন কেকেআরের ম্যাচ ছিল, সেই সময় কলকাতা নাইট রাইডার্সের বেশ কয়েকজন ক্রিকেটার কামাখ্যা মন্দিরে পুজো দিতে গিয়েছিলেন। পরে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর ফের মা কামাখ্যার আশীর্বাদ নিতে কামাখ্যা মন্দিরে গিয়েছিলেন নাইটরা। এ বার ফের তাই মায়ের শরণে নাইট শিবির। কেকেআরের সোশ্যাল মিডিয়া সাইটে একটি ভিডিয়ো শেয়ার করা হয়েছে। যেখানে দেখা গিয়েছে, কেকেআরের ক্যাপ্টেন অজিঙ্ক রাহানে থেকে শুরু করে নাইট সিইও ভেঙ্কি মাইসোররা মা কামাখ্যার পুজো দিয়েছেন। কলকাতার শেয়ার করা ভিডিয়োর শুরুতেই কেকেআরের একজনকে

বলতে শোনা যায়, 'গুয়াহাটিতে এলে প্রথমেই মা কামাখ্যার আশীর্বাদ নিই আমরা। এ বারও অ্যাওয়ে মরসুম শুরু করার আগে কেকেআরের প্লেয়ার, সাপোর্ট স্টাফরা পৌঁছে গিয়েছে মা কামাখ্যার মন্দিরে।'' এরপর কেকেআরের সিইও ভেঙ্কি মাইসোর জানান, টিমের অনেকেই সেখানে এসেছেন মা কামাখ্যার আশীর্বাদ নিতে। তিনি এও উল্লেখ করেন, গত মরসুমে কেকেআরের অনেক ক্রিকেটার কামাখ্যা মন্দিরে পুজো দিতে গিয়েছিলেন। এরপর নাইটরা চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পরও ট্রফি নিয়ে মা কামাখ্যার কাছে গিয়েছিলেন ক্রিকেটাররা। কামাখ্যা মন্দিরে পুজো দেওয়ার পর কেকেআরের অধিনায়ক অজিঙ্ক রাহানে বলেন, ''আমি আগেও বলেছি, ভারতের অন্যতম ঐশ্বরিক স্থানগুলির একটি কামাখ্যা। এখানে এলে শক্তি অনুভূত হয়। অন্তর থেকে ভালো লাগে। মায়ের দর্শন করেছি। দারুণ লাগছে।'' ওই ভিডিয়োতে দেখা যায় নাইট ক্যাপ্টেন, কেকেআরের সিইও ছাড়া মন্দিরে পুজো দিতে গিয়েছিলেন বরুণ চক্রবর্তী, চেতন সাকারিয়া, রমনদীপ সিংরা।

জাতীয় ফুটবলে নিজের পরিচয় দেবেন পুরুলিয়ার ছোট্ট সীমা!

দুরন্ত বার্তা, পুরুলিয়া, ২৬ মার্চঃ পুরুলিয়া জেলার মাহালিতোড়ার এক ছোট্ট গ্রামে বসবাস করেন ১৭ বছরের সীমা মাহাতো। তার বাড়ি মাটি-ইঁট দিয়ে তৈরি, মাত্র দুটি ঘর এমন পরিবেশে বড় হয়ে উঠেছেন সীমা। তবে, এই ছোট্ট ঘরেই আশার আলো দেখছেন বাংলার ফুটবল দলের এই তারকা ফুটবলার। সম্প্রতি, তিনি জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতার জন্য বাংলার প্রতিনিধি হিসেবে মনোনীত হয়েছেন। তার এই অর্জন শুধুমাত্র তার পরিবার এবং গ্রামের জন্য নয়, পুরুলিয়া তথা পশ্চিমবঙ্গের জন্যও এক গর্বের বিষয়। সীমার ফুটবল যাত্রা শুরু হয়েছিল ২০১৭ সালে, যখন তিনি তৃতীয় শ্রেণির ছাত্রী ছিলেন। তার জেঠতুতো দাদা বিষ্ণুপদ মাহাতোর হাত ধরে ফুটবলের প্রতি তার আগ্রহ বাড়ে। সীমা নিজে কখনোই ভাবেননি যে ছোটবেলার খেলাধুলা একদিন তাকে জাতীয় স্তরের ফুটবল প্রতিযোগিতায় নিয়ে যাবে। তবে তার একাগ্রতা, কঠোর পরিশ্রম এবং দাদার দিকনির্দেশনায় সে ফুটবলে দারুণ দক্ষ হয়ে ওঠে। স্কুলে পড়াশুনার পাশাপাশি সীমার ফুটবল প্রশিক্ষণ শুরু হয় ভোর

পাঁচটায়। শীত, গ্রীষ্ম কিংবা বর্ষা কখনোই সে অনুশীলন বন্ধ করেনি। প্রতিদিন সকাল সাড়ে পাঁচটা থেকে সকাল নটা পর্যন্ত এবং বিকাল সাড়ে চারটা থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত নিয়মিত বল নিয়ে মাঠে অনুশীলন করত সে। তার এই কঠোর পরিশ্রম এবং আত্মবিশ্বাস তাকে আজ এই জায়গায় নিয়ে এসেছে। তার দাদা বিষ্ণুপদ মাহাতো তাকে কোচ হিসেবে প্রেরণা দিয়ে চলেছেন। ২০২৩ সালে প্রথমবার জাতীয় স্তরের আইএফএ ফুটবল প্রতিযোগিতায় খেলতে সুযোগ পায় সীমা। যদিও সেবার গোল করতে না পারলেও তার সাফল্য এবং খেলার মান মুগ্ধ করেছিল সবার। স্কুল স্তরের অনূর্ধ্ব-১৯ ফুটবল প্রতিযোগিতায় বাংলার হয়ে খেলার সুযোগ পেয়ে সে তার আগের সাফল্যকে ছাড়িয়ে যাওয়ার জন্য মরিয়া। এবার তার লক্ষ্য শুধু খেলতে না, বরং গোল করা। মণিপুরের মাঠে ১৫-২০ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হতে চলা এই প্রতিযোগিতায় বাংলার হয়ে মাঠে নামবে সীমা। সীমার পরিবার এক সাধারণ কৃষক পরিবার। তার বাবা আশুতোষ মাহাতো সামান্য জমিতে চাষাবাদ করে জীবন ধারণ করেন। তবে, জমির আবাদে তেমন লাভ হয় না এবং সংসার চলাতে বেশ কষ্ট হয়। সীমা বলে, ''আমার বাবা-মা সবসময় আমাকে এগিয়ে যেতে উৎসাহিত করেছেন। তারা সবসময় আমাকে বলেছে যে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে এবং স্বপ্ন পূরণের জন্য কখনও হাল ছেড়ে দেওয়া যাবে না।'' সীমার মা কমলা মাহাতো বলেন, ''জাতীয় স্তরে বাংলার হয়ে সুযোগ পাওয়ার পর আমরা খুব গর্বিত। আমি জানি, সীমার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। সে কখনও থামবে না, তার লক্ষ্য পূরণ করেই ছাড়বে।'' সীমার এই কঠিন পরিশ্রম এবং অবিচল দৃঢ়তা তাকে শুধু জাতীয় দলে সুযোগ দেয়নি, বরং তাকে এক জীবন্ত প্রমাণ হিসেবে তুলে ধরেছে যে, কোনো প্রতিবন্ধকতা তার স্বপ্নের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। সীমার সাফল্য শুধু তার নিজস্ব নয়, বরং তার পুরো গ্রামের গর্বের বিষয়। গ্রামের অনেকেই তার প্রতিভা ও পরিশ্রমের প্রশংসা করেছেন এবং তার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন। এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে সীমা শুধুমাত্র নিজের স্বপ্ন পূরণ করবে না, বরং তার পরিবারের, তার গ্রামের, এবং পশ্চিমবঙ্গের মুখও উজ্জ্বল করবে। তার মতো একজন প্রতিভাবান এবং পরিশ্রমী কিশোরী যদি তার স্বপ্ন পূর্ণ করতে পারে, তবে তা অন্যদের জন্যও অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে। এবার তার লক্ষ্যে রয়েছে একটি গোল মণিপুরে সেই গোলই তার সাফল্যের পরবর্তী পদক্ষেপ হতে চলেছে।

ভালো রোল মডেল নন? গম্ভীরকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করালেন সানি

মুম্বই, ২৬ মার্চঃ দীর্ঘ ১৭ বছর পর। টি-টোয়েন্টিতে বিশ্বসেরা ভারত। খেলোয়াড় জীবনে বিশ্বকাপ জিততে পারেননি। কোচ হিসেবে টি-টোয়েন্টিতে বিশ্বজয়। রোহিত শর্মারা ২০২৪ সালে ২০ ওভারের বিশ্বকাপ জেতার পর ভারতের তৎকালীন হেড কোচ রাহুল দ্রাবিড় একটি দৃষ্টান্ত তৈরি করেছিলেন। দলের সদস্য। তিনি ব্যতিক্রম নন। সুতরাং, তাঁকে যে আর্থিক পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে, সাপোর্ট স্টাফদেরও সেই অর্থই দেওয়া হোক, এমনটাই বলেছিলেন দ্রাবিড়। তাঁর এই আচরণ মন জিতে নিয়েছিল। সদ্য চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জিতেছে ভারত। এরপরই টিমের জন্য ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড ৫৮ কোটি টাকা পুরস্কার ঘোষণা করে। এর পরেই ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক সুনীল গাভাসকর প্রশ্ন তুলেছেন, গৌতম গম্ভীরও কি তাঁর পূর্বসূরী রাহুল দ্রাবিড়ের পথেই হাঁটবেন? টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জেতার ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড রাহুল দ্রাবিড়কে বাড়তি আড়াই কোটি টাকা দেওয়ার কথা বলেছিল। কিন্তু কোচ রাহুল দ্রাবিড় বলেন, ''এই টাকাটা আমি আমার সাপোর্ট স্টাফদের মধ্যে সমান ভাগে ভাগ করে দিতে চাই।'' তাঁর এই মন্তব্য প্রমাণ করে দিয়েছিল যে, তিনি দলের প্রতি এবং সহকর্মীদের প্রতি কতটা দায়বদ্ধ ছিলেন। স্পোর্টস স্টারের কলামে গাভাসকর লিখেছেন, 'আইসিসি টি২০ বিশ্বকাপ জেতার পর বিসিসিআই ভারতীয় দলের জন্য আর্থিক পুরস্কার মূল্য ঘোষণা করেছিল। রাহুল দ্রাবিড় দলের প্রতি এতটাই দায়বদ্ধ ছিল যে, পুরস্কার মূল্য দলের মধ্যে সমান ভাগে ভাগ করে দিতে বলেছিল।' সানির প্রশ্ন, 'ভারতের বর্তমান কোচও কি প্রাক্তন কোচ রাহুল দ্রাবিড়ের পথে হাঁটবেন? নিজের কলামে তিনি এও লিখেছেন, গৌতম গম্ভীর এই বিষয়ে চুপ কেন? এই পুরস্কার মূল্য সম্পর্কে তিনি কিছু বলছেন না কেন?' সানির যুক্তি, 'বর্তমান কোচের থেকে এমন কিছু এখনও শোনা যায়নি। তিনি রাহুলের পথেই হাঁটবেন কি না পরিষ্কার নয়। তাহলে কি দ্রাবিঢ় একজন ভালো রোল মডেল নন?'

'এগোনো বদলে দু-তিন কদম পিছিয়েছি'

শিলং, ২৬ মার্চঃ তাঁর কেরিয়ারের সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং প্রেস কনফারেন্স। এগোনোর বদলে দুই থেকে তিন ধাপ পিছিয়ে পড়েছে ভারতীয় ফুটবল দল। টিম খুবই খারাপ খেলেছে। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে এশিয়ান কাপের যোগ্যতা নির্ণায়ক ম্যাচে গোলশূন্য ড্রয়ের পর ফুটবলারদের একহাত নিলেন কোচ মানোলো মার্কেস। সাংবাদিক সম্মেলনে হারের কারণ সংক্রান্ত প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ''আমি সত্যি ক্ষুব্ধ ও হতাশ। সত্যি বলতে এটা কেরিয়ারের সবচেয়ে কঠিন প্রেস কনফারেন্স হতে চলেছে। তার কারণ আমার মাথায় এই মুহূর্তে যা কিছু রয়েছে সে সব আমি মুখে বলতে পারব না।'' মুখে 'বলতে পারব না' বলার পরেও এরপর যা কিছু জানালেন মার্কেস, সেটাও কম ঝাঁজালো ছিল না। স্পেনীয় ম্যানেজার ফুটবলারদের একহাত নিয়ে বলেন, ''যখন গত বছর সেপ্টেম্বর মাসে হায়দরাবাদে মাত্র একটি ট্রেনিং সেশনের পর মরিশাসের বিরুদ্ধে ইন্টারকন্টিনেন্টাল কাপ খেলতে নেমেছিলাম, তারপর থেকে আজকের আগে পর্যন্ত সবকিছু ইতিবাচক হয়ে এসেছে। আজ আমরা দুই থেকে তিন কদম পিছিয়েছি।''

ব্রাজিলকে নিয়ে 'ছেলেখেলা' করল আর্জেন্টিনা, চার গোলে 'সুখবর' উদযাপন

ভিনিসিউস-রদ্রিগোকে সেভাবে খুঁজেই পাওয়া গেল না, রাফিনিয়া মাঝেমধ্যে কেবল একটু ঝলক দেখালেন, মাঠের সবখানেই এমন বর্ণহীন হয়ে রইল ব্রাজিল। বিপরীতে, চোটজর্জর দল নিয়েও আত্মবিশ্বাসী পারফরম্যান্স উপহার দিল আর্জেন্টিনা। দলগত ফুটবলে পুরোটা সময় আধিপত্য করে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের উড়িয়ে দিল লিওনেল স্কালোনির দল।

বুয়েনস আইরেস, ২৬ মার্চঃ মনুমেন্তালে নামার আগেই সুখবর পেয়েছে আর্জেন্টিনা দল। ২০২৬ বিশ্বকাপে খেলা নিশ্চিত, যেটা কি না আবার নিজেদের বিশ্বকাপ বাছাইয়ের ইতিহাসে দ্রুততমও। এমন খবরে মনটা কার না ফুরফুরে হবে! চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের সঙ্গে তাই বুঝি একটু নির্মম মজা করার সাধ হয়েছিল আর্জেন্টিনার। কিক-অফের পর প্রথম দুই মিনিট ব্রাজিলের খেলোয়াড়েরা বল পাননি। তখনই বোঝা গিয়েছিল, কিছু একটা নিয়ে তাড়া আছে লিওনেল স্কালোনি অ্যান্ড গ্যাংয়ের। হাতে পাঁচ ম্যাচ রেখে বিশ্বকাপে খেলার টিকিট পাওয়া উদযাপনে বুঝি কেক কাটতে হবে! কিংবা মাঠেই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের কেক বানিয়ে। আরেকটু হলে সেটাই হতো! কারণ, শুরুটা ছিল কেকে দ্রুত পোচ দেওয়ার মতোই! তারপর সময় শেষ হওয়ার আগে আরও একটি। এভাবে চারবার অর্থাৎ চারটি গোল। লিওনেল মেসি-লাওতারো মার্তিনেজদের ছাড়াই আর্জেন্টিনা জিতেছে ৪-১ গোলে। নিজেদের বিশ্বকাপ বাছাইয়ের ইতিহাসে এটাই সবচেয়ে বাজে হার ব্রাজিলের। চার মিনিটে (৩ মিনিট ৪৭ সেকেন্ড) হুলিয়ান আলভারেজের গোল। সেটা আবার বিশ্বকাপ বাছাইয়ে ব্রাজিল-আর্জেন্টিনা ম্যাচে তৃতীয় দ্রুততম। তাতেও আর্জেন্টিনার তাড়াটা ঠিক পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে না। ব্রাজিল 'মাকড়সা'র কামড় মানে 'স্পাইডার' আলভারেজের কাছে গোল হজম করতে সময় পেয়েছে মাত্র ৮ মিনিট। এনজো ফার্নান্দেজ দিয়েছেন দ্বিতীয় পোচ ১২ মিনিটে। ব্রাজিল তখনো বলার মতো একটি আক্রমণও করতে পারেনি। পোস্টেও শট নেই। ওদিকে বিশ্বকাপ বাছাইয়ে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের বিপক্ষে রচিত হয়েছে নতুন ইতিহাস। এত দ্রুত কখনো দুই গোল হজম করেনি ব্রাজিল! দুই গোল ব্যবধানে পিছিয়ে থাকা ব্রাজিলকে ম্যাচে ফিরিয়েছে আসলে আর্জেন্টিনাই। আয়োজকদের রক্ষণদেয়ালের অন্যতম 'স্তম্ভ' ক্রিস্টিয়ান রোমেরো ব্রাজিলের প্রতি একটু 'প্রসন্ন' হয়ে উঠেছিলেন কি না! ২৬ মিনিটে তাই বল পায়ে নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন, দূরে থাকা মাথিয়াস কুনিয়া বল কাড়তে ছুটে আসেন কি না তা দেখার জন্য বুঝি! কুনিয়া আসলেন ঠিকই, কিন্তু রোমেরো তাঁকে ড্রিবলিংয়ের চেষ্টা করেও পারলেন না। বল কেড়ে কুনিয়ার ডান পায়ের জোরাল শট সোজা আর্জেন্টিনার জালে। জাতীয় দলের হয়ে এ ফরোয়ার্ডের প্রথম গোল আর্জেন্টিনার পোস্টে ব্রাজিলের প্রথম শটও। ২০১৯ কোপা আমেরিকা সেমিফাইনালের পর আর্জেন্টিনার জালে ব্রাজিলের প্রথম গোলও! তবে আর্জেন্টিনার তাড়া তখনো শেষ হয়নি। ৩৬ মিনিটে বক্সের বাঁ প্রান্ত থেকে বাঁ পায়ের

জোরাল শটে গোলকিপার বেন্তোর পরীক্ষা নিয়ে চোখরাঙানি দেন থিয়াগো আলমাদা। কে জানত, পরের মিনিটেই তৃতীয় পোচটি দেবেন অ্যালেক্সিস ম্যাক অ্যালিস্টার। ফার্নান্দেজের বাতাসে ভাসানো কম্পাসে মাপা পাস লিভারপুল মিডফিল্ডারের পায়ে এসে পড়েছে। ভলিতে প্রথমার্ধেই ব্রাজিলকে তিন গোল দেওয়ার কাজটুকু সেরেছেন পাকানো পায়ের কাজে। বিশ্বকাপ বাছাইয়ে আর্জেন্টিনার বিপক্ষে দ্বিতীয়বারের মতো প্রথমার্ধে তিন গোল হজম করল ব্রাজিল। প্রথম ২০০৫ সালের জুনে আর্জেন্টিনার মাটিতেই। প্রথমার্ধে ৬১ শতাংশ সময় বল দখলে রেখে ব্রাজিলের পোস্টে চারটি শট নিয়েছে আর্জেন্টিনা। তিনটি গোল এবং আরেকটি আলমাদার সেই শট। এই আলমাদার ডিফেন্স চেরা পাস থেকেই বল দারুণভাবে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে প্রথম গোলটি করেন আলভারেজ। ফার্নান্দেজের আলতো টোকায় করা গোলটি ৩৩ পাসের ফসল, ৩২তমটি ছিল নাহুয়েল মলিনার। গোল পেতে মরিয়া ব্রাজিল তিনটি পরিবর্তন নিয়ে বিরতির পর মাঠে নেমেছে। রদ্রিগোর জায়গায় এনদ্রিক, জোয়েলিংতনের জায়গায় হোয়াও গোমেজ ও হলুদ কার্ড দেখা মুরিল্লোর জায়গায় লিও ওর্তিজ। কিন্তু তাতে ব্রাজিলের খেলার ধার বাড়েনি। আক্রমণভাগ থেকে মিডফিল্ড ছিল বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো। রক্ষণে একটু চাপেই ঠকঠক কাঁপুনি! ৫৬ মিনিটে আলমাদার শট পোস্টের ওপর দিয়ে চলে যায়, ৬১ মিনিটে বক্সের ভেতর থেকে হেডে নিশ্চিত গোল মিস করেন নিকোলাস তালিয়াফিকো। রাফিনিয়া চেষ্টা করেছেন। ফ্রি-কিক থেকে বল মানবদেয়ালে মেরেছেন। পোস্টেও মেরেছেন। কিন্তু ম্যাচের আগে যে প্রতিশ্রুতির আগুন তিনি জ্বেলেছিলেন, তা নেভাতে তেমন একটা তাগিদ দেখা যায়নি। বিরতির পর দর্শকদের খালি মুখে ফেরত দিলে কেমন দেখায়, তাই বুঝি আরেকটি গোল করেছে আর্জেন্টিনা। আলমাদার বদলি নামা জিউলিয়ানো সিমিওনে ৭১ মিনিটে সেই গোলদাতা। ব্রাজিলের রক্ষণ ভেঙেচুরে বাঁ দিক থেকে ঢুকে পড়া তালিয়াফিকোর ক্রস বেশ কঠিন কোণ থেকে নেওয়া শটে গোল করেন আর্জেন্টিনার প্রাক্তন ডিফেন্ডার ডিয়েগো সিমিওনের এই ছেলে। আরও গোল পেতে পারত আর্জেন্টিনা। ৯১ মিনিটে ফার্নান্দেজ, এর দুই মিনিট পর রদ্রিগো দি পলও গোলের সুযোগ নষ্ট করেন। পোস্টের বাইরে শট নেন দুজনেই। ৮১ মিনিটে লিয়ান্দ্রো পারেদেসের শট ঠেকান বেন্তো। বিরতির পর আর্জেন্টিনার পোস্টে কোনো শট রাখতে পারেনি ব্রাজিল। আর্জেন্টিনার ১২টির তুলনায় ফাউল করেছে ১৯টি। মনুমেন্তালে ম্যাচ শুরুর আগে দর্শকেরাও প্রস্তুত ছিলেন। এল আলতোয় বাছাইপর্বের অন্য ম্যাচে উরুগুয়েকে বলিভিয়া হারাতে না পারায় ২০২৬ বিশ্বকাপে খেলা নিশ্চিত হয় আর্জেন্টিনার। ফুরফুরে মেজাজে থাকা আর্জেন্টিনার সমর্থকেরা আলভারেজের নাম স্টেডিয়ামের মাইকে ঘোষণা হওয়া মাত্রই হর্ষধ্বনিতে ফেটে পড়েন। আর রাফিনিয়ার নাম শোনার পর তুমুল কটাক্ষ। এই ম্যাচের আগে রোমারিওর সঙ্গে আলাপচারিতায় আর্জেন্টিনাকে 'গুঁড়িয়ে দেবেন' ও 'গোল করবেন' বলে হুঙ্কার ছেড়েছিলেন রাফিনিয়া। আর্জেন্টিনার সমর্থকদের তা ভালো লাগার কথা না। ৪০ মিনিটের পর তালিয়াফিকোর ফাউলের শিকার হয়ে তাঁকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেন রাফিনিয়া। তখনো উত্তেজনা ছড়িয়েছে গ্যালারিতে। আর্জেন্টিনার মতো ব্রাজিলের খেলোয়াড়েরাও উত্তেজিত হয়েছিলেন। তবে ওটুকু ছাড়া খেলায় আর উত্তেজনা ছড়াতে পারেনি ব্রাজিল। উল্টো ম্যাচটা হয়ে রইল তাদের জন্য দুঃস্বপ্ন। ২০১৪ বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে জার্মানির কাছে ৭-১ গোলে হারের পর এই প্রথম প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচে ন্যূনতম ৪ গোল হজম করল ব্রাজিল। দক্ষিণ আমেরিকান কোনো দলের বিপক্ষে চার গোল হজম করল ১৯৮৭ কোপা আমেরিকার পর। ১৪ ম্যাচে ৩১ পয়েন্ট নিয়ে দক্ষিণ আমেরিকা বাছাইয়ে টেবিলের শীর্ষে আর্জেন্টিনা। সমান ম্যাচে ২৩ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে ইকুয়েডর। চিলির সঙ্গে গোলশূন্য ড্র করেছে তাঁরা। ১৪ ম্যাচে ২১ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় উরুগুয়ে। ব্রাজিলের সংগ্রহও ১৪ ম্যাচে ২১ পয়েন্ট, চারে দরিভালের দল।

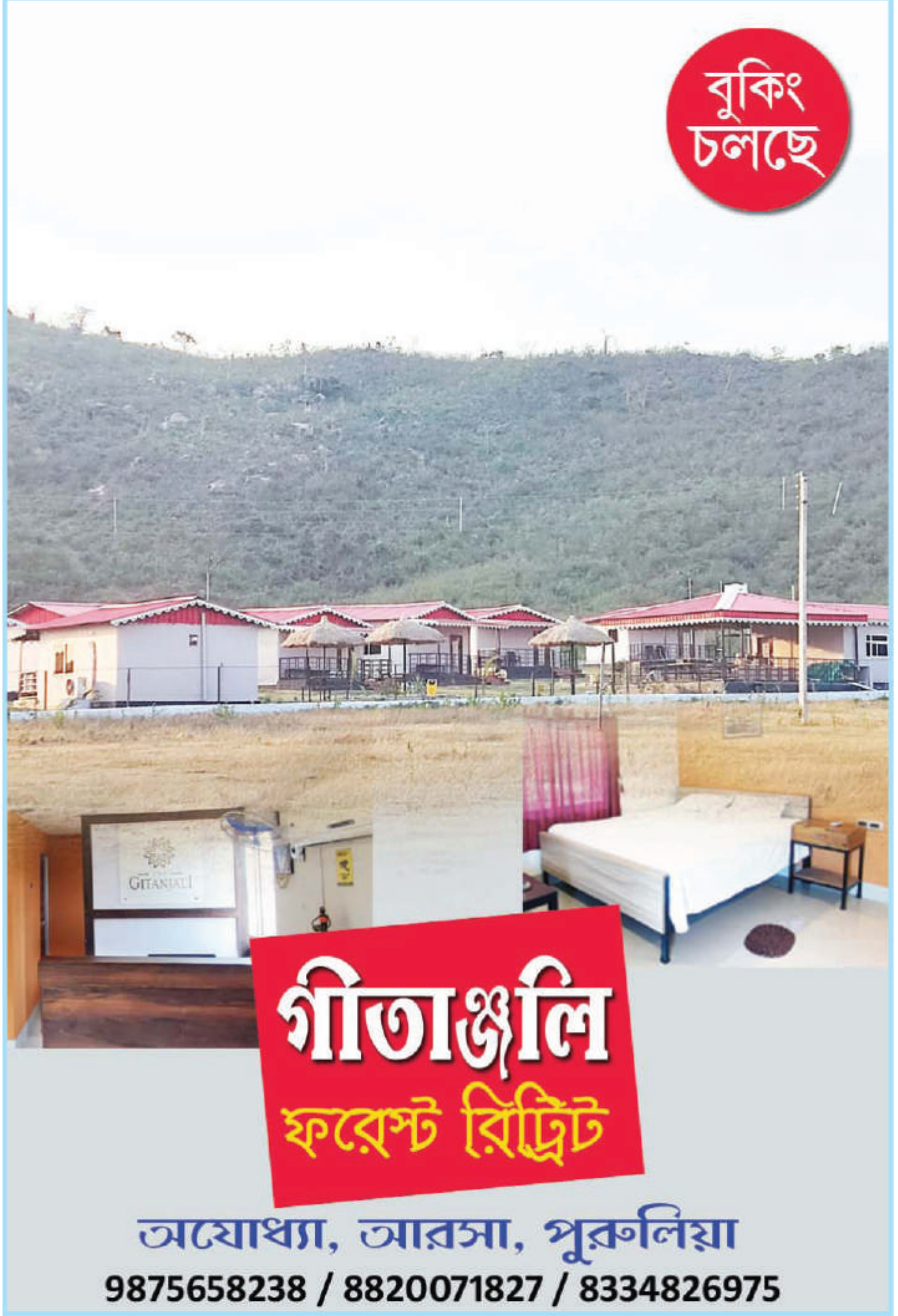

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com